উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

মাথা ঘামাবে না আমেরিকা
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের বিষয়টি আমাদের ভাবার বিষয় নয়। আমেরিকা কখনোই এই সংঘাতে জড়াবে না। আমরা চাই দু'পক্ষ শান্তভাবে আলোচনায় বসুক। ৯

আপৎকালীন ক্ষমতা
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে শুক্রবার সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে বলা হয়েছে, সিভিল ডিফেন্স রুলস, ১৯৬৮-এর আওতায় যে সমস্ত আপৎকালীন ক্ষমতা রয়েছে সেগুলি যেন প্রয়োগ করা হয়। ৯

আতঙ্কে পঞ্জাব সীমান্তের গ্রাম
পঞ্জাব সীমান্তের গ্রামগুলি এখন আতঙ্কে কাঁপছে। বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ প্রশাসনের নির্দেশে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। অমৃতসর, পাঠানকোট, ফিরোজপুরে ব্ল্যাক আউট ঘোষণা করে প্রশাসন। ৯

২৬ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 10 May 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 349

ভারতের দাবি

- উরি, পুঞ্চ, রাজৌরি, আখনুরে নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের
- ভারতের ৩৬টি জায়গায় হামলার চেষ্টা ওপার থেকে
- পুঞ্চে গুরুদোয়ারায় হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান
- বেশ কিছু পাক ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে সেনা
- শুক্রবার রাতে ফের উরিতে পাক রেঞ্জার্সের গুলিবর্ষণ
- জম্মু, সাম্বা, পাঠানকোট সেক্টরে পাক ড্রোনের হানাদারি
- সাম্বায় বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে

ভারতে দিনভর

- অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ কতারপুর করিডর
- আপাতত এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত আইপিএল
- সারা দেশে সমস্ত সরকারি কর্মীর ছুটি বাতিল
- ইন্ডিয়া গেট, লালকেল্লায় বাড়ল নিরাপত্তা, মোতায়েন বম্ব স্কোয়াড
- উত্তেজনার আবহে শেয়ার বাজারে পতন

ভারত তাদের আকাশসীমাকে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শত্রুপক্ষের সবক'টি প্রচেষ্টা উন্নত বায়ু প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ।

-রাজনাথ সিং, *প্রতিরক্ষামন্ত্রী*

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, ভারতের বেপরোয়া আচরণের জন্য এই মহাদেশের দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ ক্রমশ ভয়াবহ সংঘাতের দিকে এগিয়ে গেল।

-শাফকাত আলি খান, *মুখপাত্র, পাক বিদেশমন্ত্রক*

ছেড়ে কথা নয়

পাকিস্তানের দাবি

- ভারতীয় সেনার গুলিতে নিহত পাঁচজন, আহত ডজনখানেক
- যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য মোদি সরকারকে তোপ
- ইজরায়েলে তৈরি ভারতের আরও ৬টি ড্রোন ধ্বংসের দাবি
- ভারতীয় সেনা এলওসির হাজিরা, ফরওয়ার্ড কাহুটা ও খুইরাত্তা এলাকায় গোলাবর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ শাহবাজ শরিফ সরকারের

পাকিস্তানে দিনভর

- ডগ ফাইটে ভারতীয় বিমান ধ্বংস করেছে পাক যুদ্ধবিমান, দাবি বিবিসির
- ভারতের ভেতরেই চলছে জঙ্গিঘাঁটি
- সন্ত্রাসে মদতের মিথ্যে অভিযোগ আনছে ভারত
- ফের বন্ধ লাহোর বিমানবন্দর

ফের ড্রোন হামলা আটকাল ভারত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাক যুদ্ধের ছায়া লম্বা হচ্ছে। দুই দেশই যেভাবে আস্তিন গোটাচ্ছে, তাতে বড় কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকছেই। পাকিস্তানের উসকানির প্রত্যাঘাতে শুক্রবার পর্যন্ত তিন দফায় 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়েছে ভারত। সীমান্তের ওপার থেকে হামলা চালানোয় পাকিস্তানি ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি তছনছ করে দিয়েছে।

বারবার ধাক্কা খেলেও শুক্রবার রাতে ফের পুঞ্চ, হান্দওয়ার, কুপওয়ারা, উরিতে সংঘর্ষবিরতি ভেঙে গোলাবর্ষণ করেছে পাকিস্তানি সেনা। জম্মু, পাঠানকোট, সাম্বা সেক্টরে ফের ড্রোন পাঠিয়েও হামলার চেষ্টা করে। যদিও বৃহস্পতিবারের মতোই সেগুলি নিষ্ক্রিয় করে ভারতীয় সেনা। তবে শ্রীনগর, জম্মুতে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে।

জম্মু সফররত মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, তিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকে বিস্ফোরণের তীব্র আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাজস্থানের পোখরানেও ড্রোন হামলার চেষ্টা করেছে পাক সেনা। অমৃতসরে দু'দেশের জোর গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৫ মে পর্যন্ত দেশের ২৪টি

বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি, সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং শুক্রবার আরেক দফা যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে

এরপর বারোর পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BERHAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. RENAULT SURI Ph: 8377905404. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9933376767.

উৎপাদনে গুণগত মান বাড়াতে চাষে নতুন উদ্যোগ মালদায়

প্যাকেটে মুড়ে আমের ফলন

হরষিত সিংহ

মালদা, ৯ মে : বিদেশে রপ্তানির যোগ্য করে তুলতে এবার আম উৎপাদনে প্রথম ব্যবহার করা হবে বিশেষ ধরনের কাগজের প্যাকেট। রাজ্যে এই প্রথম মালদায় ওই বিশেষ প্যাকেট ব্যবহার করা হবে।

গাছে ধরে আছে আম, সেই অবস্থাতেই এবার ওই প্যাকেটে ঢোকানো হচ্ছে। প্যাকেটে মোড়ানো অবস্থাতেই গাছে আম বড় হবে, পাকবে। কৃষকদের দাবি, এই আধুনিক পদ্ধতিতে আম চাষ করলে একদিকে যেমন আমের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে, তেমনই বিভিন্ন কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে আম।

এতদিন মালদায় এই প্রযুক্তির ব্যবহার হয়নি। ফলে চাহিদা থাকলেও আমের গুণগতমান ভালো না থাকায় বিদেশে বাজারে তা প্রত্যাখান হয়েছে। তাই এই বছর পরীক্ষামূলকভাবে মালদার আম বাগানগুলিতেও প্যাকেটিং করা হচ্ছে। এই বছর প্রথম ইংরেজবাজার ব্লকের কমলাবাড়িতে একটি বাগানে আমের প্যাকেটিং করা হচ্ছে। মূলত হিমসাগর, মল্লিকা ও আম্রপালি প্রজাতির আমের বিশেষ প্যাকেটিং করা হচ্ছে। সাফল্য পেলে আগামীতে অন্য কৃষকদের মধ্যেও এই আধুনিক পদ্ধতির প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের।

গাছে কাগজের প্যাকেটে মোড়ানো আম। ইংরেজবাজারের কমলাবাড়িতে।

বিষয়টি নিয়ে মালদা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েকের বক্তব্য, 'এই বছর প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে আধুনিক এই প্যাকেটিং করা হচ্ছে। ছোট অবস্থাতেই প্যাকেটের মধ্যে ঢোকানো হয় আম। এতে করে আমের গুণগতমান, রং, আকার সমস্ত কিছু ঠিক থাকে। যা বিদেশে রপ্তানির যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এই পদ্ধতিতে আম চাষ করলে খুব সহজেই বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। আশা করছি আমরা সাফল্য পাব।'

একসময় বিদেশের বাজারে মালদার আমের যথেষ্ট সুনাম ছিল। সময়ের সঙ্গে সেই সুনাম এখন তলানিতে। বিগত কয়েক বছর ধরে মালদার আম বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে মালদার আমের কোনও চাহিদা নেই। বিভিন্ন কারণেই এমনটা হয়েছে। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে, মালদার আমাকে ফের তুলে ধরার প্রয়াস শুরু করেছে উদ্যানপালন দপ্তর। তার প্রথম ধাপ হিসাবে জেলাজুড়ে এই মরশুমে কৃষকদের ব্যাপক হারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে উন্নতমানের আম উৎপাদনে।

ওই বিশেষ ধরনের কাগজের প্যাকেট দিয়ে আমকে মুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে সরাসরি সূর্যের আলো বৃষ্টির জল আমে পড়বে না। আমের রং, আকার ঠিক থাকবে। আমের চোকার উপর মোমের মতো হালকা আস্তরণ থাকবে। এতে করে বিদেশে চাহিদা বাড়বে।

আমচাষি প্রসূন চিৎলাঙ্গিয়া বলেন, 'মালদা তথা রাজ্যে আমি প্রথম আমের প্যাকেটিং করছি। এতে করে বিদেশে রপ্তানি যোগ্য আম উৎপাদন সম্ভব হবে। এই বছর পরীক্ষামূলকভাবে অল্প কয়েকটি গাছে করছি। আগামীতে বেশি করে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।'

উদ্যানপালন দপ্তর ও মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পরামর্শেই আমচাষি প্রসূন চিৎলাঙ্গিয়া চলতি বছর এই আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করছেন। লখনউ থেকে বিশেষ এই আমের প্যাকেটগুলি কিনে নিয়ে এসেছেন। ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'এটি একটি নতুন উদ্যোগ। সাফল্য হলে জেলার আম চাষ থেকে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। জেলার আম খুব সহজেই বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। আর্থিকভাবে উন্নতি হবে।'

সেনার জন্য দোয়া

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর জেলার বিভিন্ন মন্দিরে বিজেপির তরফ থেকে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মঙ্গলকামনায় পুজো দেওয়া হয়েছিল। এবার পারোকাটার বিভিন্ন মসজিদে জওয়ানদের জন্য দোয়া করলেন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে ইমামরা। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের এই উদ্যোগের পিছনে কিন্তু কোনও রাজনৈতিক রং নেই। রয়েছে নিপাট শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধ। জওয়ানদের মঙ্গলকামনার পাশাপাশি পহলগামে জঙ্গিহানায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন তাঁরা। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পারোকাটা ওল্ড মসজিদের ইমাম মহম্মদ শামসুল হক।

জুম্মার নমাজ শেষে পারোকাটা ওল্ড মসজিদ সহ পারোকাটা অঞ্চলের মসজিদগুলিতে সকলে দোয়া করেন, যেন সেনাবাহিনী আরও শক্তি ও সাহস নিয়ে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে।

মধ্য পারোকাটার বাসিন্দা মকসেদুল হক বলেন, 'পহলগামে মৃত পর্যটকদের পাশাপাশি শহিদ ঝন্টু আলি শেখ সহ যেসকল জওয়ানরা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের স্মরণে ও সম্মানে আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি এদিন। তাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের রক্ষা করেছেন। তাঁদের এই বীরত্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' আরেক বাসিন্দা রাজীব হুসেনের কথায়, 'আমাদের শপথ, যে কোনও মূল্যে একসঙ্গে থাকব।'

বিরল প্রজাপতির খোঁজ ডালিমটারে

অনুপ সাহা

ডালিমটার (কালিম্পং), ৯ মে : 'এ গানের প্রজাপতি পাখায় পাখায় রং ছড়ায়'- গানটির কথা মনে আছে? স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেও নো প্রবলেম। ঘুরে আসুন রংবেরংয়ের হাজারও প্রজাপতির আপন দুনিয়া কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের ডালিমটারে।

লুপ পুলের সৌজন্যে চুইখিম, লোলেগাঁওয়ের পথে যখন কংক্রিটের জঙ্গলে প্রকৃতি হারিয়েছে তার নিজস্বতা, সেখানে ডালিমটার এখনও সবুজে ঘেরা। তাই সেখানে পৌঁছানো পথেই অত্যন্ত বিরল প্রজাতির চোখধাঁধানো প্যারিস পিকক, রেড হেলেন, চকোলেট অ্যালবাট্রস, ব্লু-টাইগার, ইয়েলো অরেঞ্জ, কমন মরমন প্রজাতির প্রজাপতি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রকৃতিবিদ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ ডঃ তুষার ঘোষাল, শিলিগুড়ির অধ্যাপক নীনা সিং মুখোপাধ্যায়, মহুয়া সিনহা প্রমুখ।

শুক্রবার পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর চতুর্থ বর্ষের প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ অধ্যাপক, লেখক মিলিয়ে ২০ জনের একটি দল আগামী তিনদিন ধরে ডালিমটারের জঙ্গলে প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ করবে। শিবিরে ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্যই নয়, বাস্তুতন্ত্রেও প্রজাপতি, মথের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।' যুধাজিৎ আবার শিবিরের শুরুতেই বলেন, 'জিজ্ঞাসু-র চোখ দিয়ে প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রজাপতি কী করতে চাইছে?

প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ শিবিরে ভিড়।

ডিম পাড়তে চাইছে কি না, নাকি ভয়ে ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এবারের শিবির।'

অধ্যাপক নীনা বলেন, 'একসময় চুইখিমও প্রজাপতির স্বর্গরাজ্য ছিল। সেখানে রাস্তা তৈরির জন্য কয়েক হাজার গাছ কেটে নেওয়ার ফলে আগামী কয়েক প্রজন্মের প্রজাপতির বংশ ধ্বংস করা হয়েছে।' তবে কি চুইখিমের প্রজাপতি, পাখির দল চুইখিমের পাহাড়ি আস্তানা ছেড়ে ডালিমটারে পাড়ি দিয়েছে? অনিমেষ বলেন, 'এই প্রথম ডালিমটারে শিবির আয়োজন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন-২০২৫ তারিখ:০৭.০৫.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, পিন - ৭১৩৩০১ কর্তৃক আইআরইপিএস পোর্টালে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ বন্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে ... ই-অকশন ক্যাটালগ নং:: এএসএন-পিএআরসি-২০২২৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ২২.০৫.২০২৫ সকাল ১১ টায়; ... বিশদ বিবরণ ও শর্তাবলির জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে। (ASN-37/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

কৈলাস মানসসরোবর যাত্রা

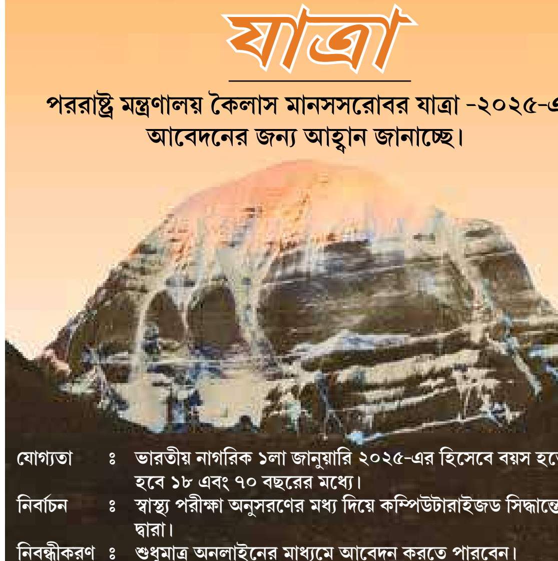

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কৈলাস মানসসরোবর যাত্রা -২০২৫-এ আবেদনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

যোগ্যতা : ভারতীয় নাগরিক ১লা জানুয়ারি ২০২৫-এর হিসেবে বয়স হতে হবে ১৮ এবং ৭০ বছরের মধ্যে।
নির্বাচন : স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুসরণের মধ্য দিয়ে কম্পিউটারাইজড সিদ্ধান্তের দ্বারা।
নিবন্ধীকরণ : শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট :- https://kmy.gov.in-এ পরিদর্শন করুন।
টেলিফোন :- ০১১-২৩০৮৮১৩৩

CBC 14108/13/0001/2526

আজ টিভিতে

মিত্তিরবাড়ি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ হীরক জয়ন্তী, ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.১৫ নাচ নাগিনী নাচ রে, সন্ধে ৭.১৫ সাথী, রাত ৯.১৫ রাখে হরি মারে কে, ১.০০ রাজকাহিনী

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ জামাই ৪২০, সন্ধে ৭.১০ জয় মা তাঁরা, রাত ১০.৩৫ হাঙ্গামা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ স্বপ্ন, দুপুর ১.৩০ অভাগিনী, বিকেল ৪.৩০ পিতা, রাত ৯.৩০ মাটির মানুষ, ১২.৩০ থাই কারি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কবিতা, সন্ধে ৭.৩০ আশা ও ভালোবাসা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ইন্দ্রজিৎ, রাত ৯.০০ শিকারি

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৭ হিরো নম্বর ওয়ান, দুপুর ২.০২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৪.৫৫ যুবরত্ন, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫১ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১.৪৫ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.১৯ কমান্ডো-থ্রি, রাত ৮.০০ সূরয়া-দ্য সোলজার, ১১.০৫ খিলাড়ি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪২ আর্টিকল ১৫, দুপুর ১.৫৭ রানওয়ে ৩৪, বিকেল ৪.২৩ দোনো, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ সত্যপ্রেম কি কথা, ১০.৫৬ ইংলিশ ভিংলিশ

সোনি পিক্স : দুপুর ১২.১৬ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, ২.১৮ ঘোস্ট বাস্টার্স : ফ্রোজেন এম্পায়ার, বিকেল ৪.০৯ ১২ স্ট্রং, সন্ধে ৬.১২ দ্য উইমেন কিং, রাত ৮.২৯ স্পাইডারম্যান-নো ওয়ে হোম, ১১.০০ মেটালিক রুজ

কবিতা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

দ্য উইমেন কিং
সন্ধে ৬.১২ সোনি পিক্স

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ৩৬৫।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা.সি-পার্কিং-এনজেপি২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এ৪/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-এমএক্স-১৪৮-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ট্রাক/বাসের হেতু পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.৩০ ঘণ্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা.সি-পার্কিং-জেবিএন-এম

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এ৪/১	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএক্স -৯৬-২৫-১ (পার্কিং - মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের আলুয়াবাড়ি রোড অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ৪/২	পার্কিং-কেআইআর-জিজেডও-এমএক্স -১৫৩-২৫-১ (পার্কিং - মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের গাজোল স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ৪/৩	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স -১৪১-২৫-৩ (পার্কিং - মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের মালদা কোর্ট স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ৪/৪	পার্কিং-কেআইআর-জেবিএন-এমএক্স -১৪৬-২৫-১ (পার্কিং - মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের যোগবানী স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ৪/৫	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স -১৪০-২৫-২ (পার্কিং - মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের বাগডোগরা স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ৪/৬	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএক্স -১০৩-২৫-১ (পার্কিং - মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের একলাখী স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-জেবিএন-পিসিসিভি -১৫২-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়েল ভেহিকল)	কাটিহার মণ্ডলে যোগবানী স্টেশন অবস্থানে তিন চাকাযুক্ত চার চাকাযুক্ত কার (ট্যাক্সি) ও ভারী যানবাহনের (বাস/ট্রাক/মিনি-বাস) জন্য পার্কিং লট
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-জিজেডও-পিসিসিভি -১৫৪-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়েল ভেহিকল)	গাজোল স্টেশনে (অটো, ই.রিক্সা / ট্যাম্প) তিন চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/৩	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-পিসিসিভি -১৫১-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়েল ভেহিকল)	মালদা কোর্ট তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহন (ট্যাক্সি) ও ট্রাক/বাসের পার্কিং
এবি/৪	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি -১৪৪-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়েল ভেহিকল)	কেবল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন -গুডস শেড এলাকায় ট্রাক পার্কিং

ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬। নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীভিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
আইআরইএল (ভারত) লিমিটেড
(একটি ভারত সরকারের উদ্যোগ-পারমাণবিক শক্তির দপ্তর)
মানাভালাকুরিচি, তামিলনাড়ু, ই-মেল :- purchase-mk@irel.co.in আইএসও ৯০০১, ১৪০০১ এবং ৪৫০০১ ইউনিট, ফোনঃ- ০৪৬৫১-২০০৪০২ সিআইএনঃ- ইউ১৫১০০এমএইচ ১৯৫০ জিওআই ০০৮১৮৭
রেফঃ-এমকে/পি.এডিভিটি/২০২৫-২৬/০১
টেন্ডার নোটিশ
আইআরইএল মানাভালাকুরিচি ইউনিট নিম্নে উল্লিখিত টেন্ডারের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেঃ-

টেন্ডার নং	বর্ণনা
জিইএম/২০২৫/বি/৬১৮৯৯৮০	৪০০-৪৫০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিন্ডার পূর্ণ তরলীত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের সরবরাহ।
আইআরইএল/এমকে/ইটি/০১/২০২৫	...

দরদাতাদের টেন্ডারের নথিপত্রগুলি https://gem.gov.in, https://www.irel.co.in এবং সিপিপি পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। কোনওপ্রকার সংশোধনীর বিষয়/সংযোজনের বিষয় উপরে উল্লিখিত টেন্ডারটিতে হয়ে থাকলে তা শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটগুলিতে উল্লেখ করা হবে।
মুখ্য মহা প্রবন্ধক এবং প্রধান, এমকে/...
CBC 48147/12/0002/2526

ভারতীয় টেরিটোরিয়াল সৈন্যবাহিনীতে একজন আধিকারিক রূপে যোগদান করুন
www.indianarmy.nic.in

দেশরক্ষক সৈন্যবাহিনীর আধিকারিক রূপে (দপ্তরবিহীন) দেশের সেবায় যোগদানের হেতু অস্থায়ী আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। পুরুষ ও মহিলাদের

শূন্যপদের মোট সংখ্যা
(ক) পুরুষ - ১৮ (খ) মহিলা - ০১
দ্রষ্টব্য : সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে শূন্যপদের সংখ্যা পরিবর্তনশীল।

যোগ্যতার শর্তাবলি
- জাতি : শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক (পুরুষ এবং মহিলা)
- বয়স সীমা : ১৮ থেকে ৪২ বছর হতে হবে আবেদনপত্র পূরণের শেষদিনের মধ্যে।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক।
- শারীরিক মান : সমস্ত দিক থেকে প্রার্থীদের শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে সমর্থ হতে হবে।
- কার্যে নিয়োগ : কার্যত রূপে নিযুক্তিকরণ।

- **লেখনী পরীক্ষার তারিখ : ২০ জুলাই, ২০২৫**
দ্রষ্টব্য : উপরে উল্লিখিত পরীক্ষার তারিখটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে।
- **কীভাবে আবেদন করতে হবে :** প্রার্থীদের ওয়েবসাইট www.indianarmy.nic.in -এ অনলাইন মাধ্যমে আবেদন করা আবশ্যক। অন্য কোনও মাধ্যম আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে না।
- **আবেদনপত্র জমা :** অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং আবেদনপত্র জমা দিতে হবে ১২ মে, ২০২৫ থেকে ১০ জুন ২০২৫ এর মধ্যে। এর পরবর্তীতে লিংকটি অকেজো করে দেওয়া হবে। সমস্ত নির্দেশাবলি www.indianarmy.nic.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
- **ফি-এর বিস্তারিত বিবরণ :** প্রার্থীদের টা: ৫০০/- (টাকা পাঁচশো মাত্র) ফি রূপে জমা দেওয়া আবশ্যক। ওয়েবসাইট www.indianarmy.nic.in-এ সমস্ত বিবরণ উপলব্ধ।

দ্রষ্টব্য :
১। নিযুক্তিকরণ/সম্পাদনা টেরিটোরিয়াল সৈন্যবাহিনীতে সম্পূর্ণ রূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালাল চক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২। বিজ্ঞপ্তিটির বিশদ বিবরণটি জানার জন্য প্রতিনিয়ত www.indianarmy.nic.in ওয়েবসাইটটি পরিদর্শন করুন।
cbc 10120/11/0002/2526

কর্মখালি

হোটেল ও FMCG Co.-তে হার্ডওয়ার্কিং ম্যানেজার প্রয়োজন। গ্যাংটক। যোগাযোগ- 9434117292. (C/116322)

•

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur (U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging. (M) 86044-60736, 96963-01588. (C/116322)

ব্যবসা বাণিজ্য

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ- 9433766101. (K)

বিক্রয়

Flat for sale almost ready, Ghosh Apartment, Netaji road, Opp. Kaljani Govt housing complex, Alipurduar. Contact-9832038844 /9475806888. (C/116279)

•

কোচবিহার শহরে কেশব রোড রাজবাড়ি মিনিবাস স্ট্যান্ডের সম্মুখে দোতলা কমপ্লিট বাড়ি সত্বর বিক্রয়। 2nd Plot, 8/9 ফুট রাস্তা। জমি প্রায় ২ কাঠা। ফিক্সড দাম- ১ কোটি ২০ লাখ। শুধুমাত্র ইচ্ছুক ক্রেতা যোগাযোগ করুন। (M) 9474932389. (C/115921)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং 73731353 4112 আমার নাম এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 12-2-2025 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার, পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Roy এবং Joswana Roy, স্বামী Kartik Ch. Roy এবং Kartik Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/115919)

•

কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 06/05/25 তাং E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Rina Hossain এবং Mana Parvin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/115852)

বিক্রয়

শিলিগুড়ি মেডিকেলের নিকট 2 1/2 কাঠা জমির উপর ৩ তলা প্ল্যান- ১ তলা নতুন বাড়ি বিক্রয়। ক্রেতা কেবল যোগাযোগ- 8918754808. (C/116323)

কর্মখালি

কোম্পানিতে ইলেকট্রনিক্স/ইলেকট্রিক/ITI-এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেকানিক চাই। Salary (12000-16000), সঙ্গে রয়েছে ESI, PF ও অন্যান্য সুবিধে। Con- সেবক রোড, শিলিগুড়ি, Ph : 9733395611. (C/116324)

ত্যাজ্য পুত্র

আমি রতন সাহা, পিতা মৃত সদানন্দ সাহা, নিবাস- ওয়ার্ড নং ০৮, মাথাভাঙ্গা পৌরসভা, জেলা- কোচবিহার, ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে মাথাভাঙ্গা নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট বলে আমার পুত্র অতনু সাহাকে ত্যাজ্য পুত্র বলে ঘোষণা করলাম এবং আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলাম। (C/116324)

তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থাপনা প্রণালীর স্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৫-কিউডব্লিউএস-এনজিইউজে-২৫ তারিখঃ ০৬.০৫.২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ শিলিগুড়ি জংশনে-টার্ণ কী আধারে তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থাপনা প্রণালীর স্থাপন (মোট হাইড্রান্ট লাইন-০৩)। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৭৬,১৯,৮৩৬.৫৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৩৮,১০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী রঙিয়া ডিভিশন অধিক্ষেত্রের অধীনে জুন/২০২৫-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	জুন/২০২৫	এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন২০২৫০০৮	০৫-০৬-২০২৫/ ১১:০০:০০
২		এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন২০২৫০০৯	১২-০৬-২০২৫/ ১১:০০:০০
৩		এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন২০২৫০১০	১৯-০৬-২০২৫/ ১১:০০:০০
৪		এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন২০২৫০১১	২৬-০৬-২০২৫/ ১১:০০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কপনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

তেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সবার প্রশংসাপ্রাপ্তি। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসবে। **বৃষ :** ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মিথুন :** পরীক্ষার ফল খুব ভালো হবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **কর্কট :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। **সিংহ :** বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। অন্যায়কারীকে চিনতে পেরে অবশেষে স্বস্তি। **তুলা :** ব্যক্তিগত কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। দাঁতের সমস্যার বৃদ্ধি। **বৃশ্চিক :** রাস্তায় খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। কেউ আপনার ওপর মিথ্যা দোষ চাপাতে পারে। **ধনু :** কোমরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। **মকর :** কোনও চালু কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। রাজনীতি থেকে সমস্যা আসবে। শান্ত থাকুন। **কুম্ভ :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট। পেটের অসুখে সমস্যা। **মীন :** নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। পারিবারিক পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২০ বৈশাখ, ১০ মে, ২০২৫, ২৬ বহাগ, সংবৎ ১৩ বৈশাখ সুদি, ১১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।৫। শনিবার, ত্রয়োদশী অপরাহ্ণ ৫।১৫। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ৩।৯। অসৃকযোগ শেষরাত্রি ৪।১২। তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৫।১৫ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১।৫৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ৩।৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, অপরাহ্ণ ৫।১৫ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৪১ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৭ মধ্যে ৩।৪১ গতে ৫।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৪১ গতে অপরাহ্ণ ৪।২৭ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ৩।৯ গতে ৩।৩৭ মধ্যে মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।১৮ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৩ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।৪৯ মধ্যে ও ২।০ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৯,৪৫৪.৪৭ (-৮৮০.৩৪)
নিফটি : ২৪,০০৮.০০ (-২৬৫.৮০)

মোড়কবন্দি আমের ফলনে চমক
এবার আম উৎপাদনে প্রথম ব্যবহার করা হবে বিশেষ ধরনের কাগজের প্যাকেট। রাজ্যে এই প্রথম মালদায়। প্যাকেটে ঢোকানো অবস্থাতেই আম গাছে বড় হবে, পাকবে। » ২

পাক-ঋণ ঠেকাতে মরিয়া ভারত
বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার যথেষ্টই কোণঠাসা। তাদের চোখ আইএমএফ-এর বেলআউট বৈঠকের দিকে। তারা যাতে ঋণ না পায় সেদিকে কড়া নজর ভারতের। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৮° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৮° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৮° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন

জেলবন্দি ইমরান খানের মুক্তির দাবি » ১০

২৬ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 10 May 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 349

বিশ্বে চর্চায় ভারত-পাক

মিথ্যে খবরের মেকি যুদ্ধ

নয়াদিল্লি, ৯ মে : গুজব ও ভুয়ো খবর পাল্লা দিয়ে ছড়াচ্ছে। সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমে এমন সব খবরের জেরে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। ভারত-পাক সংঘাতের আবহে এই সমস্যায় উদ্বিগ্ন সেনাবাহিনীও। ভুয়ো খবরের যুদ্ধ উভয় দেশেই। বাধ্য হয়ে শুক্রবার ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক সব সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রতিরক্ষা অভিযান বা সেনা চলাচলের লাইভ সম্প্রচার বা তাৎক্ষণিক খবর থেকে বিরত থাকতে নির্দেশিকা দিয়েছে।

নির্দেশিকায় সেনা অভিযানের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রকাশে দেশের কৌশলগত পরিকল্পনা বিপন্ন হতে পারে এবং সেনা সদস্যদের প্রাণনাশের ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে উল্লেখ করা আছে। ভুয়ো খবরে অবশ্য পাকিস্তান অনেক বেশি এগিয়ে। পাকিস্তানপন্থী বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়ানো হয়েছে মিথ্যা ছবি, ভিডিও এবং তথ্য। সাধারণ মানুষের মনে ভয়ভীতি, বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা তৈরি করাই নিঃসন্দেহে এর উদ্দেশ্য।

অনেক ক্ষেত্রে নেতা-মন্ত্রীরাও ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দিচ্ছেন সমাজমাধ্যমে। এদেশেও। যেমন ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু 'ভারতের নৌসেনা করাচিতে হামলা চালিয়েছে' বলে টুইট করেছিলেন তথ্য যাচাই না করেই। পরে খবরটি ভুয়ো বুঝে পোস্ট মুছে দেন।

এমন ঘটনা বৃহস্পতিবার রাত থেকে বহুবার ঘটেছে জাতীয় এবং রাজ্যের টিভি চ্যানেলে। বিভিন্ন ওয়েবসাইটেও। যে খবর আদৌ হয়নি, তাই দেখানো হয় বড় করে।

অত্যন্ত পরিচিত সর্বভারতীয় এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম 'ভারতীয় নৌবাহিনী করাচি বন্দরে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে' বলে খবর সম্প্রচার করে। বড় বড় ব্যানার হেডিং দেয়, 'তছনছ করাচি, জ্বলছে গোটা এলাকা। আইএনএস বিক্রান্তের সফল অ্যাকশন'।

যদিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্ট চেকিং সাইট জানিয়ে দেয়, খবরটি ভুয়ো। করাচি বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, তাদের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়েছে। কার্গিল যুদ্ধ বা মুম্বই হামলার উল্লেখ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রক শুক্রবার টুইটে বলে, 'দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এখন সময়ের দাবি। সংবেদনশীল তথ্য আগে প্রকাশ হলে দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কার্যকারিতার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।'

এরপর বারোর পাতায়

ভাইরাল পুরোনো ভিডিও
» *নয়ের পাতায়*

এবার সত্যি সত্যি যুদ্ধ লাগলে কোন দেশের পাশে কারা থাকতে পারে? সম্ভাব্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভারতের পাশে

আমেরিকা
» পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান।

রাশিয়া
» প্রতিরক্ষায় ভারতের অন্যতম ভরসা যুদ্ধবিমান সুখোই সু-৩০ এমকেআই, এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ভ্লাদিমির পুতিনের দেশের তৈরি।

ইজরায়েল
» হেরন, হ্যারপের মতো ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ভারতে সরবরাহ করে দেশটি।

ফ্রান্স
» ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্যতম ভরসা রাফাল যুদ্ধবিমান ফ্রান্সের দাসোঁ অ্যাভিয়েশনের তৈরি।

আরও যারা
» পাশাপাশি কৌশলগত বন্ধুত্বের কারণে জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ যুদ্ধে ভারতের পাশে থাকতে পারে বলে অনুমান।

পাকিস্তানের পাশে

চিন
» চিনে তৈরি জে-১০ এবং চিন ও পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান বড় ভরসা শাহবাজ শরিফের সেনার।

তুরস্ক
» রাষ্ট্রপতি রিসেপ তায়িপ এর্দোগানের আমলে তুরস্কের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অতীতে তিনি কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

নিরপেক্ষ
» ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের সঙ্গে ঔপনিবেশিক অতীত থাকায় গ্রেট ব্রিটেনের মতো দেশ যুদ্ধে নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে বলে ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকদের।

নিরাপত্তার মোড়কে দিল্লি, ফাঁকা স্বর্ণমন্দির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাক সীমান্তে উত্তেজনার আঁচে চরম সতর্কতা রাজধানী দিল্লি সহ গোটা দেশে। জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, গুজরাটের সীমান্তবর্তী শহরগুলিকে লক্ষ্য করে লাগাতার পাকিস্তানের ড্রোন হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ নজর অবশ্যই নয়াদিল্লিতে। লালকেল্লা, ইন্ডিয়া গেট, কুতুব মিনার, লোটাস টেম্পল, হুমায়ুনের সমাধি, অক্ষরধাম মন্দিরের মতো স্মারককে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

দিল্লির পাশাপাশি বিশেষত সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যগুলিতে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। চণ্ডীগড়ে সরকারি নির্দেশ মেনে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকান, বাজার ও মল। মোহালিতে রাত ৮টায় দোকান-বাজার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুজরাটে পুলিশ ১৫ মে পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো বা আতশবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ করেছে।

উত্তেজনার প্রভাব সরাসরি পড়েছে স্বর্ণমন্দিরেও। এই পবিত্র শিখ তীর্থক্ষেত্রে গত দু'দিনে দর্শনার্থীর সংখ্যা হঠাৎ প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গিয়েছে। পাকিস্তানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের অংশ স্বর্ণমন্দির সংলগ্ন চাষের জমিতে পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শিরোমণি গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ দিনে যেখানে স্বর্ণমন্দিরে ভোর থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন ভক্তরা, সেখানে বুধ ও বৃহস্পতিবার মন্দির চত্বর ছিল প্রায় ফাঁকা।

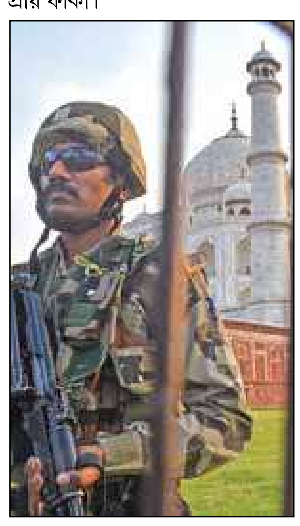

নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তাজমহল।

সারা দেশেই সমস্ত সরকারি কর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। সাইরেন বাজিয়ে, মক ড্রিলে শামিল করিয়ে দিল্লিবাসীকে সম্ভাব্য হামলা থেকে বাঁচার পন্থা বাতলে দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ দিল্লির ব্যস্ততম আইটিও চত্বরে আচমকা সাইরেন বাজানো মক ড্রিলের অঙ্গ হলেও যেন বাস্তব

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

পড়ুয়াদের ক্ষতি কতটা, ভুলে থাকি যুদ্ধের আঁচে

গৌতম সরকার

ক'দিন ওয়ার্ম আপ চলছিল সেনাবাহিনীর। মহড়া, মোতায়েন, মক ড্রিল...। যুদ্ধের ম-ম ভাব যেন। ওয়ার্ম আপ যেন আমাদেরও। পাকিস্তানকে বেশ দু'ঘা দেওয়া যাবে আনন্দে আমাদের অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ কম হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত ভারত বা পাকিস্তান, কেউ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করুক, যুদ্ধ একরকম বেধেই গিয়েছে। প্রত্যাশা পূরণের আনন্দে তাই দেশজুড়ে উল্লাস। কট্টর মোদি বিরোধীও সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভারতমাতা কি জয়' পোস্ট লিখছেন সগর্বে।

বামমনস্ক এক শিক্ষক বলছিলেন, যত যাই হোক, পাকিস্তানকে টাইট দেওয়ার এই সুযোগ ছাড়া কি উচিত হবে বলুন! অতঃপর মনস্কামনা পূরণ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের ধাত্রীভূমি, মৌলবাদের আঁতুড় পাকিস্তানের উদ্দেশে

এরপর বারোর পাতায়

ভারতীয় সেনাবাহিনী
www.join.indianarmy.nic.in
১৪২ তম প্রযুক্তিগত স্নাতক কার্যধারা (টিজিসি-১৪২) (জানুয়ারি ২০২৬)

দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি
(নিম্নে উল্লিখিত তথ্যটি শুধুমাত্র সাধারণ সচেতনতা এবং পরিগণবাদের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।)
(কার্যধারাটির বিজ্ঞপ্তিটি www.joinindianarmy.nic.in -এ প্রকাশিত হয়েছে-শুধুমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি এই কার্যধারার জন্য প্রযোজ্য।)

শ্রেণিবিভাগ	বর্ণনা	বিজ্ঞপ্তিটির বিস্তারিত নির্দেশাবলির অনুচ্ছেদ নং
নিযুক্তিকরণের প্রকার	প্রযুক্তিগত স্নাতক কার্যধারা (টিজিসি-১৪২) (জানুয়ারি ২০২৬)	অনুচ্ছেদ - ১
বয়স	২০ এবং ২৭ বছর ১লা জানুয়ারি ২০২৬-এর হিসেবে	অনুচ্ছেদ - ২
খোলা থাকবে	অবিবাহিত পুরুষ	অনুচ্ছেদ - ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিজ্ঞাপিত প্রযুক্তি বিভাগের যে কোনও কার্যধারায় স্নাতক	অনুচ্ছেদ - ২
গ্রহণযোগ্য বি-টেক কার্যধারা	তালিকাভুক্ত	অনুচ্ছেদ - ৩
কীভাবে আবেদন করবেন	www.joinindianarmy.nic.in-এ অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে	অনুচ্ছেদ - ১১
আবেদন খোলা থাকবে	৩০ এপ্রিল থেকে ২৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত	অনুচ্ছেদ - ১৫
স্বাস্থ্যের মানদণ্ড	www.joinindianarmy.nic.in-এ দেওয়া তথ্য অনুসারে	অনুচ্ছেদ - ৫
নির্বাচনের পদ্ধতি	আবেদন > সংক্ষিপ্ত তালিকা > এসএসবি > স্বাস্থ্য > যোগ্য প্রার্থীর তালিকা >যোগদান পত্র	অনুচ্ছেদন - ৪
সংক্ষিপ্ত তালিকাটির কাট অফ % এ নম্বর প্রকাশের তারিখ	জুন ২০২৫-এর প্রথম সপ্তাহে	-
এসএসবি-এর আনুমানিক সময়কাল এবং তারিখগুলি	পাঁচদিনের এসএসবি ২০২৫ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। (এসএসবি-এর বিকল্পটি ২০২৫ সালের জুন মাসে এক সপ্তাহের জন্য খোলা থাকবে।)	-
পূর্বে কর্মভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ভারতীয় সেনাবাহিনী কেন্দ্র (আইএমএ), দেরাদুন	অনুচ্ছেদ - ৭(এ)
প্রশিক্ষণের সময়কাল	১২ মাসের ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত	অনুচ্ছেদ - ৭
প্রশিক্ষণের সময়কালে বেতন	প্রতি মাসে টাঃ ৫৬,৪০০	অনুচ্ছেদ - ৯
প্রশিক্ষণের পরবর্তীতে পদমর্যাদা	লিউটেনেন্ট	অনুচ্ছেদ - ৯
ভারপ্রাপ্ত কার্যের উপর বেতন	সিটিসি আনুমানিক ১৭-১৮ লক্ষ প্রতি বছর (বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বছরে একবার নিজের বাড়ি ফেরার অধিদেয় বাদে)	-
ভারপ্রাপ্ত কার্যের প্রকার	স্থায়ী ভারপ্রাপ্ত কার্য	অনুচ্ছেদ - ৬
প্রাথমিক অস্ত্র/ভারপ্রাপ্ত কার্যের পরিষেবার ক্ষেত্রে	ইঞ্জিনিয়ারদের সৈন্যদল, সাংকেতিক, বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারদের সৈন্যদল প্রার্থীদের অন্য অস্ত্র/পরিষেবার ভার প্রদান করা হতে পারে।	-
নিস্তরনের সুবিধা	পরিষেবার উপর নিস্তরণের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল	-

CBC10601/11/0017/2526

জঞ্জাল ফেলে দিঘি ভরাট

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৯ মে : আবর্জনা ফেলে এবার দিঘি ভরাটের অভিযোগ উঠল কোচবিহার শহরে। হেরিটেজ তালিকায় থাকা কয়েদিখোঁড়াদিঘি বা বিশ্বাসপাড়ার দিঘি জঞ্জাল ফেলে ভরাটের চেষ্টা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো তাজ্জব বনে গিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ব্যাপারে পুরসভা এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শহরবাসীদের অনেকেই বলছেন, শহরের দিঘি সংরক্ষণে কি দিশেহারা কোচবিহার হেরিটেজ কমিটি এবং পুরসভা? যদিও বিষয়টি নিয়ে খোদ পুরসভার চেয়ারম্যান তথা জেলা হেরিটেজ কমিটির 'প্যাট্রন' রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'সব দিঘিগুলির একই অবস্থা। আশপাশের লোকজন আবর্জনা এবং মাটি ফেলে সব দখল করছে। প্রশাসনিক স্তরে এবং শেষ হেরিটেজ কমিটির মিটিংয়েও আমরা বিষয়টি বলেছি। দিঘিগুলি পুরসভার নয়, ওটা হেরিটেজের। তাই বিষয়টি নিয়ে ফের জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলব।'

শুক্রবার দুপুর নাগাদ দিঘি চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, আবর্জনা এবং কচুরিপানায় মুখ বুজেছে দিঘিটি। দিঘির সামনের দিকের প্রায় পুরোটাজুড়েই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। কোথাও আবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে বালি। এভাবেই রোজ অল্প অল্প করে দিঘিটি ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কেউ আবার বলছেন সুপরিকল্পিতভাবে দিঘিটি ভরাট করা হচ্ছে। এবিষয়ে রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'হেরিটেজ দিঘিতে যেভাবে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, তা কখনোই ঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের নজরদারি প্রয়োজন।'

কোচবিহার শহরজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে একাধিক দিঘি। বেশ কিছু দিঘি এখনও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কারের অভাবে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। শহরের অধিকাংশ দিঘির মতোই এই দিঘিটিও রাজ আমলে খনন করা হয়। স্থানীয়রা অবশ্য দিঘি প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেখানকার এক দোকানি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই দিঘিটি একেবারেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে।

রাজ আমলে এই দিঘিটি খনন করা হয়। জেলখানার কয়েদিদের দিয়ে এই দিঘিটি খোঁড়ানো হয়েছিল বলে দিঘিটির নামকরণ করা হয়েছে কয়েদিখোঁড়া।

এরপর বারোর পাতায়

MISSING

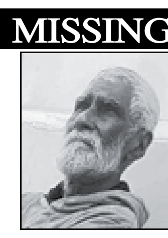

Name : Sankatha Prasad Singh
Age : 82
Address : Sankat Mochan Bhawan, Near SSB Camp, Patharghata,
Missing from : 15th Dec 2023
If found please contact :
9775886660/ 8617396354 / 7432069276

মালিক ভিনদেশে, সুযোগে জমি দখল

দিনহাটা-গোসানিমারি রাজ্য সড়ক অবরোধ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ মে : জমি জবরদখলের অভিযোগ ঘিরে দিনহাটা-গোসানিমারি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি শুক্রবার ঘটেছে। এদিন বিকেল নাগাদ গুরুত্বপূর্ণ ওই রাজ্য সড়ক অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে যান চলাচল।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বোরোডাঙ্গার বাসিন্দা আবদুল মান্নান দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে ভিনদেশে রয়েছেন। ভিনদেশে থাকাকালীন তিনি পেটলার দ্বারিকামারিতে একটি জমি কেনেন। কিন্তু তাঁর ভিনদেশে থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেই জমি হাতিয়ে নেন জমি কারবারিদের একাংশ, যাঁদের সকলে শাসকদল ঘনিষ্ঠ। সেই সুবাদে তাঁরা এখন দখল করা ওই জমি থেকে কাটমানি চাইছেন। এদিন সেই জমি স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করতে গেলে শাসকদল ঘনিষ্ঠরা তাঁদের দিকে লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে আসেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা মহসিন আলির কথায়, 'আমাদের গ্রামেরই এক বাসিন্দা তাঁর কষ্টের উপার্জন দিয়ে জমিটা কিনেছিলেন। কিন্তু শাসকদল ঘনিষ্ঠরা সেই জায়গা দখল করে নেয়। এদিন ওই জমি দখল করে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তারা আমাদের ওপর চড়াও হয়। তাই ন্যায়ের দাবিতে বাধ্য হয়ে আমরা পথ অবরোধে শামিল হই।'

অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন বিডিও গঙ্গা ছেত্রী। শুক্রবার।

অভিযোগ

- বোরোডাঙ্গার আবদুল মান্নান দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে ভিনদেশে রয়েছেন
- ভিনদেশে থাকাকালীন তিনি পেটলার দ্বারিকামারিতে জমি কেনেন
- তাঁর ভিনদেশে থাকার সুযোগে ওই জমি হাতিয়ে নেন কারবারিদের একাংশ, এঁরা সকলে শাসকদল ঘনিষ্ঠ
- তাঁরা এখন দখল করা ওই জমি থেকে কাটমানি চাইছেন

ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যান দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক এবং দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও গঙ্গা ছেত্রী। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাঁরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেইসঙ্গে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে প্রায় এক ঘণ্টা পরে অবরোধ উঠে যায়।

এ ব্যাপারে দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও গঙ্গা ছেত্রী বলেন, 'মঙ্গলবার দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। পাশাপাশি বিএলএলআরও'র সঙ্গেও আলোচনা করা হবে। একই কথা জানিয়েছেন দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকও।

যদিও জেলা কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেনের কথায়, ওই জমিতে তৃতীয় পক্ষের কিছু দাবিদাওয়া থাকায় দীর্ঘদিন থেকেই জমিটা নিয়ে সমস্যা চলছিল। এদিন হঠাৎই গ্রামবাসীরা সেখানে গেলে পরিস্থিতি বদলে যায়। আমরা শীঘ্রই এনিয়ে আলোচনায় বসব।' তবে এর সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই বলে নুর জানিয়েছেন।

ছুটে চলে রেলগাড়ি। শুক্রবার ফুলবাড়ির ট্যাংনামারিতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল উচ্চমাধ্যমিক

- **হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ২২১, উত্তীর্ণ : ২০০, সর্বোচ্চ : কথিকা সিংহ রায় (৪৭৩)
- **হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৩৯, উত্তীর্ণ : ১১০, সর্বোচ্চ : রাজন্যা সরকার(৪৪৮)
- **বক্সীগঞ্জ আব্দুল কাদের সরকার হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৪৫, উত্তীর্ণ : ৩২, সর্বোচ্চ : কোয়েল রায় (৩৫১)
- **ধৈর্য্যনারায়ণ হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৪৭, উত্তীর্ণ : ৪১, সর্বোচ্চ : খালেদুল সরকার(৪৭২)
- **হেমকুমারী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৫০, উত্তীর্ণ : ৪৩, সর্বোচ্চ : বিপ্লব দাস অধিকারী (৪৫১)
- **দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৯, উত্তীর্ণ : ১৫, সর্বোচ্চ : বিবেক মুখোপাধ্যায় (৪২৮)
- **নবকিশোর হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৫, উত্তীর্ণ : ১২, সর্বোচ্চ : বাবলি খাতুন (৪১৯)
- **কালুরাম হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৫, উত্তীর্ণ : ২৩, সর্বোচ্চ : রাহুল রায় (৪০০)
- **কমলাকান্ত হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৭৪, উত্তীর্ণ : ৬৬, সর্বোচ্চ : দোয়েল রায় (৪৬১)
- **গৌরাঙ্গবাজার হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৪৮, উত্তীর্ণ : ৩১, সর্বোচ্চ : সবুজ বর্মন (৪৩৫)
- **সাহেবেরহাট পূর্ণানন্দ হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১১৬, উত্তীর্ণ : ৯৬, সর্বোচ্চ : দিয়া দে (৪৬৪)
- **চিলকিরহাট কান্তেশ্বরী হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১০৬, উত্তীর্ণ : ৮৯, সর্বোচ্চ : ভূমিকা বর্মন (৪৫১)
- **ঘুঘুমারি হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৬৪, উত্তীর্ণ : ৪১, সর্বোচ্চ : প্রিয়াংকা সূত্রধর (৩৮৩)
- **মোয়ামারি তত্ত্বনাথ বিদ্যাপীঠ**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৪৭, উত্তীর্ণ : ৪০, সর্বোচ্চ : সুস্মিতা বর্মন (৪২৩)
- **ওয়েস্ট ঘুঘুমারি হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৬১, উত্তীর্ণ : ৪৫, সর্বোচ্চ : সান্ত্বনা মোদক (৪৫৯)
- **রাশিডাঙ্গা সাহের মহম্মদ হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৭৩, উত্তীর্ণ : ৬৬, সর্বোচ্চ : কুহেলি বর্মন (৪৬২)
- **ধুমপুর হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৮৫, উত্তীর্ণ : ৭৩, সর্বোচ্চ : পিংকি বর্মন (৪০৬)
- **দেওয়ানহাট হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৮৬, উত্তীর্ণ : ১৬৫, সর্বোচ্চ : আয়ুষ্মান রায় (৪৬১)
- **ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৫৫, উত্তীর্ণ : ৩৯, সর্বোচ্চ : আশালতা বিশ্বাস (৪৪৭)
- **সিঙ্গিজানি উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)**
  মোট পরীক্ষার্থী: ৬৪, উত্তীর্ণ : ৪৭, সর্বোচ্চ : কৃষ্ণা বর্মন (৪২৪)

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল মাধ্যমিক

- **বুড়িরহাট প্রাণেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৯০, উত্তীর্ণ : ৯০, সর্বোচ্চ : তনুজকুমার অঞ্জয় (৬১৩)
- **চৌধুরিহাট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির**
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৪৪, উত্তীর্ণ : ২১৭, সর্বোচ্চ : দিব্যজ্যোতি সরকার (৬৮৫)
- **শালমারা হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৬৭ , উত্তীর্ণ : ১৪৭, সর্বোচ্চ : পূজা রায় (৫৬৮)
- **গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৯৪, উত্তীর্ণ : ১৯৪, সর্বোচ্চ : সৌনিক রায় (৬৮৩)
- **দিনহাটা গার্লস হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৪৭, উত্তীর্ণ : ২৪২, সর্বোচ্চ : তনয়া সাহা (৬৭৩)
- **দিনহাটা হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৪২, উত্তীর্ণ : ২২২, সর্বোচ্চ : সায়ন্তন দাস (৬৬৭)
- **দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১২৬, উত্তীর্ণ : ১১৪, সর্বোচ্চ : প্রীতম দত্ত (৬০১)
- **মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৩১, উত্তীর্ণ : ১৬২, সর্বোচ্চ : অঙ্কিতা দাস (৬২৫)
- **মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৮৯, উত্তীর্ণ : ১৪৩, সর্বোচ্চ : হোমাগ্নি বর্মন (৬৫১)
- **উছলপুকুরি কৃষক উদ্যোগ হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৩১৫, উত্তীর্ণ : ২২৬, সর্বোচ্চ : পূর্ণিমা রায় (৬২২)

টুকরো খবর

বিবাদ

ঘোকসাডাঙ্গা, ৯ মে : জমির দখল নিয়ে বিবাদের জেরে তিনজন আহত হলেন। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশার ছেড়ামারির ঘটনা। দু'পক্ষই ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে দু'পক্ষের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন তাদের মাথাভাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ১৬

ঘোকসাডাঙ্গা, ৯ মে : প্রকাশ্যে জুয়া খেলার অভিযোগে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করল। উনিশবিশার বাবুরডাঙ্গা ও ছেড়ামারির ঘটনা। বৃহস্পতিবার রাতে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ প্রায় ৪ হাজার ২০ টাকা ও জুয়া খেলার সরঞ্জাম হিসেবে তাস বাজেয়াপ্ত করেছে। পাশাপাশি পুরোনো কেসের ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

নয়ারহাট, ৯ মে : তিনদিনের উত্তরবঙ্গভিত্তিক ব্রতচারী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল। শুক্রবার শিকারপুরে কুসুমকুমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। ৩২ জন প্রশিক্ষক শিবিরে অংশ নিয়েছেন।

রক্তদান শিবির

শীতলকুচি, ৯ মে : শীতলকুচি থানার উদ্যোগে রক্তদান শিবির হল। শুক্রবার কোচবিহারের এসপি দ্যুতিমান ভট্টাচার্য শিবিরের উদ্বোধন করেন। এছাড়া সেখানে মাথাভাঙ্গার অ্যাডিশনাল এসপি সন্দীপ গড়াই, মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার ও মাথাভাঙ্গার সিআই অজয়কুমার মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন ৩৩ জন রক্তদান করেছেন।

মহাপ্রভুর ভোগ

ভোটবাড়ি, ৯ মে : শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায় সৎসংঘের অষ্টপ্রহর মহানামযজ্ঞ শেষে মহাপ্রভুর ভোগ ও মহন্ত বিদায় অনুষ্ঠান হল। শুক্রবার ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৭ ভোটবাড়ি মিস্ত্রিপাড়া এলাকায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জলকেলি।। ফালাকাটায় ছবিটি তুলেছেন সুজিত দে।

সাফল্যের স্রোতে গা ভাসাতে নারাজ তুষার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৯ মে : মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও নজরকাড়া সাফল্য ধরে রেখেছে বক্সিরহাটের তুষার দেবনাথ। মেধাতালিকায় উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সে। বুধবার থেকেই বাড়িতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নেতা-মন্ত্রী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংবর্ধনার লম্বা লাইন পড়েছে। তাতে অবশ্য কোনও হেলদোল নেই তুষারের। নিজের লক্ষ্যে অবিচল সে। সাফল্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে নারাজ।

বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে স্বপ্ন ছোঁয়ার চেষ্টা তুষারের।

শৈশব থেকেই অভাব নিত্যসঙ্গী। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও হাল ছাড়েনি। এসবের মাঝেও দিনরাত এক করে ভবিষ্যতের প্রস্তুতির প্রতি মনোযোগী তুষার। যদিও দিনভর অতিথিদের আগমনে খানিকটা বিড়ম্বনায় পড়েছে সে। যাঁরা তাকে সংবর্ধনা জানাতে আসছেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা করে ঘরে ঢুকে ফের ব্যস্ত হয়ে পড়ছে অঙ্ক কষতে।

এরই ফাঁকে সে বলে, 'এত মানুষের ভালোবাসা পাব, তা কখনও ভাবিনি। তবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাই এখন আমার মূল লক্ষ্য। পড়াশোনার জন্য বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। আর এখন আইআইটি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত রয়েছি। দিনরাত এক করে পড়াশোনা করছি।' এদিকে, অতিথিদের সঙ্গে কথা বলা থেকে শুরু করে সব দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তার মা-বাবা।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাটের সুভাষপল্লি এলাকায় এত ভিআইপির আনাগোনা গ্রামবাসীরা আগে কখনও দেখেননি। কংক্রিটের সরু রাস্তা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে তুষারকে ঘিরেই। গ্রামজুড়ে খানিকটা যেন উৎসবের মেজাজ। প্রতিবেশী অমিত গোস্বামীর কথায়, 'তুষার আমাদের গ্রাম তথা এলাকার নাম উজ্জ্বল করেছে। একদিন ও অনেক বড় হবে।'

বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক তার বাড়িতে উপহার নিয়ে এসেছিলেন। তুষারের উচ্চশিক্ষার জন্য পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। জেলা সভাপতির নির্দেশমতো শুক্রবার তুষারের বাড়িতে গিয়েছিলেন ভানুকুমারী-১ অঞ্চল কমিটির সভাপতি বরেনচন্দ্র সরকার সহ অন্যরা।

তুষারের পরিবারের হাতে বইপত্র কেনার জন্য অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে। তুষারের মা অঞ্জনা দেবনাথ বলেন, 'ছেলে ভালো ফল করার পর সকলেই বাড়িতে আসছেন। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের।'

বুধবারের পর বদলে গিয়েছে বাড়ির শান্ত পরিবেশ। টানা তিনদিন ধরে নানা দলের নেতা সহ অতিথিদের আগমনে গমগম করছে তুষারের বাড়ি। অনেকেই মিষ্টি ও ফুলের তোড়া নিয়ে আসছেন এক ঝলক দেখতে। এতকিছুর মধ্যেও তুষার ব্যস্ত অঙ্কের জটিল সমাধানে, তার পাখির চোখ এখন আরও সাফল্য।

সীমান্তে শিক্ষার আলো ছড়ানোর স্বপ্ন দেখে হিমোশ্রী

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৯ মে : সীমান্ত এলাকার নানা সমস্যা, পড়াশোনায় পরিকাঠামোর অভাব, পারিবারিক অনটন ইত্যাদির সঙ্গে ছোট থেকেই লড়াই করে বড় হয়েছে হিমোশ্রী। তাই সাফল্যের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রীটি নিজে শিক্ষিকা হয়ে সীমান্তের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চায়। হিমোশ্রী রায় চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতার ঘেঁষা চৌরঙ্গি দইয়েরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। এবার চৌরঙ্গি উচ্চবিদ্যালয় থেকে সে উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৬। হিমোশ্রী বাংলায় ৯১, ইংরেজিতে ৯০, শিক্ষাবিজ্ঞানে ৮৪, ইতিহাসে ৯৬ ও সংস্কৃতে ৯৫ পেয়ে সফলভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যতে তার স্বপ্ন ইংরেজির শিক্ষিকা হওয়ার।

হিমোশ্রীর কথায়, 'আমি মন চাইলেই পড়তে বসতাম। নিজের ফলাফল নিয়ে আমি খুশি। আমাদের সীমান্ত এলাকায় অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে নানা প্রলোভনে পড়ে সহজেই বিপথে চলে যায়। আমি শিক্ষিকা হয়ে এলাকায় শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে চাই।' গত বুধবার অনলাইনে ফলাফল জানলেও বৃহস্পতিবার স্কুলে মার্কশিট আসতেই হিমোশ্রীকে ঘিরে শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়ারা সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তার পরিবারেও এই প্রথম কোনও মেয়ে উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি টপকেছে। চৌরঙ্গি উচ্চবিদ্যালয়-এর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'হিমোশ্রী আমাদের স্কুলকে গর্বিত করেছে। গ্রামের এই স্কুলে বিভিন্ন প্রতিকূলতা পেরিয়েও যে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এত ভালো ফলাফল করা যায় হিমোশ্রী তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এছাড়া স্কুলের সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠানই হোক কিংবা কোনও ছাত্রছাত্রীর অসুবিধা হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ সবেতেই হিমোশ্রী এগিয়ে আসে। এটা ওর সবচেয়ে বড় গুণ।'

স্কুলের পক্ষ থেকে হিমোশ্রীর বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনাও দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মা-

বাবা-মায়ের সঙ্গে হিমোশ্রী।

> আমাদের সীমান্ত এলাকায় অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে নানা প্রলোভনে পড়ে সহজেই বিপথে চলে যায়। আমি শিক্ষিকা হয়ে এলাকায় শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে চাই।
>
> \- হিমোশ্রী রায়

বাবা ও দাদাকে নিয়ে হিমোশ্রীর পরিবার। বাবা প্রদীপকুমার রায় কৃষিকাজ করে সংসার চালান। মেয়ের সাফল্যে তিনি খুবই খুশি। তাঁর কথায়, 'মেয়ের ইচ্ছা সে শিক্ষিকা হবে। তাই আমরাও ওর পাশে থাকতে চাই। তবে ভাইদের জমিতে কাজ করে সামান্য রোজগারে পরিবার চালানো খুব মুশকিল।'

অন্যদিকে মা সুজাতা রায়ও মেয়েকে যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। রাতে নয় বরং সকালে উঠে পড়াশোনা করত হিমোশ্রী। তবে পড়াশোনা বাদে কাকাদের ঘরের টিভিতে সিরিয়াল দেখতে ভালো লাগে তার। কলেজ পড়ুয়া হিমোশ্রীর দাদা ধ্রুবজ্যোতি রায় জানান, বোন বরাবর প্রথম হয়েছে।

ছোট্ট তারা

প্রয়াস বর্মা তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। সে পড়াশোনার পাশাপাশি গান ও আবৃত্তিতে পারদর্শী।

সভা

জামালদহ, ৯ মে : সন্তানদলের কর্মীসভা হল। শুক্রবার জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঠুনকিরঝাড় তাঁতিপাড়া এলাকায়।

অনটনকে হারিয়ে এগিয়ে চলেছে অনুশ্রী

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৯ মে : মোটে দুই নম্বরের জন্যে মেধাতালিকায় ঠাঁই পেল না তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা হাইস্কুলের ছাত্রী অনুশ্রী বসাকের নাম। অনুশ্রীর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৬। ৯৭ শতাংশের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে সে। তুফানগঞ্জ-কোচবিহার জাতীয় সড়কের একপাশে চিলাখানা হাইস্কুল। গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়ারা চিলাখানা হাইস্কুলে লেখাপড়া করছে। কারও অভিভাবক দরিদ্র কৃষক। অভিভাবকদের অনেকেই দিনমজুরি করে অতি কষ্টে সন্তানের লেখাপড়া চালাচ্ছেন। অনুশ্রী বলল, 'উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করে খুব ভালো লাগছে। আমার সাফল্যের নেপথ্যে স্কুলের শিক্ষকদের অবদান আজীবন মনে থাকবে। একইসঙ্গে বাবা, মা, দাদা উৎসাহ জুগিয়েছে।' ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ে ভবিষ্যতে আইএএস অফিসার হতে চায় অনুশ্রী। নানা বিষয়ে আগ্রহ আছে অনুশ্রীর। ছবি আঁকতে, নাচ, গানে পারদর্শী এই মেধাবী ছাত্রী কৃষ্ণভক্ত। প্রতিদিন তিনবেলা ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে সে।

চিলাখানা বাজার এলাকার বাসিন্দা অনুশ্রীর বাবা অমলচন্দ্র বসাক দশকর্মার দোকান চালান। সেকাজে তাঁকে সহযোগিতা করেন অনুশ্রীর দাদা কার্তিক। মা কল্যাণী গৃহবধূ। কল্যাণী বললেন, 'মেয়ের ফলাফলে আমি ভীষণ খুশি। আর্থিক অনটনের সঙ্গে লড়াই করে মেয়ের স্বপ্ন পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

১৯৬৮ সালে গড়ে ওঠা চিলাখানা হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬৮৫ জন। শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা সবমিলিয়ে ৫৫। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হারাধন সরকার বললেন, 'অনুশ্রী তুফানগঞ্জ মহকুমায় সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। এবছর উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করেছে চিলাখানা হাইস্কুলের একঝাঁক পড়ুয়া।'

রাস্তা মেরামতে টালবাহানা খাগড়াবাড়িতে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৯ মে : মাস তিনেক আগে রাস্তা মেরামত করার জন্য কাজের সূচনা হয়েছিল। এরপর এক মাস আগে পাথর ফেলা হয়। কিন্তু তারপরে আর কাজ এগোয়নি খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই রাস্তাটিতে। কেন কাজ হচ্ছে না নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বহু বছর ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে ওই রাস্তাটি। এক মাস আগেও সেখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। বড় বড় গর্ত, থানাখন্দে ভরা গোটা রাস্তা। বর্ষায় অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়।

এভাবেই ভাঙা রাস্তা দিয়ে নিউ কোচবিহারে যেতে হয়।

রাস্তাটির দৈর্ঘ্য মেরেকেটে দুই কিলোমিটার। দুই কিলোমিটার লম্বা ওই রাস্তার দেড় কিলোমিটার পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে। আর বাকি ৫০০ মিটার রেলের অধীনে রয়েছে।

ডোডেয়ারহাট বাজারের ৫০ মিটার উত্তর থেকে নিউ কোচবিহার স্টেশনের দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে, সেই রাস্তাটা ওই এলাকার লোকেদের লাইফলাইন বলা চলে। এই রাস্তা দিয়ে একদিকে নিউ কোচবিহার, তুফানগঞ্জ অন্যদিকে, কাকড়িবাড়ি, বাণেশ্বর, আলিপুরদুয়ারে যাওয়া যায়।

কিছুটা শর্টকাট হওয়ার জন্য শুধু এলাকাবাসী নয়, ওই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করেন আরও বহু মানুষ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পিকআপ ভ্যানের চালক বললেন, 'আমাকে দিনে চারবার এই রাস্তায় যাওয়া-আসা করতে হয়। রাস্তা খারাপ হওয়ার জন্য গাড়ির চাকা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত রাস্তাটা ঠিক করা দরকার।'

দুর্ভোগ বাসিন্দাদের

- চার মাস আগে রাস্তা মেরামত করার জন্য কাজের সূচনা হয়েছিল
- বহু বছর ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে ওই রাস্তাটি
- কেন কাজ হচ্ছে না, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা
- দুই কিলোমিটার লম্বা রাস্তার দেড় কিলোমিটার পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে, আর বাকি ৫০০ মিটার রেলের অধীনে রয়েছে

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী শ্যামলেন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি ১৫-২০ বছর আগে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির টাকায় তৈরি করা হয়েছিল। তারপর কোনওরকম রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় দুর্বিষহ অবস্থা ওই রাস্তার। নতুনভাবে চওড়া করে রাস্তাটির আশু মেরামত জরুরি।'

রেলমন্ত্রককে বিষয়টি জানানো হলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার কমার্সিয়াল ম্যানেজার অভয় সানপের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খুব তাড়াতাড়ি সমীক্ষা করে রাস্তাটা ঠিক করে দেওয়া হবে।'

তিন-চার মাস আগে রাস্তার কাজের সূচনা হলেও এখনও কাজ কেন শুরু হয়নি সেই ব্যাপারে কিছুই জানেন না খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শম্পা ধর।

তিনি বলেন, 'কাজের সূচনা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে এবং বিডিওর সঙ্গে কথা বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করার চেষ্টা করব।'

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **নৃত্য গোপাল ঘোষ ও রেণু ঘোষ :** মা-বাবা তোমাদের ৪০তম বিবাহবার্ষিকীতে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও প্রণাম। তোমাদের ভালোবাসা এভাবেই সারাজীবন অটুট থাকুক। **অর্ণব (পুত্র), টুম্পা (পুত্রবধূ), ঋতন্যা (নাতনি), শিলিগুড়ি।**

☺ **তপন কুমার পাইন (বাবা) ও প্রমীলা সাহা পাইন (মা) :** আজ তোমাদের ৫০তম বিবাহবার্ষিকী। শুভ এই দিনে আমাদের প্রণাম নিও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আগামী দিনগুলি এভাবেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো। **কন্যাত্রয় ও পরিবারবর্গ, গোসানী রোড, দিনহাটা, কোচবিহার।**

দশ বছর আগে তৈরি হয়েছে সেতু

আজও নেই অ্যাপ্রোচ রোড

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৯ মে : প্রায় দশ বছর আগে দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নবাবগঞ্জ বালাসি গ্রামে মরা মানসাই নদীর ওপর পাকা সেতু তৈরি হয়। কিন্তু আজও সেখানে সেতুর দু'দিকে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি হয়নি। যে কারণে ওই সেতু দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। সামান্য বৃষ্টি হলেই ভোগান্তি চরমে ওঠে। তখন যে কোনও ছোট যাত্রীবাহী গাড়িও ঢুকতে পারে না গ্রামে। এই অবস্থায় সমস্যা মেটাতে স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্বভাবতই ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা।

এই ব্যাপারে দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাকলি রায় বর্মন বলেন, 'জেলা পরিষদের সীমিত তহবিল থেকে ওই সেতুটি তৈরি হয়েছিল। তখন দু'দিকে সংযোগ রাস্তার কাজ হয়নি। এখন আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষেও সেই কাজ করা সম্ভব নয়। তবে আমরা ব্লক ও জেলা প্রশাসনে বিষয়টি নিয়ে দরবার করছি।'

স্কুল পড়ুয়াদের গাড়ি সেতুতে ঠেলে তুলতে হচ্ছে।।

উত্তর নবাবগঞ্জ বালাসি গ্রামের কয়েকশো মানুষের জীবনের সঙ্গে জুড়ে আছে এই সেতু। তাঁরা রোজ নানা প্রয়োজনে সেতু পেরিয়ে হাওড়ারহাট বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় যাতায়াত করেন। অপরদিকে, মহিষবাথান, পানিশালা, বাগরোয়া, মোয়ামারি, হাওড়ারহাটের বাসিন্দারা সেতু পেরিয়ে দেওয়ানহাটে পৌঁছে যান। তাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিস্তর দূরত্ব কমে যায়। কিন্তু সেতুর দু'দিকে মাত্র ২০০ মিটার সংযোগ রাস্তা পাকা না হওয়ায় ভোগান্তি লেগেই রয়েছে। এলাকার অমর দাসের কথায়, 'বছরের অন্য সময় ওখানে কাঁচা রাস্তা দিয়ে তবুও চলা যায়। কিন্তু বর্ষার সময় বা বৃষ্টি হলে সে উপায় কার্যত থাকে না।' স্থানীয় বাসিন্দা স্বপ্না সরকার বলেন, 'এত টাকা দিয়ে সেতু তৈরি হল। অথচ সামান্য রাস্তা হচ্ছে না। যা আমাদের অবাক করে। বহুবার এ বিষয়ে আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি।'

> এত টাকা দিয়ে সেতু তৈরি হল। অথচ সামান্য রাস্তা হচ্ছে না। যা আমাদের অবাক করে। বহুবার এ বিষয়ে আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি।
>
> **-স্বপ্না সরকার**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

অ্যাপ্রোচ রোড না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করে স্কুল পড়ুয়ারা। বেসরকারি স্কুলের গাড়িচালক রবিউল হক বলেন, 'এখানকার পড়ুয়াদের নিতে রোজ গাড়ি নিয়ে আসি। কিন্তু সামান্য বৃষ্টি হলেই গাড়ি সেতুর মুখে ফেসে যায়। তাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা হতে পারে।'

বট গাছে মুকুল, সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান

হলদিবাড়ি, ৯ মে : বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে গাছ লাগানোর বার্তা দিতে গতবছর হলদিবাড়ি ব্লকে তিন জায়গায় বট-পাকুড় গাছের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবছর তেমনই এক বট গাছে মুকুল এসেছে। আর তার জন্য শুক্রবার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ব্যতিক্রমী এমন ঘটনা ঘিরে হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সীমান্ত সংলগ্ন চেকপোস্ট এলাকার মানুষজন উৎসবে মেতে উঠেছেন।

দিনকে দিন বাড়ছে তাপপ্রবাহ। বৃক্ষচ্ছেদনের কারণেই পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে বলে বুঝেছেন হলদিবাড়ি ব্লকের মানুষজন। তাই প্রচুর টাকা খরচ করে বট-পাকুড় গাছের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পাত্রের বাবার ভূমিকায় থাকা প্রভাতচন্দ্র রায় জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে বট গাছে মুকুল এসেছে। তাই এদিন রীতি অনুযায়ী বৌমা বট গাছের সাধভক্ষণের আয়োজন করেছেন। বরের মা নীরু রায় জানিয়েছেন, সাধভক্ষণ বা সাধ খাওয়া হল বাঙালিদের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রথা। এদিন এলাকার ১৫০ জনকে পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

দিনহাটা, ৯ মে : দিনহাটা-২ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পিকনিধারা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় ইদ্রিস আলি নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স ২২। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ ওই বাইকচালক দিনহাটা থেকে নয়ারহাটের পিকনিধারার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে সামনে থেকে একটি টোটো এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। বাইক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বাইকচালক। পাশাপাশি টোটোর যাত্রী ও বাইকের পেছনে বসা আরোহীও পড়ে যান। প্রচণ্ড আওয়াজ পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হন। তাঁরা দিনহাটা দমকলকেন্দ্রে খবর দেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা বাইকচালক ইদ্রিসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর বাইক আরোহীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এখানে আগে বাঁশের সাঁকো ছিল। মোয়ামারিতে। -সংবাদচিত্র

ভেসেছে সাঁকো, ঘুরপথে যাতায়াতে দুর্ভোগ

প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মোয়ামারির বাসিন্দারা

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ৯ মে : একেই তো ভ্যাপসা গরম। তার ওপর ঘুরপথে যাতায়াত করতে গিয়ে নাজেহাল অবস্থা মোয়ামারির বাসিন্দাদের। বাড়ি থেকে নিশিগঞ্জ বাজারে যেতে হলেও কয়েক কিলোমিটার ঘুরতে হচ্ছে তাঁদের। গত বছর বর্ষায় শালটিয়া নদীর জলের তোড়ে সাঁকো ভেসে যাওয়ার পর থেকে এভাবেই চলছে। বাসিন্দাদের এই দুর্ভোগ নজর এড়ায়নি কারও। তবু স্থানীয় প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

শুক্রবার দুপুরে বাজার থেকে ফেরার পথে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব প্রকাশ বর্মন। তাঁর কথায়, 'সামনেই বর্ষাকাল। কীভাবে নদী পারাপার করব? কবে যে এই দুর্গতি থেকে নিস্তার মিলবে কে জানে?'

কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের শালটিয়া নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। যাতায়াতের সুবিধার্থে প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সাময়িকভাবে সাঁকো করে দেওয়া হয়। গত বছর বর্ষায় জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে সেই সাঁকো। তারপর আর সাঁকো তৈরি হয়নি। এতেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোমুখা, মোয়ামারি (কোনাপাড়া), ভুল্লার বাজার, ময়নাগুড়ি তো বটেই পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফেশ্যাবাড়ি, ১৮ কোঠা কালপানি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দা প্রতিদিন স্কুল-কলেজ, বাজার যাওয়ার ক্ষেত্রে সাঁকোটি ব্যবহার করতেন। সাঁকো না থাকায় চরম ভোগান্তির মুখে তাঁরা।

যা ঘটেছে

- গত বছর বর্ষায় শালটিয়া নদীর জলের তোড়ে সাঁকো ভেসে গিয়েছিল
- বাড়ি থেকে নিশিগঞ্জ বাজারে যেতে হলেও কয়েক কিলোমিটার ঘুরতে হচ্ছে মোয়ামারির বাসিন্দাদের
- সাঁকো না থাকায় চরম ভোগান্তির মুখে তাঁরা
- স্থানীয় প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ

> সামনেই বর্ষাকাল। কীভাবে নদী পারাপার করব? কবে যে এই দুর্গতি থেকে নিস্তার মিলবে কে জানে?
>
> **-প্রকাশ বর্মন**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় বাসিন্দা মনজিরুল হক বলেন, 'সাঁকো না থাকায় ঘুরপথে চলাচল করতে হচ্ছে। কৃষিজ পণ্য নিয়ে যেতেও বেগ পেতে হচ্ছে। আর ঘুরপথে ফসল বাজারজাত করতে বাড়তি খরচও হচ্ছে। প্রশাসন কেন যে কোনও পদক্ষেপ করছে না বুঝতে পারছি না।' একই কথা বলেন আরেক বাসিন্দা রাজকুমার বর্মন।

এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের। বর্ষা শুরুর আগেই তাঁরা অস্থায়ীভাবে বাঁশের সাঁকো বানানোর দাবি জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিনা দাসকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে বাসিন্দাদের সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন কোচবিহার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাধবী নাগ। তিনি বলেন, 'শালটিয়ার ওপর সেতু নির্মাণের জন্য বিভিন্ন মহলে দরবার করা হয়েছে। সবরকমভাবে চেষ্টা চলছে।'

তোলাবাজির অভিযোগ

জামালদহ, ৯ মে : রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মোটা সন্ন্যাসীতে শুক্রবার নাকা চেকিং চালাচ্ছিল মেখলিগঞ্জ থানার ট্রাফিক পুলিশ। সেখানে হেলমেটবিহীন বাইকচালকদের থামিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ উঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ধূপগুড়ির বাসিন্দা ওই দুই তরুণের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন কর্তব্যরত পুলিশকর্মী।

ট্রাফিক পুলিশ জানায়, এদিন দুপুরে মোটা সন্ন্যাসীতে বাইকে করে দুই তরুণ রানিরহাটের দিকে যাচ্ছিল। তাদের মাথায় হেলমেট ছিল না। নিয়ম না মেনে বাইক চালানোয় দুজনকে আটকানো হয়। তারা উলটে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ নিয়ম মেনেই কাজ করছিল। অন্যদিকে, অভিযুক্ত তরুণদের মধ্যে একজন কানু রাঠি সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তার অভিযোগ, 'পুলিশ জরিমানার নামে মোটা টাকা দাবি করে। দিতে না চাইলে সেখানে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়।'

ঘটনার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে গেলে মোবাইলও ভেঙে দেওয়া হয় বলে দাবি বাইকআরোহীর। পুলিশ আধিকারিক সহ এক সিভিক ভলান্টিয়ার তাদের একজনকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান বলে অভিযোগ। ঘটনার পর সেখানে স্থানীয়দের ভিড় জমে যায়। বাসিন্দাদের দাবি, কেউ নিয়ম না মানলে পুলিশ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জরিমানা করতেই পারে। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির যে অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ম বিরুদ্ধ। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বললেন, 'লিখিত অভিযোগ পেলে আমরা সঠিক তদন্ত করব।'

পুলিশি সতর্কতা

চ্যাংরাবান্ধা, ৯ মে : বর্তমানে দেশের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় পুলিশ মোতায়েনের সংখ্যা বাড়ানো হল। শুক্রবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা পুলিশের তরফে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, চ্যাংরাবান্ধা বিওপি, চ্যাংরাবান্ধা ও নিউ চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকারী দলে এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, মেখলিগঞ্জের সিআই ভাস্কর প্রধান ও ওসি মণিভূষণ সরকার সহ অন্যরা ছিলেন। এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'সীমান্তের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিএসএফ ও আরপিএফের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হল। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ পোস্টিংয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।'

জেলা প্রশাসনের তরফে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন। শুক্রবার কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে। -জয়দেব দাস

জেলাজুড়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজনে বিভিন্ন সংগঠন

মুক্তমঞ্চে একশো শিল্পী গাইলেন রবীন্দ্রসংগীত

কোচবিহার ব্যুরো

৯ মে : কোথাও শতকণ্ঠ গেয়ে উঠল রবীন্দ্রসংগীত, কোথাও রক্তদান, কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান– সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা আঙ্গিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করলেন কোচবিহারবাসী। কোচবিহার থেকে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা থেকে মেখলিগঞ্জ- সর্বত্রই এদিন কবিগুরুকে স্মরণ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার সরকারিভাবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান হল। সেখানে জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন। কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে সকালে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে সাগরদিঘির পাড় ও রবীন্দ্র ভবনের সামনে থাকা পৃথক দুটি রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছে। কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পালের উদ্যোগে বৈরাগীদিঘি মুক্তমঞ্চে শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে একশোজন শিল্পী একসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন।

কোচবিহারের দেবীবাড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের কোচবিহার জেলা কমিটি এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।

এদিকে, 'চেষ্টা হাত বাড়ালেই বন্ধু' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সম্মাননা' দেওয়া হয় বিশিষ্টদের। কোচবিহার প্রেস ক্লাবেও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। জিরানপুর পঞ্চায়েতের সহায়তায় চাত্রা চেকাডরা রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন কমিটি এদিন নানা কর্মসূচি করে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে নিশিগঞ্জ কৃষ্ণ সংঘ। তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ঘোকসাডাঙ্গা সামার হিল পাবলিক স্কুল, লতাপাতা প্রাইমারি স্কুল সহ জেলার বিভিন্ন স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপিত হয়।

দিনহাটায় শুক্রবার সকালে আর্টিস্ট ফোরামের উদ্যোগে প্রভাতফেরি হয়েছে। প্রভাতফেরিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সন্ধ্যায় শহিদ হেমন্ত বসু কর্নারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এছাড়া আর্ট হোমের উদ্যোগে গিতালদহ হাইস্কুলে নানা অনুষ্ঠান হয়। বিদ্যাসাগর দ্বিশততম জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে দিনহাটার বিদ্যাসাগর মোড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। তুফানগঞ্জ আড্ডার মুখের উদ্যোগে 'রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা' হয়েছে। অনুষ্ঠানে পাঁচটি বিভাগে ৫৬ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। সন্ধ্যায় কচিকাঁচারা রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্য করেছে।

প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধানের উদ্যোগে হলদিবাড়ির রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সকালে শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। দুপুরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। চ্যাংরাবান্ধায় ছন্দম শিল্পী গোষ্ঠীর তরফে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপিত হয়। ভোটবাড়ি মুক্তচিন্তা ভবনে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়।

দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে বেহাল কালভার্ট

শীতলকুচি, ৯ মে : দিনের পর দিন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা কালভার্টের ওপর দিয়ে চলাচল করেন গ্রামবাসী। বর্ষা আসন্ন। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, বর্ষায় জলের তোড়ে কালভার্টটি ভেসে যেতে পারে। এতে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়বে। শীতলকুচি ব্লকের মধ্য সর্বেশ্বর জয়দুয়ার গ্রামের বাসিন্দাদের কালভার্ট নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। স্থানীয় ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সার্জিনা খাতুন বিবি বলেন, 'কালভার্ট সংস্কারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিষয়টি জেলা পরিষদের নজরে আনা হয়েছে।'

জেলা পরিষদের তহবিল থেকে কালভার্ট তৈরি করা হয়েছিল। গত প্রায় ৬ বছর ধরে সেটি বেহাল। প্রতিবছর বর্ষায় বন্যার জলের তোড়ে কালভার্টের

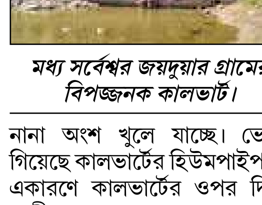

মধ্য সর্বেশ্বর জয়দুয়ার গ্রামের বিপজ্জনক কালভার্ট।

নানা অংশ খুলে যাচ্ছে। ভেঙে গিয়েছে কালভার্টের হিউমপাইপও। একারণে কালভার্টের ওপর দিয়ে ভারী যানবাহনের চলাচলের সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বললেন, 'এখন কালভার্টটির কী অবস্থা তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রতিদিন বেহাল কালভার্ট পেরিয়ে ছোট শালবাড়ি, সর্বেশ্বর জয়দুয়ার, দেওয়ানকোর্ট সহ বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা, স্কুল-কলেজ পড়ুয়ার পাশাপাশি কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ছোট এবং ভারী যানবাহনও কালভার্টটির ওপর দিয়ে চলাচল করে। ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলেও সতর্কীকরণে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

গ্রামবাসী জগদীশ বর্মন বললেন, 'প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কালভার্টের ওপর দিয়ে যাতায়াত করছি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসুবিধার কথা জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি।' স্থানীয়দের অভিযোগ, কালভার্টটি সম্পূর্ণ ভেঙে গেলে বর্ষাকালে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হবে বাসিন্দাদের। কলেজ ছাত্রী শেফালি বর্মনের কথায়, 'কলেজে কিংবা টিউশনে যেতে একমাত্র ভরসা এই কালভার্ট। ভয়ে ভয়ে যাতায়াত করি।'

নিশিগঞ্জের আমতলা সেতুর মুখে অবৈধ দোকানঘর সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ।

নির্মাণ ভাঙল পুলিশ

নিশিগঞ্জ, ৯ মে : নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ শুক্রবার নিশিগঞ্জে আমতলা সেতুর মুখে অবৈধভাবে দোকানঘর নির্মাণের কাজ বন্ধ করল। তবে নদীর পাড় দখল করে অবৈধ নির্মাণ নতুন কোনও ঘটনা নয়। বাজার সংলগ্ন আমতলা নদীর দুই পাড়ের জমিতে নজর রয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের। এর আগেও নদীর পাড় দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে।

এদিন কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের নিশিগঞ্জের বাজার সংলগ্ন আমতলা সেতুর মুখে স্থানীয়রা একটি দোকান গড়ে উঠতে দেখেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেতুর মুখে রাজ্য সড়ক ও ফুটপাথ ঘেঁষে দোকানটি তৈরি হলে পথ নিরাপত্তারও সমস্যা হবে। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হতেই মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন ঘটনাস্থলে আসেন। সাবলু বলেন, 'এইভাবে নদীর পাড় দখল করে আর নির্মাণকাজ চলতে দেওয়া হবে না। খুব শীঘ্রই সেতুটি সংস্কার করা হবে।'

নদীর পাড় দখলে প্রভাবশালী যোগের অভিযোগ যে যথার্থ, তা স্পষ্ট হয়েছে এদিন ওই দখলদারের বক্তব্যেই। সেই ব্যবসায়ীর দাবি, তিনি স্থানীয় নেতাদের মৌখিক অনুমতি নিয়েই ফাঁকা সরকারি জায়গায় টিন কাঠ দিয়ে দোকানঘরটি বানানোর কাজ শুরু করেছিলেন।

নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিষয়টি নজরে নিয়ে এলে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে জানাই। পুলিশ গিয়ে দোকানঘর নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।' যদিও পুলিশ জানিয়েছে, এবিষয়ে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

গরমের ছুটিতে মায়ের দোকান সামলাচ্ছে বাবলি

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৯ মে : এখন স্কুলে চলছে গরমের ছুটি। কবে স্কুল খুলবে জানা নেই কারও। এই বন্ধে কেউ নিয়মিত পড়াশোনা করছে, কেউ ঘুরেফিরে সময় নষ্ট করছে, কেউ বা বাবা-মাকে সাহায্য করছে। যেমনভাবে মাকে সাহায্য করছে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী বাবলি বর্মন। শুক্রবার দুপুরে তুফানগঞ্জ ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে আনন্দনগরে গিয়ে দেখা গেল, দোকান সামলাচ্ছে এই খুদে।

বাবলির কথায়, 'এখন স্কুল বন্ধ। কবে খুলবে জানি না। সকাল ও সন্ধ্যায় পড়াশোনা করি। দুপুরে অবসর সময়ে মাকে সহযোগিতা করতে দোকানে বসি। কখনও মা খেতে যায় বা কোনও প্রয়োজনে বাড়িতে গেলে আমিই বিক্রিবাটা করে থাকি। অনেক পরিচিত ও অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা হয়। আজকে এখন পর্যন্ত ৭০০ টাকার মতো বিক্রি হয়েছে।'

দোকান সামলাচ্ছে বাবলি বর্মন। তুফানগঞ্জ ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে আনন্দনগরে। -সংবাদচিত্র

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ পঞ্চায়েতের ছাটজায়গির এলাকায় বাবলিদের বাড়ি। বাবা অনিল বর্মন শ্রমিকের কাজ করেন। মা দুলালি বর্মন গৃহবধূ হলেও সংসারের হাল ধরতে দোকান চালান। এক দিদির বিয়ে হয়েছে। বাড়িতে রয়েছে বিশেষভাবে সক্ষম এক দাদা। অভাব যেন নিত্যসঙ্গী। আর তাই বাবলির মা প্রায় ছয় মাস হল এই দোকান শুরু করেছেন। বাবলির মায়ের কথায়, 'সংসারে অভাব-অনটন রয়েছে। তাই সংসারের হাল ফেরাতে অস্থায়ী দোকান করছি। মেয়ের স্কুল না থাকায় অবসর সময়ে আমাকে সাহায্য করছে।'

এদিন আনন্দনগরে গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার ধারে থাকা বড় গাছের নীচেই বাবলিদের দোকান। তবে দোকান বলতে অস্থায়ী টেবিল পাতা, ওপরে প্লাস্টিকের ছাউনি। টেবিলে সাজানো রকমারি চকোলেট, বিস্কুট, ঠান্ডা পানীয়, কেক, নুডলস, পান, সুপারি প্রভৃতি। দোকানের সামনে রয়েছে বাচ্চাদের বেসরকারি একটি স্কুল। ওই জায়গায় একটিমাত্র দোকান থাকায় বিক্রি খারাপ হয় না।

এ বিষয়ে বাবলির স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপককান্তি দাসের বক্তব্য, গ্রামীণ এলাকার বেশিরভাগ পরিবারে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। পড়াশোনাকে বজায় রেখে কেউ যদি বাবা-মাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে চায় তাতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 95G 29772 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে আমার এবং আমার পরিবারের জন্য অনেক কিছু পূরণ করার আছে কিন্তু আমি কখনই সেই সবের জন্য পর্যাপ্ত আয় করার সঠিক উপায় খুঁজে পাইনি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে এক কোটি টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেছে এবং এখন সে সকল ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব, এর জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা শেওয়াজিৎ কুজুর -কে 16.02.2025 তারিখের ড্র তে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪৯ সংখ্যা, শনিবার, ২৬ বৈশাখ ১৪৩২

নজর থাকুক পূর্বেও

ভারত ও পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে আকাশ ও স্থলপথে সংঘাত অচিরে থেমে যাওয়ার লক্ষণ কম। ভারতের দাবি, উসকানি তো দিচ্ছে পাকিস্তান। পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ঠান্ডা মাথায় খুন করে যে উসকানির সূচনা করেছিল ইসলামাবাদ। ভারত শুধু উসকানির জবাব দিচ্ছে। দুটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের এই সংঘাতের আঁচ কমাতে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘ বার্তা দিয়েছে। কিন্তু তাতে ইসলামাবাদ কর্ণপাত করেনি। উলটে পাকিস্তানি সেনা, আইএসআই, শাহবাজ শরিফের সরকার নিজেদের ঠুনকো অহংয়ে ভারতের পায়ে পা দিয়ে সংঘাত পরিস্থিতি চরমে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশের পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধের দামামার মধ্যে উদ্বেগের মেঘ তৈরি হচ্ছে ভারতের পূর্ব প্রান্তে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে নিয়ে। গতবছর অগাস্টে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রভাব বেড়েছে পাকিস্তানপন্থী জামাত বাহিনীর। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনস্বীকার্য অবদান, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে এখন বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ভুলিয়ে দিতে সচেষ্ট। বাঙালি জাতীয়তাবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলে বাংলাদেশে ক্রমশ জাল ছড়াচ্ছে উগ্র, ধর্মান্ধ মৌলবাদী চিন্তাধারা। যার প্রধান বিষয়ই হল ভারত বিদ্বেষ।

পহলগামে জঙ্গি হামলাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক সংঘাতের মধ্যে বাংলাদেশের একাংশ ইসলামাবাদের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে শান দিচ্ছে। অথচ পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ বরাবর ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। শেখ হাসিনার আমলে ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে আচরণ করে গিয়েছে বাংলাদেশ। যা সেখানকার পাকিস্তানপন্থীদের কখনও পছন্দ ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সামনে রেখে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতবিরোধী শক্তিগুলিকে উৎখাত করেছিলেন হাসিনা। কিন্তু পালাবদল হতেই সেই শক্তিগুলি ফের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। একদিকে লাগাতার হিন্দু নিপীড়ন, অন্যদিকে ভারত বিরোধিতার তাসে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে চাইছে বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী দলগুলি। হাসিনা আমলে জেলবন্দি জঙ্গি নেতাদের মুক্তি দিয়েছে ইউনূস সরকার।

আইএসআইয়ের গুপ্তমন্ত্রে ভারতবিদ্বেষের বিষবৃক্ষে ক্রমাগত জল, সার ছড়ানো হচ্ছে বাংলাদেশে। হামাস এবং আইএসআই গাঁটছড়া বেঁধে বাংলাদেশকে জঙ্গিদের নতুন চারণভূমি গড়ে তুলছে। যা ভারতের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। যুদ্ধজিগির তুললেও বাংলাদেশ ভালোভাবে জানে, ভারতের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে না। ভারতের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় হাঁটার সাহস এবং সামর্থ্য, কোনওটাই বাংলাদেশের নেই।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় পাকিস্তান হাসিনার অনুপস্থিতিতে তৎপরতা বাড়ানোয় ভারতবিরোধী শক্তিগুলির নতুন আস্তানা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত থাকায় এবং যার অনেকখানি অংশ এখনও অরক্ষিত থাকায় পূর্ব প্রান্তের এই পড়শি দেশকে নিয়ে ভারতের মাথাব্যথার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থীদের নজরে সবসময়ই থাকে শিলিগুড়ির কাছে চিকেন নেক।

নজর যে ত্রিপুরার দিকেও থাকে, চিনে গিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে নিয়ে ইউনূসের উসকানিমূলক মন্তব্যে বাংলাদেশের অভিপ্রায় বুঝতে অসুবিধা হয় না। চিন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ অক্ষ ভারতের কাছে কখনও স্বস্তিদায়ক নয়। ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলার লক্ষ্য চিনের নতুন নয়। পাকিস্তান আগেই সেই লক্ষ্যপূরণের শরিক হয়েছিল। এবার বাংলাদেশও শামিল হতে শুরু করেছে।

উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের মতো দেশের পূর্ব প্রান্তেও তাই নজরদারি বাড়াচ্ছে ভারত। পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিয়ে তাই কেন্দ্রের উচিত, দেশের পূর্ব সীমাকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা। এই কাজে সামান্য ঢিলেমিও ভারতের সুরক্ষাব্যবস্থায় আঁচ ফেলতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতির অভিমুখ এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে।

অমৃতধারা

মা আছেন, আর তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায়, এই দুটি কথা বিশ্বাস করতে পারলেই হয়। তিনি অনন্ত শক্তিস্বরূপিণী নিরাকার হলেও ভক্তের মনোময়ী মূর্তিতে আসেন। সবাইকে তিনি সমান কৃপা করেন, তবে আধারভেদে সেই কৃপা বিভিন্ন লক্ষিত হয়। যেমন শুকনা কাঠে আগুন দেওয়া মাত্র জ্বলে ওঠে, তেমনি সত্ত্বশুদ্ধ ভক্তের ভিতরে মা সহজেই জাগ্রত হন। ভিজে কাঠে আগুন দিলে ক্রমে তার রস মরে গেলে তবে আগুন ধরে। বিশ্বাস করতে পারলে একদিন অবশ্য মায়ের কৃপা উপলব্ধ হবে, মায়ের কৃপা হলেই মা'কে পাওয়া যায়। নইলে সাধন-ভজন, রূপ ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা কি অনন্ত শক্তিকে বশ করা যায়? জোনাকি কখনও সূর্য প্রকাশ করতে পারে?

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

মানচিত্র পালটেই চলিস রে কেন তিস্তা!

বর্ষা নামলে হয়তো বদলাবে ছবি। তবে আজ তিস্তায় সিকিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্ময়। শীর্ণকায়া, বালুর চর বহু জায়গায়।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সেবকের করোনেশন ব্রিজ থেকে রংপোর অটল সেতু- ৫৪ কিলোমিটার তিস্তার হাত ধরে যাচ্ছেন হয়তো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মতো দৃশ্যপট তৈরি হয়ে যায়, যেখানে তাঁর যেতে যেতে নদীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

'পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা/ পরনে উড়ু উড়ু ঢেউয়ের/ নীল ঘাগরা।'

তিস্তাও ওভাবে ঘুঙুরের শব্দ তোলে। শুধু নীল নয়, তার ঘাগরার রং মেটে। যুদ্ধ হাওয়ায় গুজবের যুদ্ধ ভুলতে ওই পরিক্রমা। মাঝে টুকরো টুকরো চিত্রপট মাথায় গেঁথে যায়। ২০২৩ সালের অক্টোবরের চিহ্ন এখনও পারিপার্শ্বিকতায় জেগে। গেলখোলার কাছে কিছু বাড়ির শুধু ছাদটুকু দেখা যাচ্ছে বালুর তলায়। ত্রিবেণিতে ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে জনশূন্য ভাঙা বহুতল- সেখানে রঙ্গিতের জল সবুজ, তিস্তার জলের রং মাটির।

মল্লির যে সেতুর ওপারে সিকিম, তার গা ঘেঁষে নদীর ধারে ছোট স্টেডিয়াম। এখানেই হয়তো বাইচুং, নির্মল ছেত্রী বা সঞ্জু প্রধানের মতো অনেক তারকা নিয়মিত খেলেছেন। স্টেডিয়াম আমাদের বাংলার ছোট শহরগুলোর মতো আধাখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে নেই। অনেক গোছানো। হলে কী হবে, ওই অক্টোবরের কালরাতের পরে পরিত্যক্ত। বালু আজও জমে নদীর ছোবলে। তিস্তা সেখানেও দুঃখী নারীর মতো দাঁড়িয়ে। দু'দিকেই অনেকটা বালুচর উঁকি দেয় বিহারের গঙ্গা, উত্তরপ্রদেশের যমুনা, দক্ষিণবঙ্গের অজয়ের মতো।

সামান্য আগে দেখে এসেছি, ত্রিবেণিতে শীর্ণ রঙ্গিতের সঙ্গে মিশছে তিস্তা। বর্ণহীন, শব্দহীন নদীসংগম। ওখানে একদা গিজগিজ করত মানুষ। এখন শূন্যতা, শূন্যতা এবং শূন্যতা। সবচেয়ে বড় বাড়িটা ভগ্নস্তূপ। কিছু নেই চারপাশে। তিস্তাবাজার থেকে ওখানে যাওয়ার পাথরের পথ একদা ঝিঁঝিপোকায় সরগরম ছিল। এতদিন পরেও উধাও। ওদিকে এখনও যেতে পারে না কেউ। লোককে যেতে হবে তিস্তা পেরিয়ে।

র‍্যাফটিং নিয়ে যাঁরা বাণিজ্য করতেন, তাঁরা করবেন কী? চুপ করে তো আর বসে থাকবেন না। এখন মল্লির আগে এবং পরে দুটো জায়গায় আবার জমজমাট র‍্যাফটিং ব্যবসা। প্রথম জায়গাটিতে কার্যত মেলা বসে গিয়েছে জাতীয় সড়কের ধারে, আবার রমরমা। তিস্তাবাজার ব্রিজের পর থেকেই এদের উপস্থিতি বোঝা যাবে। বড় গাড়ির মাথায় বোট লাগানো, সব দাঁড়িয়ে। সেখান থেকেই আগ্রহীদের তুলে নেওয়া হচ্ছে।

দুই অ্যাডভেঞ্চার স্পটে দাঁড়িয়ে যা বুঝলাম, এখনও অবৈজ্ঞানিকভাবে চলছে সব। সতর্কতা খুব কম। আবার বড় দুর্ঘটনা হলে রাজ্য সরকারের ঘুম ভাঙবে, নইলে চলেছে চলছে চলবেই। ত্রিবেণি মাহাত্ম্য এখানে পাওয়া কঠিন। নদীর সেই বৈচিত্র্যও নেই সেখানে। জাতীয় সড়ক এখন কেন্দ্রের হাতে। ভালো করে সাজানো হচ্ছে। তারপর এই দুটো জায়গা কী দাঁড়ায়, সেটাই প্রশ্ন।

কালিঝোরা, লোহাপুল, রম্বি, গেলখেলো, ২৯ মাইল, তিস্তাবাজার, মল্লি, রংপো- ছোট ছোট সব জায়গায় রাস্তার দু'ধারে অনেক বড় বড় বাড়ি, হোটেল। এরা ছাড়পত্র পায় কীভাবে, এগুলোর ভবিষ্যৎ কী? ২৯ মাইলের পরিস্থিতি অবশ্য বদলেছে ভয়ংকরী তিস্তার হানার পর। অনেক জায়গাতেই হোটেলগুলো টিমটিমে, আগের ভিড় নেই।

এসব কথা নয় থাক। দেখতে এসেছি সেবক থেকে রংপো সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা পালটে গিয়েছে কীভাবে। রংপোর আগে টুমলাং ব্রিজ পেরিয়ে সুখিয়াখোলার দিকে যাচ্ছি। সেখানে দু'তিনটি হোটেল নদীর ধারে। তার ঠিক পিছনে শীর্ণ তিস্তার ওপারে উঁচু হয়ে রয়েছে বালির স্তূপ। অনেকটা বড়, টিলার মতো। তার ওপরে পতাকা দিয়ে সাজিয়ে বড় কিছু একটা হবে। স্থানীয় মানুষ বলতে পারেন না, কী হবে ওখানে। খেলা, না পিকনিক?

বাঁক তো তিস্তা নিয়েই থাকে, একেবারে সেবক থেকেই নিয়ে চলেছে নিজস্ব স্বর্গীয় নিয়মে। তবে সুখিয়াখোলার এখানে বাঁকটা অনেকটাই বড়। একটু এগোলে সিকিমের জনমানবশূন্য পাহাড় থেকে বিশাল ঝরনাধারার ইঙ্গিত। বৃষ্টি চলছে তখন। তবু সেই ঝরনাধারা শুকনো, খটখটে। তিস্তার জলধারা ছোট। পাথর এবং বালুর মধ্যে আটকে। সেই গর্জন নেই।

ওহ হ্যাঁ, বলাই হয়নি। একটি অত্যাশ্চর্য, স্বপ্নের দৃশ্য দেখে এসেছি তিস্তাবাজারে, পুরোনো ভাঙা পুল ঘেঁষে। কার্যত মাঝতিস্তায় ক্রিকেট খেলছে পাঁচ কিশোর। মাঝখানে জেগে ওঠা ছোট চরের ওপর। সম্ভবত অনেকের বাড়ির পুরোটাই ভেঙে এসেছিল নদীগর্ভে। এখন জেগে উঠেছে কিছুটা। ওপরের সামান্য অংশ ক্রিকেট পিচের মতো। সেখানেই খেলা চলছে। কিছুটা জলধারা হেঁটে পেরিয়ে ওখানে এসেছে তারা। একজন ফিল্ডিং করছে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

ওই পঞ্চপাণ্ডবের নাম অনায়াসে হতে পারত শচীন-রাহুল-সৌরভ-বীরেন্দ্র-লক্ষ্মণ। জানি, তা সম্ভব নয়। পাহাড়ের মাঠে প্রচুর ছেলেমেয়েকে ফুটবল খেলতে দেখেছি সকাল থেকে সন্ধে। তাদের বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং দিয়ে তুলে আনার চেষ্টা তো হয়নি। তিস্তাবাজারের ওই কিশোর ক্রিকেটাররাও জলস্রোতের মতো হারিয়ে যাবে জনস্রোতে।

তিস্তা এই সময়ে আরও কত পালটাবে, আরও কত পালটাবে তিস্তা? বছরের এই সময়টা পাহাড় অনেকটা রুক্ষ। সবুজ গাছপালা কম। দূর থেকে অতি সহজে বোঝা যায়, কত দূরে, কত ঘুরে কত উপরে উঠতে হবে। একবার মারাত্মক খাদে, বহু নীচে। একবার হাতের কাছে, পাশাপাশি। অথচ এখন স্পষ্ট বোঝা যায়, কীভাবে মাঝে মাঝেই তিস্তার মাঝে চর জেগে উঠেছে। পাহাড়ে তিস্তাবাজার থেকে গেলখোলা পর্যন্ত তিস্তায় ভালো জল এখনও। সেই পুরোনো স্রোত, সেই পুরোনো ভয়ংকর চোরা টান। তবু সেখানেও তো এত চর, এত বালু, এত পাথর, এত ধ্বংসস্তূপ। পুরোনো মানচিত্র ভাবলে বোকা বনতে হবে।

স্থানীয় লোকজন সর্বত্র আগের আতঙ্ক থেকে বলছেন, বৃষ্টি এলে ছবি বদলাবে। পাশাপাশি এটাও বলছেন, তিন বছর আগেও এই মে মাসে অনেক বেশি জল, অনেক বেশি গভীরতা ছিল। তা হলে কি নিখিলেশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা লেখার স্টাইলে তিস্তা বলে দিতে পারে মানুষকে—'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি, তুই এসে দেখে যা মানুষ/ এই কি নদীজন্ম... মানুষ, আমি এই- রকম ভাবে বেঁচে আছি, তোর সঙ্গে/ জীবন বদল করে কোনও লাভ হল না আমার- এ কি নদীর তরঙ্গে/ ছেলেবেলার মতো ডুবসাঁতার?'

সীমান্ত শহর রংপো পর্যন্ত হাত ধরাধরি করে যাওয়ার পর এবার তিস্তার হাতছাড়ার পালা। কালিম্পং জেলা পুলিশের শেষ ট্রাফিক গার্ডের ছবির মতো ছোট বাড়ির সামনে দেখা বাংলা ও সিকিমের কয়েকজন তরুণের সঙ্গে। সবার এক কথা, শৈশবের তিস্তার সঙ্গে আজকের তিস্তার মিল নেই কোনও। দু'বছর আগের সেই ভয়ংকর দিনের আগে থেকে তিস্তার মেজাজ ও মানচিত্র পালটে গিয়েছে।

সিকিমের তরুণদল ফিরে যাবেন নতুন অটল সেতু দিয়ে। নীচ দিয়ে যাচ্ছে রংপো নদী। তিস্তা-রঙ্গিতের পর সিকিমের তৃতীয় বৃহত্তম নদী। বাংলা-সিকিম সীমানা ভাগের আর এক কারিগর। সিকিমের দিকে বাড়িঘর বহুতল, সাজানো। বাংলার দিকে ততটাই অগোছালো। রংপো নদীটি শীর্ণ। দু'দিকে অনেকটাই চর পড়ে গিয়েছে, ঘাস উঠে গিয়েছে অনেক জায়গায়। বাংলার প্রান্তে গোরু পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সিকিমিজ তরুণ রাজু হাঁটতে হাঁটতে অটল ব্রিজের মাঝপথে দাঁড়িয়ে বলল, 'রংপোর এই অবস্থা ছিল না আগে। জল নেই। তিস্তায় আর কত জল যাবে?' এক জাতীয় কথা শুনিয়েছিল ড্রাইভার চেতন, জোরথাং শহর ঘেঁষে চলা রঙ্গিত নদী দেখিয়ে। 'আগের রঙ্গিতের তুলনায় এই রঙ্গিত সম্পূর্ণ ছায়া। তিস্তাকে কতটা জল দেবে?' বিশেষজ্ঞরা বলবেন, কত কিউসেক জল আগে থাকত তিস্তার। এখন কতটা কমেছে। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ওই কিউসেকের বাইরে গিয়ে চোখের জলই মাপে। রংপো থেকে তিস্তা যখন পুরোপুরি সিকিমের গভীরে ঢুকে পড়ল, তখনও কিন্তু সে বেশ রুগ্ন। আগের ঝংকার নেই।

পাহাড়ি তিস্তায় যে দুটো বাঁধ বাংলায়, তার মাঝে রিয়াং নদীটি মিশেছে তিস্তায়। সেই নদী কার্যত আরও মরা যেন। একটা বিস্তৃত অঞ্চল মাটি, পাথর, বালিতে ঢাকা। তিস্তা কীভাবে আরও গর্জনের শব্দ পাবে? আপনি শিলিগুড়ি থেকে সেবক আসার আগে একটু আগে ডানদিকে তাকান। গজলডোবার দিকে দৌড়ানো তিস্তার আসল বিস্তার দেখতে পাবেন। এখন গাছপালা কম একটা জায়গায়, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বাগ্রাকোটের নতুন লুপ পুলে মোক্ষম জায়গা বাছলেও ইঙ্গিত পাবেন তিস্তার ভয়ংকরী রূপের। সেখানেও বালি, মাটিই বেশি। ওখানে আবার এশিয়ান হাইওয়েতে ব্রিজের প্রস্তুতি চলছে। সেই মানচিত্র বদলে যাওয়ার চিন্তা বারবার ভাবাবে আপনাকে। ভাবাবেই।

গজলডোবা, জলপাইগুড়ির দোমোহনি, হলদিবাড়ির জয়ী সেতুতে তিস্তার ওপরে দাঁড়ালে মানচিত্রের রূপান্তর ওইভাবে ভাবায়। চারপাশের পরিচিত মানুষরা অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝাতে থাকেন সাম্প্রতিক অতীতের তিস্তা আর বর্তমান তিস্তার পরিবর্তন।

সমতলের তিস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, শিলিগুড়ির ছেলে রাজীব মিত্র। কথা হচ্ছিল রাজীবের সঙ্গে। তাঁদের পর্যবেক্ষণে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উঁকি পাড়ে। এক, ক্রমে আরও পূর্বদিকে বইছে তিস্তা। ১৭৮৭ সাল নাগাদ যে তিস্তা গঙ্গার সঙ্গে মিশত, আজ সে সরে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গিনী হতে। দুই, ১৯৯৩ থেকে ২০২৩, এই তিরিশ বছরে তিস্তার পথবদল অত্যন্ত চোখে পড়ার মতো।

রংপোর ঝকঝকে নতুন ব্রিজে বাংলা ঢোকার সময় জাতীয় সড়কের সবুজ হোর্ডিংয়ে লেখা— কালিম্পং ৩৬ কিমি। সেবক ৫৪ কিমি। শিলিগুড়ি ৭৬ কিমি। আরও সেখানে লেখা— ওয়েলকাম টু ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্য সুইটেস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া। ভারতের মধুরতম অংশ পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে স্বাগত। পাশেই তিস্তা। কলকল ছলছল শব্দের তিস্তা।

সেখান থেকে আর একবার তরঙ্গ ওঠে মনের গভীরে। তিস্তা, তুই আরও পথ পালটাবি কী ভাবে, বলে দিয়ে যা!

আসুক গহন মেঘের ছায়া! আসুক বৃষ্টি! বসে আছি তার আশায়! দেখি তুই কত বদলাস!

আজ

১৯৮৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন লেখক প্রমথনাথ বিশী।

২০২২

সন্তুরবাদক শিবকুমার শর্মা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, আমি ভারতে যে কোনও জায়গায় যেতে পারি। রাজস্থান-ওড়িশা-তামিলনাড়ু-কেরল যাচ্ছি। কেউ বাধা দেন না। আমার কি কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না? কিন্তু যাওয়ার পর কেউ কিছু করলে মুখ্যমন্ত্রী যদি হস্তক্ষেপ করেন, তাহলে কী হতে পারে, নিশ্চিত নই। তাই যাচ্ছি না।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

ভারত-পাক সীমান্তে ব্ল্যাক আউট চলছে। তা সত্ত্বেও এক দোকানে আলো জ্বলছিল। এক বয়স্ক লোক লাঠির ওপর ভর দিয়ে দোকানদারের দিকে তেড়ে যান। লাঠি উঁচিয়ে মারেন। নেটিজেনের মন্তব্য, 'হিংসাবাদী গান্ধিজি'। মধ্যরাতে উত্তেজনায় ভরপুর ছিল দেশ। তাই ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

রেললাইনের ধারে রিল বানাতে ব্যস্ত তরুণ। পাশ দিয়ে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছিল। দরজায় দাঁড়ানো এক যাত্রী সজোরে লাথি মারেন তরুণকে। হাত চেপে বসে পড়েন তিনি। কিছু বোঝার আগেই ট্রেনটি চলে যায়।

উত্তরের পাঁচালি

নাটকে নিবেদিত

ইতিহাসে কনিষ্কের মাথা নিয়ে গল্প আমরা অনেক পড়েছি। মথুরার কাছে এই কুষাণ সম্রাটের যে মূর্তি পাওয়া যায় তার মাথা ছিল না। তা নিয়েই পরবর্তীকালে নানা গল্প ছড়ায়। কিন্তু শিলিগুড়ির কনিষ্ককে নিয়ে গল্পকথার কোনও সুযোগ নেই। ওর পড়ায় যেমন, নাটকেও তেমনি মাথা আছে। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল থেকে এবার ভালোভাবেই মাধ্যমিকে পাশ করেছে কনিষ্ক। আর তার মাথার কাজ দেখিয়েছে নাটক লিখে, তা পরিচালনা করে এবং তাতে অভিনয় করে। প্রযোজনাটি ছিল শিলিগুড়ির সৃজনসেনার। নাটকের নাম 'একটি অসমাপ্ত রেখার গল্প'। কনিষ্ক মৈত্র এই দলেরই একজন সদস্য। এই দলের কর্ণধার প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থপ্রতিম মিত্র তার নাট্যগুরু। মূলত তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ভ্যানগগের জীবন নিয়ে একটি মৌলিক নাটক লিখে ফেলে সে। চিত্রশিল্পের ইতিহাসের কিংবদন্তি শিল্পী ভ্যানগগের আত্মহত্যার নেপথ্য কারণ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে এই নাটকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ির বেশ কয়েক জায়গায় অভিনীত হয়েছে এই অঙ্গন নাটকটি। ইতিমধ্যে তা দর্শকদের মনোযোগও আকর্ষণ করেছে। কনিষ্ক এই নাটকে ভ্যানগগের ভূমিকায় অভিনয় করেছে, অন্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রে ছিল ভাস্কর দে ও দুই রিয়া সাহা– একজন ছিল সূত্রধর, আরেকজন চিত্রশিল্পী।

'একটি অসমাপ্ত রেখার গল্প' নাটকে কনিষ্ক মৈত্র।

-ছন্দা দে মাহাতো

আবৃত্তিতে প্রাণ

পলাশ দে।

পলাশ দে। উত্তরবঙ্গে বাচিকশিল্পের জগতে যেন এক নতুন অধ্যায়। আবৃত্তিকে এত সহজ ও সুন্দরভাবে ছোট ছোট শিশুদের মননে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে যেন এক অন্যতম কারিগর। না, শুধু ছোটই বা কেন, তার কবিতায়, উচ্চারণে বড়রাও যেন এক নতুন সৃজন জগতের সন্ধান পান। পেশা শিক্ষকতা হলেও কবিতার ভুবনে যেন তিনি সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। যেন একটা জীবন শুধু কবিতার কাছেই সমর্পণ। বাংলার বিভিন্ন জেলাজুড়ে অজস্র মঞ্চ যেন তিনি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। শুধু স্থানীয়রাই নয়, বরং অন্তর্জালে দেশ-বিদেশের আট থেকে আশির প্রচুর মানুষ আবৃত্তির তালিম নিচ্ছেন এই তরুণ তুর্কির কাছে। তাঁর কবিতার উচ্চারণশৈলী, উত্থান আর পতনে যেন এক কাব্যিক আবহ নির্মাণ হয়। সেই নির্মাণে কবিদের লেখা কবিতা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেখানেই বুঝি সার্থক এই আবৃত্তিকার। আবৃত্তির পাশাপাশি মাঝে মাঝেই কবিতা লিখতে পছন্দ করেন পলাশ। নিজের অনুভবকে বন্দি করেন শব্দের ঝাঁপিতে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতেও বেশ দক্ষ এই শিল্পী।

-সুশান্ত নন্দী

এখন মাস চিনিয়ে যায় বৈশাখীমেলাই

বাংলা মাসগুলো ভুলতে বসেছে বাঙালি। বাংলা তারিখ তো ভাবাই যায় না। সেখানে একটা ভালো দিক মেলার উপস্থিতি।

শাঁওলি দে

শেষ বৈশাখে বারবার একটা কথা মনে হয়। সময় এখন ব্যবসাকেন্দ্রিক, মানুষের চোখও তাই। বাঙালির সব রীতিনীতি ভুলে নির্দ্বিধায় আমরা নতুন নতুন আচার, সংস্কৃতি, প্রথা গ্রহণ করে নিচ্ছি। পাশ্চাত্যের অনুকরণ তো সেই কবে শুরু হয়েছিল, এখন সেসবও যেন ছাপিয়ে গিয়েছি আমরা।

এভাবেই একদিন নিজের মাতৃভাষাটাও ভুলে যাব, এ নিয়ে আজ আর কোনও দ্বিধা কাজ করে না। ঠিক যেমন করে ভুলে গিয়েছি ঋতুচক্রের আনাগোনার খবর। কখন কোন মাস আসে, আমাদের অনুষ্ঠান না হলে জানা কঠিন হয়ে যায়। অবশ্য নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ইংরেজির ব্যবহার আছে বলে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর আমাদের মনে থেকেই যায়! তবে এই মাসের খবর বাংলায় লিখতে কিংবা জানাতে হলেই আমাদের স্মৃতিশক্তি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই যেমন পয়লা বৈশাখের কয়েকদিন আগে থেকেই বাজারে চৈত্র সেলের হাঁকডাকে মনে পড়ে যায় বৈশাখ মাস আসছে। আবার মাসের প্রথম দিনের হালখাতা সেরে ফিরতে না ফিরতে ভুলেই যাই বৈশাখ মাসের কথা! স্মৃতিশক্তি বড্ড ক্ষণস্থায়ী এখন! শুধু পঁচিশে বৈশাখকে মনে রাখি।

আজকের শিশুরা 'বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল' এমন বাক্য দুলে দুলে পড়ে না আর। অনেকে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি জানে, সানডে স্কুল ছুটি জানে। রবিবার ছুটির দিন ওদের মনে থাকে না।

পুরোনো প্রথা, রীতিনীতি, সংস্কৃতি ভুলতে বসা বাঙালি এখন বৈশাখ মাসকে মনে রাখে বৈশাখীমেলার মাধ্যমে। গ্রাম থেকে শহর প্রায় সব জায়গাতেই এই সময় মেলা আসে দূরদূরান্ত থেকে। কাপড়, ফ্লেক্সের গেটের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা থাকে বৈশাখীমেলা।

হরেকরকমের জিনিসপত্র, বাসনকোসন, খেলনা, কৃত্রিম বাহারি ফুল, নাগরদোলা সহ বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাদের মনোগ্রাহী 'রাইড' আর নানা স্বাদের খাবারের দোকান। চিলচিৎকারে বাজছে চটুল হিন্দি গান। চাকা ঘুরিয়ে চলছে নম্বর মেলানোর খেলা। নির্দিষ্ট নম্বর মিললেই জুটে যাচ্ছে পছন্দের বাসন কিংবা খেলনা। কোথাও ছোট তাঁবু বানিয়ে দেখানো হচ্ছে সার্কাস। তবে আগের দিনের মতো সার্কাসের সেই আকর্ষণ আর নেই। বরং এর বদলে চটুল গানে ছেলেমেয়েরা নাচ দেখাতেই ব্যস্ত। যদিও সেসব অগ্রাহ্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে বৈশাখীমেলায় লোকের আনাগোনার অভাব নেই। ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাবা-মায়েরা পৌঁছে যাচ্ছে মেলায়, প্রেমিক-প্রেমিকা পরিচিত চোখের আড়াল হতে খুঁজে নিচ্ছে মেলার মাঠ, ছেলেছোকরারা আড্ডা দিতে পুরোনো 'ঠেক' ছেড়ে চলে যাচ্ছে ওখানে, গান শোনাও হচ্ছে, খাওয়াও হচ্ছে, আড্ডাও বাদ যাচ্ছে না।

ছয় বছরের একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বৈশাখ মাস কোনটা? সে সপ্রতিভ উত্তর দিয়েছিল, যে মাসে ওই যে মেলাটা হয়, সেই মাসটা।

সত্যিই তাই! বৈশাখীমেলাই এখন বৈশাখ মাসের পরিচয় একা হাতে বহন করে চলেছে। তবে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মাসজুড়ে চলা বৈশাখীমেলার ফাঁকফোকরে কখনও উঁকি মারে পঁচিশে বৈশাখের টুকটাক অনুষ্ঠান কিংবা ধর্মীয় একটা-দুটো পুজো। নয়তো কী-ই বা লাভ বাংলা মাসের নাম মনে রেখে?

প্রতিবছর ঘটা করে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করি, কিন্তু মাতৃভাষার যত্ন করি না তেমন। চিঠিপত্রে তারিখটা ইংরেজিতেই লেখা বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে, কোনওদিন কেউ নিজের নামের নীচে লেখে না, একুশ কিংবা বাইশ বৈশাখ, ১৪৩২। ঠিক যেমন করে রবি ঠাকুর লিখতেন!

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৬

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। পবনপুত্র, হনুমান ৫। দৈহিক অমরতা লাভের যোগসাধনা ৭। শকজাতির শত্রু, রাজা বিক্রমাদিত্য ৯। প্রতিজ্ঞা, শপথ, দিব্যি ১১। ফরফর শব্দ করা, চঞ্চলতা, বাচালতা ১৪। মহাকাল বা শিবের পত্নী কালীদেবী, চণ্ডীদেবীর এক রূপ ১৫। স্বপক্ষের লোকজন, সাঙ্গোপাঙ্গ।

উপর-নীচ : ১। সদ্ভাব, সম্প্রীতি ২। বিশেষ সুবিধা, সুবর্ণসুযোগ ৩। বড় বাটির মতো মাটির পাত্র ৪। শাস্ত্রীয় নৃত্যের অঙ্গবিশেষ ৬। জোরে পড়ার শব্দ, হৃৎস্পন্দনের শব্দ ৮। শ্রেণি, দল, সারি, দেশবিশেষ ১০। গাছের সবচেয়ে উঁচু শাখা ১১। ফাঁকি, কূটপ্রশ্ন ১২। ঢিলা, শিথিল ১৩। শব্দ, ধ্বনি।

সমাধান ■ ৪১৩৫

পাশাপাশি : ১। ফক্কিকা ৩। রবি ৫। রদ্দি ৬। জ্ঞানত ৮। জহুরি ১০। মনিব ১২। গতাসু ১৪। মান ১৫। মল্ল ১৬। দরদ।

উপর-নীচ : ১। ফন্দিবাজ ২। কারবারি ৪। বিহান ৭। তক্র ৯। জগ ১০। মসনদ ১১। বরবাদ ১৩। তামাম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সীমান্তে ধৃত

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নদিয়ার ধানতলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ১৫ জন বাংলাদেশি। তল্লাশির সময় গ্রেপ্তার করে বিএসএফ।

ছিনতাই

কলকাতায় বৃহস্পতিবার রাতে একটি ট্যাক্সিতে যাত্রীর কাছ থেকে আড়াই কোটি টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ চালকের বিরুদ্ধে। ধৃত ৫ দুষ্কৃতী।

বন্দুক উদ্ধার

শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে একটি বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাড়ির মালিক সহ চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশি বিজ্ঞপ্তি

বিকাশ ভবনের সামনে বসে থাকা যোগ্য শিক্ষকদের উঠে যেতে বিজ্ঞপ্তি জারি করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে এই সতর্কতা।

পদ্মের মডেল মুর্শিদাবাদ

শুভেন্দুর নিশানায় বাম ও অতিবামেরা

কলকাতা, ৯ মে : পহলগামের বদলা নিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিকাল স্ট্রাইক চাই। বলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আচমকাই নিশানা বদল। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের প্রশ্নে সিপিএম ও অতি বামদের বিরুদ্ধে এবার সার্জিকাল স্ট্রাইকের হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। তোপ দেগেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। সুকান্ত-শুভেন্দুরাই আসল দেশদ্রোহী বলে পালটা তোপ দাগল সিপিএম।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পালটা হামলার জন্য দেশের সেনাবাহিনীর প্রশংসা করলেও সর্বদলীয় বৈঠকে না থেকে বিহার নির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেছিল সিপিএম সহ বিরোধীরা। সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য দাবি করেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই হামলার আসল কারণ বিহার নির্বাচন থেকে ফায়দা তোলা। বিহার ভোট কেটে গেলেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই হামলা হামলা খেলাও ধীরে ধীরে কমে আসবে। সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করলেও যুদ্ধে নিরীহদের জীবনহানির প্রতিবাদে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই এই স্লোগান তুলে কলকাতায় এদিন পথে নেমেছে আইসার মতো অতি বামপন্থী সংগঠনের ছাত্র-যুবরা। সমাজমাধ্যমেও যুদ্ধের বিরোধিতা করে সরব হতে দেখা গিয়েছে সিপিএমকে। আর তাতেই দেশভক্তি ও জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে সিপিএম ও অতি বামেদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে শুরু করল বিজেপি ও আরএসএস। এদিন বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, '৭ মে থেকে মুখ চুন হয়ে গিয়েছে। ইনসাফ মিছিলও পাবেন না, তেরঙা মিছিলেও পাবেন না ওদের। কিন্তু প্যালেস্টাইনে বোমা পড়লে ওরা পথে নেমে পড়ত। অতএব সার্জিকাল স্ট্রাইকটা যেমন ওখানে চলছে তেমনই ২৬-এ বেঙ্গলের ভিতরেও এই টুকড়ে টুকড়ে গ্যাংয়ের ওপর সার্জিকাল স্ট্রাইক করা উচিত।' শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, 'কয়েকদিন আগে আপনি বলেছেন, রাষ্ট্রবাদী মুসলিম বলে কিছু হয় না। অথচ সোপিয়ানে পাক জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যে ঝন্টু আলি শেখ মারা গেল, তিনি কি আপনার চেয়ে কম জাতীয়তাবাদী? সোফিয়া কুরেশি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম নন? আপনার মতো এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে বেড়ানো নেতারা এটা বুঝতে পারবেন না। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সিপিএম জাতীয়তাবাদ শিখবে না।'

কবিগুরুর জন্মদিনে জোড়াসাঁকোয় শ্রদ্ধা জানানোর পর এই প্রশ্নে সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও।

৭ মে থেকে মুখ চুন হয়ে গিয়েছে। ইনসাফ মিছিলও পাবেন না, তেরঙা মিছিলেও পাবেন না ওদের। কিন্তু প্যালেস্টাইনে বোমা পড়লে ওরা পথে নেমে পড়ত। অতএব সার্জিকাল স্ট্রাইকটা যেমন ওখানে চলছে তেমনই ২৬-এ বেঙ্গলের ভিতরেও এই টুকড়ে টুকড়ে গ্যাংয়ের ওপর সার্জিকাল স্ট্রাইক করা উচিত।

শুভেন্দু অধিকারী

সোপিয়ানে পাক জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যে ঝন্টু আলি শেখ মারা গেল, তিনি কি আপনার চেয়ে কম জাতীয়তাবাদী? সোফিয়া কুরেশি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম নন? আপনার মতো এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে বেড়ানো নেতারা এটা বুঝতে পারবেন না। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সিপিএম জাতীয়তাবাদ শিখবে না।

শতরূপ ঘোষ

সিপিএম তথা বামপন্থীদের কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'মরা কান্না কাঁদতে নেমে পড়েছে। আসলে সিপিএম বরাবরই দু'মুখো। সর্বদলীয় বৈঠকে সরকার ও সেনাবাহিনীর পাশে থাকার কথা বলে এখন কলকাতায় দলের কিছু উঠতি নেতা অতিবিপ্লবী সাজতে চাইছে। এটা বামেদের একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।'

হিন্দু আবেগ উসকে ভোটের ছক

বিশেষ প্রচারাভিযান চলতি মাসেই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ মে : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে মুর্শিদাবাদকে মডেল করে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির ফায়দা তুলতে চায় বিজেপি। মুর্শিদাবাদের সুতি, সামশেরগঞ্জের মতো মুসলিম এলাকায় সংখ্যালঘু হওয়ার জন্যই হিন্দুদের আক্রান্ত হতে হয়েছে। জেলাজুড়ে সাম্প্রতিক হিংসার নিরিখে এই তত্ত্বকে সামনে রেখে আগামী দিনে শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, গোটা রাজ্যজুড়ে এই প্রচারকে আরও তুঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে বিজেপি। প্রচারের মূল বক্তব্য, ধর্মীয় ওই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলিতে হিন্দুদের জোটবদ্ধ হতে হবে। সেই অঙ্কে মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪০-৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু জনসংখ্যা রয়েছে এমন আসনগুলিকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পাখির চোখ করছে বিজেপি।

বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় একমাত্র বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ এই আসন দুটি বিজেপির দখলে। বাকি ২০টি তৃণমূলের। জনবিন্যাসের নিরিখে এই জেলায় সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ৭৫ শতাংশের বেশি। কিন্তু বিজেপির মতে, জেলায় ২২টি আসনের মধ্যে অন্তত ৬-৯টি আসনে হিন্দু জনসংখ্যা ৩৪-৮৫ শতাংশ পর্যন্ত। বিজেপির মতে, জেলার এই হিন্দুপ্রধান বিধানসভাগুলিতে হিন্দু ভোটকে একজোট করতে পারলে ২ থেকে ৬-এ পৌঁছোনো অসম্ভব কিছু নয়। সেই অঙ্ক মাথায় রেখে চলতি মাসে ১৪ বা ১৫ তারিখে মুর্শিদাবাদ চলোর ডাক দিয়েছে রাজ্য বিজেপি।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট বলেছেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য মুর্শিদাবাদ চলো কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জেলাজুড়ে ইসলামিক সন্ত্রাসীর বাতাবরণকে মানুষের সামনে আনা। তার জন্য কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বাইক মিছিল করে প্রচারকে আরও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা হবে।' সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি চার্লস নন্দী বলেন,

কোথায় কত

- বহরমপুর-৮৫ শতাংশ
- মুর্শিদাবাদ-৫৬ শতাংশ
- বড়ঞা-৬০ শতাংশ
- কান্দি-৪৯ শতাংশ
- খড়গ্রাম-৪৯ শতাংশ
- নবগ্রাম-৪৮ শতাংশ
- ভরতপুর-৪০ শতাংশ
- বেলডাঙা-৩৮ শতাংশ
- নওদা-৩৪ শতাংশ

'পহলগাম কাণ্ডে সেনা জওয়ানদের মঙ্গল কামনায় এদিন দলীয় কর্মসূচিতে মুর্শিদাবাদেও ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে মোদির পালটা আক্রমণকে সমর্থন করেছে কাশ্মীর থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত খেটেখাওয়া ভারতীয় মুসলিমরা।' তবে তৃণমূলের মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বিজেপির এই কর্মসূচিকে কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি। অপূর্বর মতে, ওরা যে 'চলো'ই করুন না কেন, '২৬-এর বিধানসভা বোটে মুর্শিদাবাদ জেলার ৮৫ লক্ষ মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।'

রবি স্মরণ...

শুক্রবার ২৫ বৈশাখ উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি (ওপরে) এবং শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে (নীচে) কবিগুরুর জন্মদিন পালন। ছবি-আবির চৌধুরি ও তথাগত চক্রবর্তী।

যুদ্ধ বিরোধিতায় সোচ্চার সিপিএম

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ মে : পহলগামে জঙ্গি হানার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পালটা প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের পদক্ষেপ সমর্থন করার কথা জানিয়েছে তারা। তবে সিপিএম যুদ্ধের পক্ষে নয়, তা শুক্রবারও স্পষ্ট করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ইতিমধ্যেই যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে সিপিএমের একাধিক নেতা-নেত্রীর মন্তব্য ও সমাজমাধ্যমে পোস্ট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি ও তৃণমূল।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু মন্তব্য করেন, 'কাশ্মীরে জঙ্গি হানার জবাবে ভারতীয় সেনা প্রাথমিকভাবে যে কাজটা করেছে সেটা ভালো। তবে এখন যুদ্ধের পরিবর্তে দরকষাকষি করা উচিত। রবীন্দ্রনাথও যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ, যুদ্ধ ধ্বংসের প্রতীক। উনি বলতেন, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।' এদিন একই সুরে মন্তব্য করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর বক্তব্য, 'এরকম যুদ্ধে কেউই জয়ী হয় না। আজকের বিশ্বে কেউ কারোর দেশ দখল করতে পারে না। যুদ্ধ মানে ধ্বংসলীলা। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত করতে হয়। যেটা ভারত করেছে, সবাই সমর্থন করেছে, কিন্তু তারপরে এই যে প্রত্যুত্তর ক্রমাগত চলতে থাকে, সেনায় সেনায় যুদ্ধ হলে সীমান্তে সাধারণ মানুষের জীবনে ত্রাহি ত্রাহি হাল তৈরি হয়। তাই যুদ্ধের খেলায় না মেতে দেখতে হবে, মানবতার অপমান হচ্ছে, না মানবতার জয়গান হচ্ছে।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, 'সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য সরকার যা যা ইতিবাচক পদক্ষেপ করবে আমরা সমর্থন করব। কিন্তু জঙ্গিবাদ নয়। সমাজমাধ্যমে দাবি উঠছে, পাকিস্তানকে উড়িয়ে দাও। এটা সভ্য সমাজে বলা যায় না।' সমাজমাধ্যমে সিপিএমের তরুণ নেত্রী দীপ্সিতা ধরের পোস্ট ঘিরেও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এখানে যাঁরা যুদ্ধের চিয়ারলিডার হয়ে আসবেন দয়া করে সেনাবাহিনীতে নাম লেখান। বাড়িতে শান্তিতে বসে অন্যের বাড়ির ছেলেকে মরতে পাঠানোর মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই।' অবশ্য পরে পোস্টটি মুছেও ফেলেন তিনি। তারপরেই সিপিএমের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে তৃণমূল ও বিজেপি। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মন্তব্য করেন, 'সিপিএমের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ

ও দেশপ্রেম কেন মেলানো যায় না, তা এই সময় বোঝা যায়। এই সব আঁতলেমি পোস্টে লেখার সময়?' সিপিএমকে তীব্র কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ক্ষমতায় এলে যাদবপুর থেকে ওদের চুলের মুঠি ধরে উৎখাত করব।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'কে কী বলছে জানি না। তবে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য গর্বিত।'

জেএমবি জঙ্গি সন্দেহে ধৃত ২

কলকাতা, ৯ মে : বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সদস্য সন্দেহে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বীরভূমের নলহাটি ও মুরারই থেকে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মুসলিম তরুণদের মগজধোলাই করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের এসটিএফ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের নাম আজমল হোসেন ও সাহেব আলি খান। আজমলের বাড়ি নলহাটি ও সাহেবের বাড়ি মুরারই। এরাজ্যে জামাতের যে মডিউল রয়েছে ধৃতরা তার সদস্য বলে দাবি করেছে এসটিএফ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ধর্মীয় উসকানিমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়া। দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করতে তারা কয়েকটি জায়গায় হামলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের হত্যার ছক কষেছিল। এর আগে আজমল বাংলাদেশে গিয়ে জেহাদি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এমনকি বিস্ফোরক তৈরি ও আগ্নেয়াস্ত্র সে জোগাড় করত। তাদের লক্ষ্য ছিল, 'গাজাতুল হিন্দ'-এর আদর্শ প্রচার করা। তাদের সঙ্গে বিদেশের লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে আর কে কে যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে এসটিএফ।

কাউন্সেলিং ১৪ মে

কলকাতা, ৯ মে : উচ্চ প্রাথমিকের শেষ কাউন্সেলিংয়ের দিন ঘোষণা করল স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি। উচ্চ প্রাথমিকে ১৪০৫২ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলায় দ্রুত এসএসসিকে কাউন্সেলিং শেষ করে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। এই প্রেক্ষিতেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ১৪ মে কাউন্সেলিং হবে। তার আগে ১০ মে নিয়মাবলী প্রকাশ করা হবে।

২ জুন খুলবে সরকারি স্কুল

কলকাতা, ৯ মে : ২ জুন থেকে সরকারি ও সরকারি ভারপ্রাপ্ত স্কুলগুলি খুলতে চলেছে।

স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ৩১ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকছে। ২ জুন থেকে আবার পড়ুয়ারা স্কুলে যাবে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকার স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও একই নির্দেশিকা প্রযোজ্য। চলতি বছর ৩০ এপ্রিল থেকে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে ছুটি পড়ে। সেইসময় এই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল। বিশেষ করে কবে পুনরায় স্কুল চালু হবে তা ঘোষণা না করায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে রাজ্যের শিক্ষক মহল। পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে ক্ষতির আশঙ্কা করেন তাঁরা। বিশেষ করে যাঁরা ২০২৬ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এমনিতেই সেই সময় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছিলেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী। ফলে স্কুলগুলিতে একটা টালমাটাল পরিস্থিতি ছিলই। সেই সময়ই পুনরায় স্কুল চালুর তারিখ ঘোষণা না করে শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশ যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে স্কুল খোলার বিষয়ে জানানো হয়েছে।

এই বছর সরকারি স্কুলের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী স্কুলগুলিতে ১২ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত স্কুল ছুটি থাকার কথা ছিল। তবে লিখিতভাবে কোনও ছুটি ঘোষণা করা হয়নি। তারপর গরম বাড়তে থাকায় আগে থেকেই স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি ঘোষণা করা হয়। তবে ছুটির মেয়াদ এবছরও বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় শিক্ষক, শিক্ষিকারা। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'দীর্ঘমেয়াদি ছুটির সময় পঠনপাঠন কীভাবে চলবে তা স্পষ্টভাবে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়নি।'

সতর্ক বিএসএফ

কলকাতা, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বিএসএফকে নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শুক্রবারই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই নিয়ে বিএসএফের সমস্ত ফ্রন্টিয়ারকে একগুচ্ছ গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান জারি রাখতে বলা হয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনও অনুপ্রবেশ যাতে না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন নবান্নে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার সঙ্গে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। সিভিল ডিফেন্স রুল, ১৯৬৮-র ১১ নম্বর বিধি অনুযায়ী যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যদি শত্রু শিবির থেকে হামলা আসে তাহলে রাজ্যগুলির কী কী করণীয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। এরপরই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পরিবহণ বিভাগকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, কোনওরকম হামলা হলে রাজ্য সরকারগুলি যাতে নিজের দায়িত্বে বাসিন্দাদের জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষা করতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে।

মূলত বাংলাদেশ থেকে গত কয়েক মাসে এই দুই জেলার সীমান্ত দিয়েই অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। এই দুই জেলার ২৩টি জায়গাকে ব্ল্যাকস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই কারণে সেখানে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

বিমানবন্দরে হাই অ্যালার্ট, ছুটি বাতিল জওয়ানদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশের ২৬টি বিমানবন্দর আগেই বন্ধ রাখা হয়েছিল। এবার কলকাতা বিমানবন্দরেও হাই অ্যালার্ট জারি করা হল। বিমানবন্দরে সিআইএসএফ-এর নিরাপত্তাও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিনে যে সমস্ত সিআইএসএফ জওয়ান ছুটিতে গিয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে ফিরে এসে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তবে বিমান চলাচলে কোনও প্রভাব এখনও পড়েনি। এতদিন আন্তর্জাতিক যাত্রার ক্ষেত্রে তিন ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু অন্তর্দেশীয় চলাচলের ক্ষেত্রে দু-ঘণ্টা আগে যাত্রীকে পৌঁছোলেও চলত। কিন্তু এখন থেকে অন্তর্দেশীয় যাতায়াতের ক্ষেত্রেও ৩ ঘণ্টা আগে যাত্রীদের পৌঁছোতে হবে। নিরাপত্তার কারণেই এই ব্যবস্থা আপৎকালীন ভিত্তিতে চালু করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

দেশের বেশকিছু বিমানবন্দর আপাতত বন্ধ থাকায় কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দরের ওপর চাপ অনেক বেড়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেই জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, পঞ্জাবের একাধিক জায়গায় পাকিস্তান ড্রোন, মিসাইল দিয়ে হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল। যদিও ভারত তা প্রতিহত করেছে। এরপরই শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যারাইভাল ও ডিপারচার লাউঞ্জে কোনও গাড়ি দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রতিটি বিমানবন্দরেই নিরাপত্তা জোরদার করতে বলা হয়েছে।

এদিনই কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি-র ডিসি ভিডিও কনফারেন্স করেছেন। বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফকে নিরাপত্তা জোরদার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনই সিআইএসএফ-এর ডিআইজি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ডিরেক্টর ও বিভিন্ন বিমান সংস্থার কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চেক-ইন নিরাপত্তায় আরও জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত এক্স-রে মেশিন চালু রাখা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে। এছাড়াও অন্য দেশ থেকেও অবাঞ্ছিত পণ্য ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা হতে পারে। সেই কারণে আন্তর্জাতিক বিমানের যাত্রীদের লাগেজ আরও ভালো করে পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দিলীপের পুনর্বাসনে চর্চায় সংঘের উদ্যোগ

'ওঁরা কথা বলুক বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে, না হলে সংঘের কাজে ফিরে যেতে চাই'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ মে : বিজেপিতে দলের শীর্ষনেতা প্রবীণ দিলীপ ঘোষের পুনর্বাসনে এবার কি আরএসএস-সংঘ পরিবার হস্তক্ষেপ করতে চলেছে? বঙ্গ বিজেপির এই 'সফল' প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির ব্যাপারে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘ পরিবারের নেতৃস্থানীয়দের আলোচনার সম্ভাবনা কি উজ্জ্বল হচ্ছে বলে মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। দিলীপের সঙ্গে অতি সম্প্রতি সংঘ নেতৃত্বের বৈঠকের পর পদ্মশিবিরেও জোরালোভাবে এই প্রশ্নই উঠেছে।

আরএসএস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা শুক্রবার এড়িয়েও যাননি স্পষ্টভাষী দিলীপ। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'আমি সংঘ নেতৃত্বকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, সংঘ প্রচারক থেকে রাজনীতিতে তাঁরা আমায় পাঠিয়েছিলেন। পদ ও ক্ষমতার মোহে রাজনীতিতে আমি আসিনি। এখন সংঘ চাইলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। ফালতু বসে থাকার লোক নই আমি। কাজ করতে চাই।'

দিলীপ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে এদিন জানান, তাঁকে নিয়ে সম্প্রতি যেসব কথা দলে উঠেছে, সেইসব নিয়ে সন্দেহ কাটাতে সংঘ নেতৃত্ব তাঁকে কথা বলতে ডাকেন।তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আমাকে নিয়ে সব বিভ্রান্তি দূর হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, আমি পার্টির নেতা হিসেবে যা কাজ করে যাচ্ছি, তেমনই যেন করে যাই।'

বিজেপির প্রবীণ নেতা আরও বলেন, 'ওঁদের আমি বলেছি, ওঁদের জন্যই আমার রাজনীতিতে আসা। এখন আমার কোনও কাজ নেই। দায়িত্বও নেই। এবার ওঁরা এসব নিয়ে কথা বলুক বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে। নাহলে আবার সংঘের কাজে ফিরে যেতে আমার অন্তত কোনও আপত্তি নেই। সংঘের প্রচারক হয়তো আমি এখন নেই। কিন্তু সংঘ পরিবারের লোক তো আছি। সংঘ চাইলেই ফেরত যাব তাদের কাজে। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

দিলীপের এই প্রস্তাবে অবশ্য সায় দেয়নি সংঘ পরিবার। তারা চায়, বঙ্গ বিজেপির সফল এই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাজনীতিতেই থাকুন। সংঘ নেতৃত্ব একযোগেই তাঁকে একথা জানিয়েছেন বলে দিলীপ এদিন জানান। ২০২৬ বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। এই অবস্থায় দিলীপকে নিয়ে এই চর্চা নিঃসন্দেহে রাজ্যের রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আমার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আমাকে নিয়ে সব বিভ্রান্তি দূর হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, আমি পার্টির নেতা হিসেবে যা কাজ করে যাচ্ছি, তেমনই যেন করে যাই।

দিলীপ ঘোষ

OPERATION SINDOOR

'Operation Sindoor'। 'O' অক্ষরটির মাঝে টকটকে সিঁদুর। ২২ এপ্রিল পহলগামের বৈসরণের সূত্রেই শিরোনামে সিঁদুর। শত্রুপক্ষকে সাঁড়াশি আক্রমণ। এবং দেশের সেনাদের অবিশ্বাস্য সাফল্য। হিন্দু বিবাহিত মহিলারা মনে করেন, স্বামীর সৌভাগ্যলাভ থেকে পরিবারের সুরক্ষা ও সন্তানের দীর্ঘায়ু— সিঁদুরের 'ম্যাজিক্যাল পাওয়ার' অপরিসীম।

লাল। সে শুধু রক্তে নয়, সিঁথিতেও। কিশোরী, যুবতী থেকে নারী। এই হয়ে ওঠার মুহূর্তে হিন্দু নারীদের কাছে 'সিঁদুর' শব্দটি বড় প্রিয়। এই লাল রঙের ছোঁয়ায় বদলে যায় মুখশ্রী। কালো চুলের আলপথ মাঝে সিঁদুরের লম্বা সফর—আহ্লাদি, আমোদি মেয়েটিকে আনন্দিত করে। হিন্দু বিয়ের মুখ্য আকর্ষণীয় বিষয় সিঁদুর দান। উত্তর ভারতে সিঁদুর অবশ্য কুমকুম। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, লোককাহিনিতেও সিঁদুর রয়েছে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে। আছে সিঁদুর দানের চিরকালীন প্রথাও।

বলা হয়, ব্রহ্মার নামে শপথ নিয়েই স্বামীরা স্ত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। আর এই সিঁদুর স্ত্রীরা বিয়ের পর থেকে প্রতিদিন সিঁথিতে দিতে থাকেন স্বামীর মঙ্গল কামনায়। পরিবারের শ্রী বৃদ্ধিতে। সন্তানের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে।

হরপ্পা সভ্যতাতেও সিঁদুর দান?

একুশ শতক থেকে টাইম মেশিনে হেঁটে আমরা পৌঁছে যেতে পারি হরপ্পা সভ্যতায়। সেই কোন অতীতকাল থেকেই বিয়েতে সিঁদুর দানের প্রথা বর্তমান। আরেকটি মজার বিষয়, এই সিঁদুর দানের বিষয়টি শুরু হওয়ার পর থেকেই বহু বিবাহ প্রথা তলানিতে ঠেকে। সিঁদুরের এ-ও এক আশ্চর্য ম্যাজিক। আসলে, একবার সিঁথিতে সিঁদুর উঠলে মহিলারা আর দ্বিতীয়বার বিয়েতে রাজি হতেন না। শ্রীরাধাকে নাকি সিঁদুর পরিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আগুন সাক্ষী রেখে ছাদনাতলায় সাতপাক ঘুরেছিলেন রাম-সীতা।

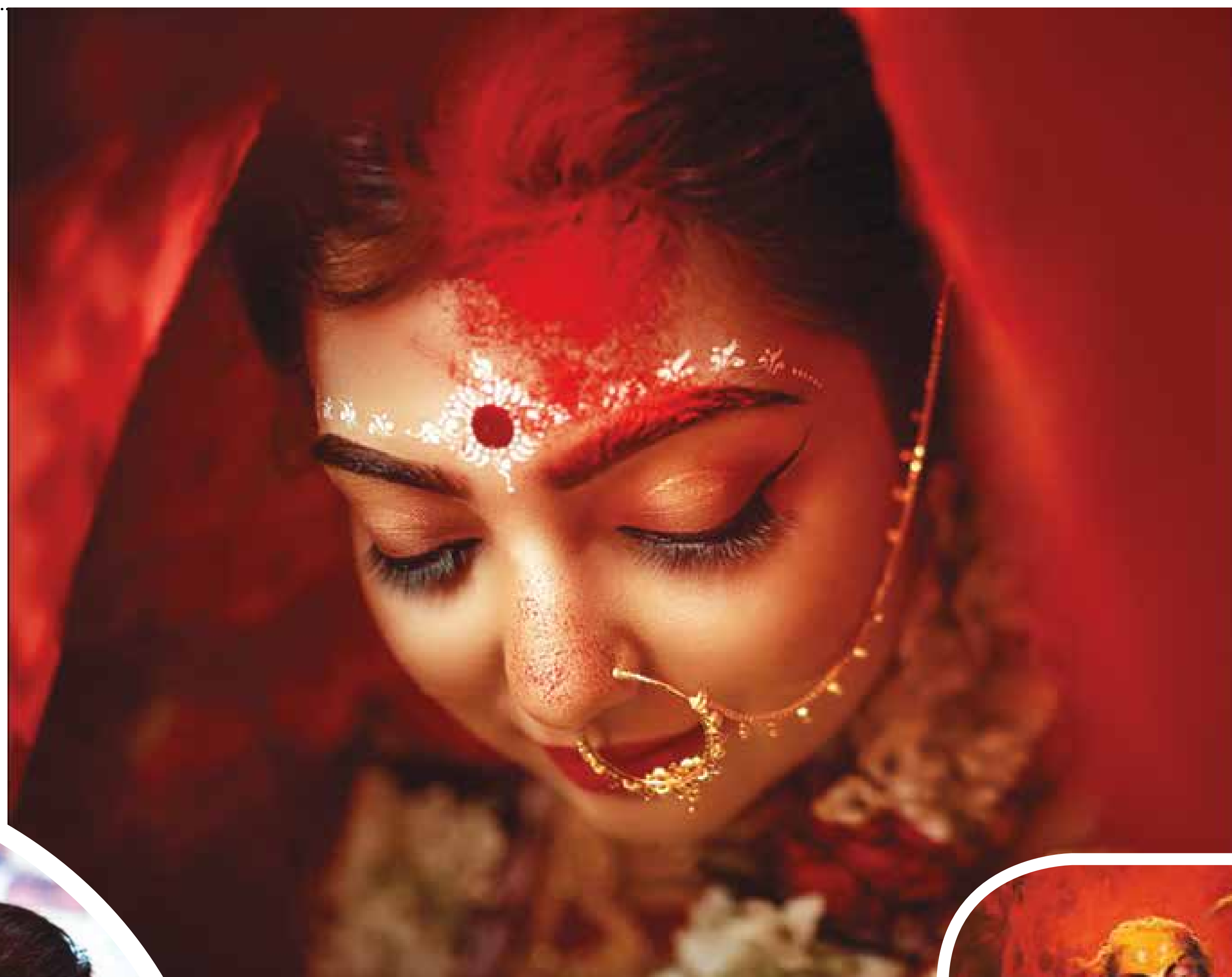

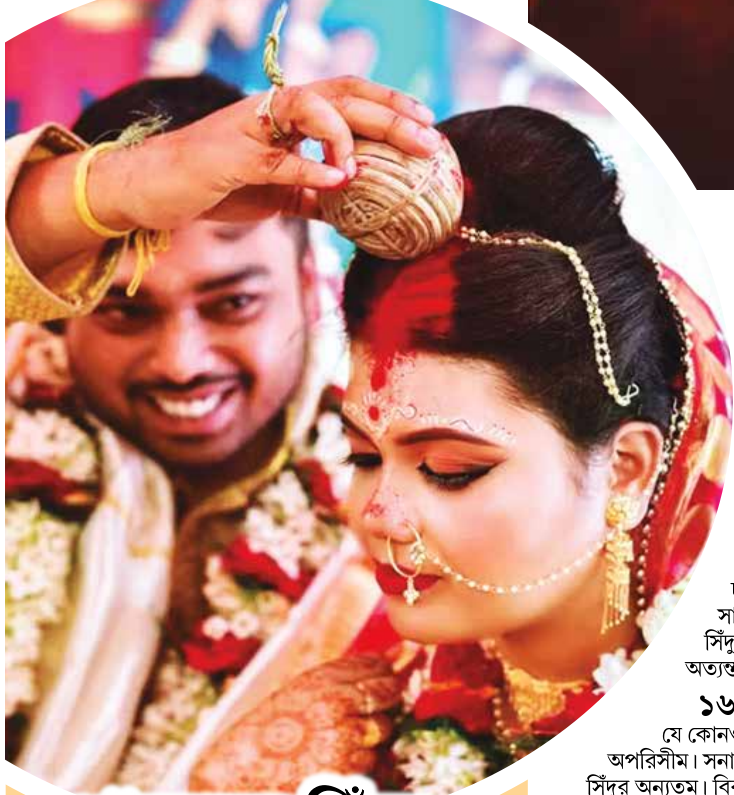

শাস্ত্রমতে সিঁদুর

কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু। তর্কের ঘুড়ি আকাশে না উড়িয়ে বলা যায়, হিন্দুধর্মে সিঁদুরের শক্তি অপরিসীম। স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুরের পুণ্যের জোরেই নাকি বিপদ থেকে মুক্তি পান স্বামী। সেইসঙ্গে মা লক্ষ্মীকে মাথায় করে রাখেন এদেশের নারীরা। দেবী লক্ষ্মীর প্রতি সম্মান জানাতেও বিবাহিতারা সিঁথিতে সিঁদুর পরেন। মনে করা হয়, লক্ষ্মীর কৃপায় স্বামী-স্ত্রী জীবন সুখের হয়। লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়লে সম্পর্ক তরতর করে এগোয়। যাবতীয় বাধাবিঘ্ন দূর হয়।

আধুনিকাদের চোখে

যুগ বদলেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রীতি-নীতি-বিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটেছে। এযুগের বহু মহিলাই, বিশেষ করে কর্মরতা মহিলারা নিয়ম করে সিঁথি ভরে আর সিঁদুর পরেন না। পরলেও একচিলতে। দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়। অবশ্য বিয়েতে মাথা রাঙিয়ে দেওয়ার রীতি আজও।

সিঁথিতে সিঁদুর, সত্যিই কি রয়েছে উপকারিতা?

সিঁথিতে সিঁদুর আর পরনে ঢাকাই শাড়ি। শুধু কবির দৃষ্টিতে নয়, সামাজিকতার ক্ষেত্রেও সিঁথিতে লাল সিঁদুর। বিয়ের সিঁদুরদান পর্ব। হিন্দুধর্মে অত্যন্ত পবিত্র।

১৬ শোভার অন্যতম

যে কোনও শুভ কাজে সিঁদুরের গুরুত্ব অপরিসীম। সনাতন ধর্মে প্রায় ১৬ শোভার মধ্যে সিঁদুর অন্যতম। বিবাহিত জীবনেও রয়েছে লাল রঙের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিয়ের সময় ও পুজোর কাজে সিঁদুর ব্যবহার করা হয়। হিন্দু মহিলারা বিয়ের পর মাথার সিঁথিতে গাঢ় ও মোটা করে সিঁদুর পরেন।

প্রকারভেদ

সিঁদুর সাধারণত দু-ধরনের। লাল সিঁদুর ও কমলা সিঁদুর। লাল সিঁদুর বিবাহিতারা ব্যবহার করে থাকেন। কমলা সিঁদুর ভগবান হনুমানকে নিবেদন করা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সিঁদুরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। চলুন একে একে জেনে নিই।

গুরুত্ব

সিঁদুর ব্যবহারের প্রথা বহু প্রাচীন। রামায়ণ থেকে মহাভারত, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রে সিঁদুরের উল্লেখ রয়েছে। বিয়ের সময় কনের চাহিদা বরপক্ষ পূরণ করে থাকে। মনে করা হয়, বিবাহিতারা যতবেশি সময় ধরে সিঁথিতে সিঁদুর পরে থাকেন, তাঁর স্বামীর আয়ু দীর্ঘ হয়ে থাকে। স্বামীর কল্যাণে ও পরিবারের মঙ্গলার্থে বিবাহিতারা প্রতিদিন স্নানের পর সিঁদুর দিয়ে নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।

পৌরাণিক কাহিনী

পৌরাণিক কাহিনিতে যদি ডুব দেন তাহলে দেখা যাবে নানা মত। পুরাণকথা অনুসারে, একসময় দেবী সীতা যখন তার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ভরাট করছিলেন, তখন হনুমান সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এই লাল রং তাঁর সিঁথিতে তিনি পরেন? তাতে সীতা উত্তর দিয়েছিলেন, শ্রীরাম সিঁথিতে লাল রঙের সিঁদুর দেখে খুব খুশি হন। আর এর মাধ্যমে তিনি স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন। ঠিক এই কারণে প্রতিদিন সীতা এই কাজ করতে পছন্দ করেন।

সীতার এই উত্তরে হনুমান তখন সারা গায়ে সিঁদুর মেখে রামের সঙ্গে দেখা করতে যান। এই দৃশ্য দেখে রামের হাসি আর থামতেই চায় না। সেই সময় রাম হনুমানকে দীর্ঘ আয়ুলাভের আশীর্বাদ করেন। সেই পুরাকাল থেকেই হনুমানজির গায়ে সিঁদুর লাগানোর রীতি চলে আসছে। এখনও আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই রীতি মেনে চলতে দেখি। অত্যুৎসাহীরা আবার নিজেদের গায়েও হনুমানের মতো সিঁদুর মেখে থাকেন।

উপকারিতা

সনাতন হিন্দুধর্মে বেশিরভাগ প্রথা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কারণ। সিঁদুর প্রধানত মহিলারা মাথার মাঝখানে সিঁথি করে সরলরেখা বরাবর ব্যবহার করে থাকেন। বিজ্ঞান জানাচ্ছে, সিঁদুরে রয়েছে বুধ ধাতু, যা ব্রহ্মরন্ধ্র গ্রন্থির জন্য খুবই ভালো। এর ফলে মহিলাদের মানসিক চাপ হ্রাস পায়। পাশাপাশি রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কেনা সিঁদুরে চুল উঠছে? উপায় রয়েছে বাড়িতেই

সিঁদুর। সৌভাগ্য আর বিশ্বাসের প্রতীক। কিন্তু সিঁদুরে থাকা মারকিউরিক সালফেট ত্বকের ক্যানসারের অন্যতম কারণও বটে। অন্তত এমনটাই বলে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। তাহলে উপায় কী? উপায় একটাই, বাড়িতে ভেষজ সিঁদুর তৈরি করে ফেলা। হিন্দু আচার পালনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও কমবে অনেকখানি।

এবার বলি, কীভাবে ভেষজ সিঁদুর তৈরি করবেন সে বিষয়ে। এই সিঁদুর তৈরির জন্য খুব অল্প উপকরণ প্রয়োজন।

যা যা লাগবে: আধকাপ হলুদগুঁড়ো, ১ চা চামচ লেবুর রস, ১ চা চামচ কেওড়ার জল, আধ চা চামচ ঘি, আধ চা চামচ চুন, সুগন্ধের জন্য চন্দনের গুঁড়ো।

যেভাবে তৈরি করবেন: সব প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগাড় করে মিক্সিতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

হনুমান সিঁদুর মেখে রামের কাছে হাজির হয়েছিলেন কেন?

কুমকুম। সংস্কৃতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানভেদে ভিন্ন নাম-- কুংগুম, কুঙ্কু, হলদি কুমকুম। নারীত্বের প্রতীক। ভক্তির পবিত্র এবং শক্তিশালী প্রতীক। একুশ শতকের বহু নারীর মতে, কুমকুম বিশ্বাসের অন্য নাম। ভারতীয় নারীর সৌন্দর্য এবং স্টাইলের বিষয়ও।

১ হলদি কুমকুম অনুষ্ঠান:বিবাহিত মহিলারা হলদি বা হলুদ এবং কুমকুম বিনিময় করেন। তাঁদের স্বামী এবং পরিবারের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

২ সুমঙ্গলিদের জন্য কুঙ্কুম : দক্ষিণ ভারতে বিবাহিত মহিলাদের সুমঙ্গলি বলা হয়। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী বিদায় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পরিবারের সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

৩ মাদুরাইয়ের দেবী মীনাক্ষী আম্মান: থাজাম্পু এবং কুঙ্গুমাম দিয়ে দেবীকে সাজানো হয়। এবং ভক্তদের প্রসাদ হিসেবে এগুলিই দেওয়া হয় ।

৪ জাফরান এবং সিঁদুর জাফরান দিয়ে তৈরি কুমকুম: সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলে মনে করা হয় জাফরান তৈরি কুমকুম। খরচও বেশ ভালো। জম্মুর বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে বৈষ্ণো দেবীর উদ্দেশ্যে জাফরানের পাপড়ি অর্চনা করা হয়।

৫ ধনসম্পদের বৃদ্ধি লক্ষ্যে: অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় গৃহকর্তা তাদের বাড়ির দরজা এবং ফ্রেমে কুনকুমা ও হলুদের পেস্ট দিয়ে নকশা আঁকেন। বিশ্বাস করা হয় যে, এটি ধন-সম্পদ এবং সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীকে ঘরে আমন্ত্রণ জানায়। প্রতি শুক্রবার শুভ কামনায় এবং দীপাবলির মতো গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু উৎসবে এটি পালন করা হয়।

৬ রামের জন্য হনুমানের প্রার্থনা: উত্তর ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে, ভগবান হনুমানকে কুমকুম পরানো হয়। পুরাণ মতে, একদিন হনুমান সীতাকে সিঁদুর বা কুমকুম পরতে দেখেন। সীতাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে সীতা জানান, তিনি ভগবান রামের দীর্ঘায়ু কামনা করছেন। এতে হনুমান তার সারা শরীরে সিঁদুর লাগিয়ে ভগবান রামের কাছে হাজির হন। এই ভক্তি এবং স্নেহ রামকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি নাকি তখন হনুমানকে অনন্ত জীবন দান করেন। এভাবেই হনুমানকে সিঁদুর দিয়ে সাজানোর প্রথা শুরু হয়।

কাঁচা নাকি পাকা আম? কোনটি বেশি উপকারী

দিনকয়েক পর থেকেই গাছে গাছে পাকতে শুরু করবে আম। যদিও কাঁচা আমেরও রয়েছে অনন্য স্বাদ। আম বিভিন্ন উপায়ে খাওয়া যায়। কেউ কেউ পাকা, রসালো এবং মিষ্টি আম পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ কাঁচা আমের স্বাদ টক এবং সুস্বাদু বলে মনে করেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাঁচা এবং পাকা উভয় আমেরই নিজস্ব উপকার রয়েছে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোনটি বেশি উপকারী-

কাঁচা আমে ভিটামিন সি বেশি থাকে এবং পাকা আমের তুলনায় এটি বেশি অ্যাসিডিক। এটি তাদের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কাঁচা আমে প্রচুর ডায়েটারি ফাইবার থাকে যা হজমের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নিয়মিত মলত্যাগের গতি বৃদ্ধি করে এবং অন্ত্রের সুস্থ মাইক্রোবায়োমকে সহায়তা করে।

কাঁচা আমে ভিটামিন সি-এর ঘনত্বও বেশি থাকে, যা একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান। যা এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রভাব এবং কোলাজেন সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখার জন্য পরিচিত। কাঁচা আম কাঁচা প্রকৃতির কারণে বেশি অ্যাসিডিক। এই অ্যাসিডিটি হজমের সুবিধা দেয়, পাচক এনজাইম উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে এবং খাদ্য ভাঙনে সহায়তা করে। কাঁচা আম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের একটি সমৃদ্ধ উৎস যা ক্যান্সার এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

কাঁচা আমে ভিটামিন সি-র ঘনত্ব বেশি থাকে, যা একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান। যা এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রভাব এবং কোলাজেন সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখার জন্য পরিচিত।

পাকা আমের উপকারিতা

পাকা আমে বিটা-ক্যারোটিনের মতো কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে, যা এই ফলকে কমলা-হলুদ রঙ দেয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। এছাড়াও বিটা-ক্যারোটিনসহ এর ক্যারোটিনয়েডের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায়। এই ক্যারোটিনয়েড শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা বয়স-সম্পর্কিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং নির্দিষ্ট ধরনের ক্যান্সার থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

পাকা আমে ভিটামিন এ বেশি থাকে, যা সুস্থ দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

পাকা আমে ভিটামিন এ বেশি থাকে, যা সুস্থ দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পাকা আমে প্রাকৃতিক চিনির পরিমাণ বেশি থাকে, যা এই ফলকে মিষ্টি এবং আরও সুস্বাদু করে তোলে।

পাম শেলস পুডিং

গ্রীষ্মদিন। ভরপুর রসালো ফল। তার মধ্যে তৃপ্তিকর তালশাঁস। সেই তালশাঁস খাওয়ার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। চলুন, আজ জেনে নিই একটি বিশেষ রেসিপি। মন তৃপ্তিতে ভরে যাবে।

যা যা লাগবে:
তালের শাঁস ৪টি, তরল দুধ ১/২ কেজি, চিনি ১/৪ কাপ, আগার আগার পাউডার ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, স্ট্রবেরি জেলি পাউডার ১ প্যাকেট (৮০ গ্রাম)।

যেভাবে তৈরি করবেন:
প্রথমে ব্লেন্ডারে তালের শাঁস ও ১/৪ কাপ তরল দুধ দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন মসৃণ করে। এবার বাকি তরল দুধের সঙ্গে আগার আগার পাউডার, কর্নফ্লাওয়ার, চিনি, ব্লেন্ড করা তালের শাঁস ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যেন সব উপকরণ বেশ ভালোভাবে মিশে যায়, কোনোরকম গুটি পাকিয়ে না থাকে। এবার মিশ্রণটি প্যানে নিয়ে মাঝারি থেকে কম আঁচে অনবরত নেড়ে ৫-৬ মিনিট রান্না করে নিতে হবে। ঘন হয়ে এলে ওভেন থেকে নামিয়ে সার্ভিং ডিশে ঢেলে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে এক ঘণ্টার জন্যে। নির্দিষ্ট সময় পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিতে হবে। এবার জেলি পাউডার জলে মিশিয়ে ওভেনে ফুটিয়ে নিয়ে এর ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। ঠান্ডা করে আবার ফ্রিজে সেট হওয়া পর্যন্ত রেখে পরিবেশন করুন মজাদার পাম শেলস পুডিং।

নিঃস্ব যাঁরা...

পাকিস্তানি সেনার গোলাবর্ষণে চুরমার ঘরবাড়ি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সামগ্রী খোঁজার চেষ্টা। উরিতে। মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। বারামুল্লা জেলার লগমায়। (নীচে) একটি কলেজে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন জম্মুর প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ। খাবার সংগ্রহে লাইনে তাঁরা। -পিটিআই

আতঙ্কে পঞ্জাব সীমান্তের গ্রাম

‘রাত হলে না জানি আবার কী হবে’

চণ্ডীগড়, ৯ মে : মাথার ওপর চক্কর কাটছে ড্রোন। বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে আচমকাই বেজে উঠছে তীক্ষ্ণ সাইরেন। সন্ধ্যা নামলে চরাচরে ঝুপ করে নেমে আসছে ঘুটেঘুটে অন্ধকার। মঙ্গলবার মাঝ রাতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই এক গা ছমছমে ভূতুড়ে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পঞ্জাব ও জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গ্রামগুলিতে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের যুদ্ধং দেহি মেজাজ চড়তে থাকায় বৃহস্পতিবার ৯টা নাগাদ পঞ্জাবের নানা জায়গায় প্রশাসনের নির্দেশে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। অমৃতসর, পাঠানকোট, ফিরোজপুর সহ বহু এলাকায় সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট ঘোষণা করে প্রশাসন। চণ্ডীগড় সহ জলন্ধর, গুরুদাসপুর এবং হোশিয়ারপুরেও রাতের অন্ধকারে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয় নিরাপত্তার স্বার্থে। চণ্ডীগড়ে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। এই আবহে রাতভর আতঙ্ক আর উদ্বেগে দিন কেটেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের।

গতকাল রাতেই পাকিস্তান থেকে নতুন করে হামলার চেষ্টা হয় বলে জানানো হয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে। পাক বাহিনী একসঙ্গে একাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ভারতের সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। লক্ষ্য ছিল জম্মু, পাঠানকোট, উধমপুর সহ মোট ১৫টি শহরের সামরিক এলাকা। এর মধ্যে রয়েছে শ্রীনগর, অমৃতসর, কাপুরথালা, জলন্ধর,

ভাতিন্ডার আকাশে ড্রোন, যা নিষ্ক্রিয় করে দেয় ভারতীয় সেনা।

লুধিয়ানা, আদমপুর, ভাতিন্ডা, চণ্ডীগড়, নাল, ফালোদি, উত্তরলাই ও ভুজ। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতায় হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হয় পাক বাহিনীর।

পাঠানকোটের স্থানীয় বাসিন্দারা রাতে বিস্ফোরণের মতো শব্দ শুনেছেন বলে দাবি করলেও প্রশাসনের তরফে তার সমর্থন মেলেনি। তবে এটা ঠিক যে, রাত সাড়ে আটটা নাগাদ এয়ার রেইড সাইরেন বাজানো হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরো এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়।

পাঠানকোটের এক সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, ‘আকাশে প্রথমে আলো দেখা গেল। তারপরেই বিস্ফোরণের শব্দ হল।’ তাঁর দাবি, রাত ১২টা পর্যন্ত এমন ৪০-৫০টি বিস্ফোরণের শব্দ কানে এসেছে তাঁর। কিছু সময়ের বিরতির পর আবার ভোরের দিকে শব্দ শুরু হয়। তবে হতাহতের কোনও খবর তাঁর কাছে নেই। তিনি বলেন, ‘আমরা এসবে একেবারেই অভ্যস্ত নই। এখানে বরাবর পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল।’

পাঠানকোটের আরেক বাসিন্দা ৪২ বছর বয়সি প্রপার্টি ডিলার লক্ষ্মীকান্ত জানান, তাঁর ৮ ও ১৩ বছর বয়সি দুই মেয়ে আচমকা সাইরেনের শব্দের পর আলো নিভে যাওয়ায় ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও তিনি বলেন, ‘রাত হলে না জানি আবার কী হবে!’

একই ছবি দেখা গিয়েছে অমৃতসর ও ফিরোজপুরেও। তবে সেখানে আতঙ্কের মধ্যেই স্থানীয় বাসিন্দারা সেনাবাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ভারত-পাক সংঘাত ইস্যুতে দূরত্ব রাখছে চিনও

মাথা ঘামাবে না আমেরিকা : ভান্স

ওয়াশিংটন ও বেজিং, ৯ মে : পহলগাম হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। হামলা-পালটা হামলা চলছে। পরিস্থিতি জটিল হলেও দু’দেশের সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করবে না আমেরিকা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন সেদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ঘটনাচক্রে তাঁর ভারত সফরের মধ্যেই কাশ্মীরের পহলগামে ২৮ জন পর্যটক ও ঘোড়াচালককে খুন করেছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার আততায়ীরা। ভান্সের বয়ানের কিছুক্ষণের মধ্যে ভারত-পাক সংঘাত থেকে দূরে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে চিনও।

এতদিন পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে পহলগাম হামলায় আন্তর্জাতিক তদন্তের কথা বলছিল চিনা বিদেশমন্ত্রক। এদিন সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া ছাড়াও ভারতের বিরুদ্ধে পাক বায়ুসেনার চিনের সহায়তায় তৈরি জেএফ-১৭ ব্যবহারের কথা অস্বীকার করেছেন শি জিনপিং সরকারের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান। তাঁর কাছে ভারতের ওপর জেএফ-১৭-র সাহায্যে হামলার কোনও তথ্য নেই বলে ওই মুখপাত্র দাবি করেছেন। চিনের অবস্থান নিয়ে স্বাভাবিকভাবে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

আমেরিকার এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভান্স বলেছেন, ‘এটা আমাদের বিষয় নয়। আমেরিকা কখনই এই সংঘাতে জড়াবে না। আমরা যেটা করতে পারি তা হল দু’পক্ষকে শান্তভাবে আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো।’ ট্রাম্প সরকারের অবস্থানের পক্ষে তাঁর যুক্তি, ‘যে ঘটনার সঙ্গে আমেরিকার সরাসরি সম্পর্ক নেই এবং যে ঘটনাপ্রবাহকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, সেখানে জড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না।’ ভান্স আরও বলেন, ‘আমেরিকা ভারতকে অস্ত্র সংবরণের কথা বলতে পারে না। আবার পাকিস্তানকেও সেটা বলা সম্ভব নয়। আমরা আলোচনার মাধ্যমে ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়ার পক্ষে। আমাদের আশা, এই দ্বন্দ্ব আঞ্চলিক সংঘাতের রূপ নেবে না। পরমাণু যুদ্ধ হবে না। অন্তত বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমার সেটাই মনে হচ্ছে।’

এদিকে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও ধরনের সমঝোতা অসম্ভব, ভারত সরকারের বিভিন্ন স্তর থেকে সেই বার্তা দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকায় নিযুক্ত এদেশের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘ভারত সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। দিল্লি শুধু ইসলামাবাদের পদক্ষেপের জবাব দিচ্ছে।’ ভারত-পাক সংঘাত কি পরমাণু যুদ্ধের রূপ নেবে? কোয়াত্রার সাফ জবাব, ‘সেটা পাকিস্তানকে জিজ্ঞাসা করুন।’

পহলগাম হামলার পর পিওকে ও পাকিস্তানে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করতে ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’-কে সমর্থন জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন আধিকারিক তথা আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সিনিয়ার ফেলো মাইকেল রুবিন। পাকিস্তানকে ‘ব্যর্থ রাষ্ট্র’ হিসাবে অভিহিত করেছেন তিনি। ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিক্রম দৌরাস্বামী একটি ছবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে পাক সেনাকর্তাদের সঙ্গে একফ্রেমে দেখা গিয়েছে আমেরিকার জঙ্গি তালিকায় থাকা সন্ত্রাসবাদী হাফিজ আবদুল রৌফকে।

সেই ছবি দেখিয়ে দৌরাস্বামীর প্রশ্ন, ‘রাষ্ট্রীয় মদতে এক জঙ্গির অন্ত্যেষ্টিতে আরেক জঙ্গির উপস্থিতি কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে?’ সীমান্ত সংঘাতের সমান্তরালে এখন পাকিস্তানের জঙ্গিযোগের বিষয়টি গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চাইছে ভারত। সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ২০০-র বেশি ভারতীয় দূতাবাস ও উপদূতাবাস এখন সেই লক্ষ্যে অতিসক্রিয়।

মুনিরকে বাড়তি ক্ষমতা পাক সুপ্রিম কোর্টের

ইসলামাবাদ, ৯ মে : ভারতের সঙ্গে সংঘাত ক্রমশ চরমে উঠছে পাকিস্তানের। মঙ্গলবার গভীর রাতে এবং তারপর বৃহস্পতিবার ভোর ও রাতে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনীর মনোবলে জোর ধাক্কা লেগেছে। এই অবস্থায় পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের হাত শক্ত করল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট।

অপারেশন সিঁদুরের ঠিক পরের দিনই অর্থাৎ বুধবার সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলেছে, এবার থেকে বিভিন্ন প্রতিবাদ-বিক্ষোভে যুক্ত নাগরিকদের বিচার করতে পারবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। এর আগে সুপ্রিম কোর্টই বলেছিল, সামরিক আদালতে নাগরিকদের বিচার করা অসাংবিধানিক। কিন্তু সেই রায় উলটে দিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত সেনাবাহিনীর হাতে বিচার করার ক্ষমতা তুলে দেওয়ায় খানিকটা হলেও পায়ের তলার মাটি শক্ত হল জেনারেল মুনিরের। দ্বিজাতি তত্ত্বের উসকানি ও পহলগাম হামলার জেরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ ঘনাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে লাগাতার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা, প্রতি-হামলা চলছে।

এমন একটা সময় এই রায় এসেছে যখন মুনিরের ভবিষ্যৎ নিয়েও চর্চা চলছে। বৃহস্পতিবার রাতে ভারত-পাকিস্তান ঘাত-প্রতিঘাতের সময় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দাবি করা হয়েছিল, মুনিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে পাকিস্তানি সেনায়। তাঁকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। এমনকি তাঁর উত্তরসূরীর নামও কেউ কেউ ঘোষণা করে দেন। অথচ তাঁর হাতে পাক নাগরিকদের বিচারের ক্ষমতা তুলে দিয়ে জল্পনায় আপাতত জল ঢেলে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি আমিনুদ্দিনের নেতৃত্বে সাত সদস্যের বেঞ্চ ৫-২ রায়ে সাফ জানিয়ে দেয়, ২০২৩ সালের ৯ মে হামলার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের বিচার হবে সেনা আদালতে। দু-বছর আগে ইমরান খানের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে পিটিআই নেতা-কর্মীরা সেনাবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল। সেইসময় একাধিক সামরিক কাঠামোকে নিশানা করেছিলেন আন্দোলনকারীরা। ওই ঘটনায় শতাধিক পিটিআই কর্মী, সমর্থককে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছিল সেনাবাহিনী। স্বাভাবিকভাবেই পিটিআই সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরোধিতা করেছে। সিন্ধ প্রদেশের পিটিআই প্রধান হালিম আদিল শেখ বলেন, ‘যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সামরিক আদালতের আড়াল করতেই দেওয়া এই রায় অবিচারকে হয়েছে।’ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টের সাউথ এশিয়ান লিগ্যাল অ্যাডভাইজার রীনা ওমার বলেন, ‘দেশের বিচারব্যবস্থার সামরিকীকরণ করতে সর্বোচ্চ আদালত যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা দুঃখজনক।’

আপৎকালীন ক্ষমতা

প্রয়োগের নির্দেশ সব রাজ্যকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তান ক্রমবর্ধমান সংঘাতের আবহে রাজ্যগুলিকে আপৎকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বলল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে শুক্রবার সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসকদের একটি চিঠি লেখা হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, সিভিল ডিফেন্স রুলস, ১৯৬৮-এর আওতায় যে সমস্ত আপৎকালীন ক্ষমতা রয়েছে সেগুলি যেন প্রয়োগ করা হয়। এর অর্থ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি যেন দ্রুত কাজ করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র দপ্তর একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, যে কোনও হামলা বা বিপর্যয়ের মুহূর্তে রাজ্য প্রশাসন যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। অনুমোদনের অপেক্ষায় বসে থাকার আর সময় নেই।

ওই রুলসের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এখন থেকে কোনও অনুমোদন ছাড়াই এই বিশেষ পদক্ষেপগুলি নিতে পারবে। জনগণের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ নিতে পারবে অনুমোদন ছাড়াই। যুদ্ধ, সন্ত্রাস বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে বিদ্যুৎ, জল, হাসপাতাল পরিষেবা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এদিন সকালে নিজের বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন অমিত শা।

সীমান্তের পাশাপাশি দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলির নিরাপত্তা পর্যালোচনার জন্য উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ও সিআইএসএফ-এর প্রধানরা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ আধিকারিক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় উঠে আসে সীমান্তের বর্তমান অবস্থা, অনুপ্রবেশের আশঙ্কা, বিমানবন্দরের ঝুঁকি এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা। সূত্রের খবর, সীমান্তে গোলাবর্ষণের পাশাপাশি আকাশপথে পালটা হামলার ঘটনাও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের একাধিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, কিছু বিমানঘাঁটি সাময়িকভাবে বন্ধও করে দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে চিঠি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পাঠানো চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাজ্যগুলিকে এখন থেকে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি, পরিবহণ কেন্দ্র, হাসপাতাল, জল ও বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে ঝুঁকির মূল্যায়ন শুরু করতে বলা হয়েছে। সঙ্গে সক্রিয় করতে হবে নাগরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে, যারা উদ্ধারকাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা, যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্বে থাকবেন। প্রত্যেক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিভিল ডিফেন্স ডিরেক্টর ক্ষমতার বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা নেবেন। জরুরি পরিস্থিতিতে রাজ্যের তৎপরতা নির্ভর করে সময়োচিত সিদ্ধান্ত ও সমন্বয়ের ওপর।

তাই পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর, দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে আগেভাগেই সমন্বয় করার নির্দেশ এসেছে। যেখানে দরকার, সেখানে অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম ও আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে বলা হয়েছে।

গুজবের বন্যা ভাইরাল পুরোনো ভিডিও

ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহে বেশ কিছু পুরোনো ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকি সেসব দেখানো হয়েছে একাংশ সংবাদমাধ্যমেও। বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে জনমানসে। তারই কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল।

এই ভাইরাল ক্লিপ-এ দেখা যাচ্ছে, সেনা ইউনিফর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি আহত অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন। ক্লিপের অপর অংশে দেখানো হয়, একটি এয়ারক্র্যাফট জ্বলছে। দাবি করা হচ্ছিল, ব্যক্তিটি পাকিস্তানি বায়ুসেনার পাইলট। ফাইটার জেটটি গুলি করে নামানো হয়েছে। অনেকে এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ারও করেন।

আসলে এটা পুরোনো ভিডিও। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সঙ্গে ক্লিপিংটির কোনও যোগ নেই।

ভিডিওটি একটি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দাবি করা হয়, রাফাল ধ্বংস করেছে পাক সেনা। যদিও পরবর্তীতে সামনে এসেছে, সেটা চলতি বছরের এপ্রিলের। আদতে সেদিন ভেঙে পড়েছিল একটি পাক যুদ্ধবিমান।

‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরুর পর একটি ভিডিও পোস্ট করে দাবি করা হয়, ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে।

আশ্চর্যজনকভাবে সেটাও ভুয়ো। আদতে একটি গেমিং ভিডিও-র অংশ সেটা।

ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে একটি ৩৭ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে দাবি করা হয়, ভারতীয় নৌসেনা করাচিতে হামলা চালিয়েছে। চারদিকে গাড়ি জ্বলছে, লোকজন ছোটাছুটি করছে।

আদতে ভিডিওটি ফিলাডেলফিয়ার। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় বেশ কয়েকমাস আগে। সেখানে একটি জেট এয়ারক্র্যাফট ভেঙে পড়েছিল।

প্রত্যাঘাতের পর ভারতের সামরিক ঘাঁটিতে পাকিস্তান হামলা চালিয়েছে বলে একটি ভিডিও-তে দাবি করা হয়। ১০ সেকেন্ডের ভিডিও-তে দেখা যায়, কালো ধোঁয়া বেরোতে। যদিও পরবর্তীতে যাচাই করে দেখা গিয়েছে, ক্লিপটি ইন্দোনেশিয়ার একটি কারখানা এলাকার অগ্নিকাণ্ডের।

প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে... উড়ির রাস্তায় সন্তান ও আত্মীয়দের নিয়ে মহিলা। মাঝে, পরিবার নিয়ে অন্যত্র পাড়ি। শুক্রবার উরিতে। ঘরছাড়াদের শিবিরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ওমর আবদুল্লা।

সিন্ধু চুক্তির দায় নিতে নারাজ বিশ্ব ব্যাংক

পাক-ঋণ ঠেকাতে মরিয়া ভারত

নয়াদিল্লি, ৯ মে : চিন, তুরস্কের দেওয়া অস্ত্রের ভরসায় ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে পাকিস্তান। তবে পাক অর্থনীতিতে যেভাবে ভাঙন ধরেছে, তাতে শাহবাজ শরিফ সরকারের পক্ষে কতদিন সংঘাত জারি রাখা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের চোখ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর বেল আউট বৈঠকের দিকে। শুক্রবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে হতে যাওয়া ওই বৈঠকে পাকিস্তানকে বাড়তি ঋণদান এবং পুরোনো ঋণ শোধে কিছু ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হওয়ার কথা। পাকিস্তানের সেই ঋণ পাওয়ার পথে কাঁটা বিছানোর জন্য তৈরি হচ্ছে ভারত। এদিন দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি।

তিনি বলেন, 'ভারতের অসামরিক এলাকা ও বাসিন্দাদের নিশানা করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে তাদের আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানের বিরোধিতা করবে ভারত।' পাকিস্তানের বেল আউটের বিরুদ্ধে আইএমএফের সদস্য

> ভারতের অসামরিক এলাকা ও বাসিন্দাদের নিশানা করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে তাদের আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানের বিরোধিতা করবে ভারত।
>
> **বিক্রম মিস্রি**

দেশগুলির সঙ্গে ভারতের আলোচনা চলছে বলে মিস্রি জানিয়েছেন। মুদ্রাস্ফীতি, বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারে টান, জ্বালানি সংকট, নিজস্ব মুদ্রার দাম পড়ে যাওয়া ঠেকাতে ২০২৩-এ পাকিস্তানকে প্রায় ৭০০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিল আইএমএফ। কিন্তু তাতেও অবস্থা নিয়ন্ত্রণে না আসায় তাদের আরও ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে আইএমএফ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত।

সূত্রের খবর, সন্ত্রাসবাদীদের মদত এবং অর্থসাহায্যের কারণে

ফের পাকিস্তানকে এফএটিএফের ধূসর তালিকায় আনার চেষ্টা শুরু করেছে সাউথ ব্লক। বিতর্ক দানা বেঁধেছে পাকিস্তানের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রকের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে। এদিন সকালে মন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে বলা হয়, 'শত্রুদের হামলায় পাকিস্তানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘুরে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।' ভারতের সঙ্গে সংঘাত বন্ধ করতে বিশ্বের সব দেশকে এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়েছিল ওই পোস্টে। কিন্তু ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে সেই অবস্থান থেকে সরে আসে পাক সরকার। অর্থ বিষয়ক মন্ত্রক দাবি করে, তাদের এক্স হ্যান্ডলটি নাকি হ্যাক করা হয়েছিল। ওই পোস্টের পিছনে ভারতীয় হ্যাকারদের হাত রয়েছে। বিতর্কিত পোস্টটি মুছে দিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

> সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করবে না বিশ্ব ব্যাংক। চুক্তিতে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা শুধু মধ্যস্থতাকারীর।
>
> **অজয় বাঙ্গা**

এদিকে সিন্ধু জলচুক্তি ইস্যুতেও পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান অজয় বাঙ্গা। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করবে না বিশ্ব ব্যাংক। চুক্তিতে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা শুধু মধ্যস্থতাকারীর ছিল বলে মন্তব্য করেন বাঙ্গা। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, চুক্তি স্থগিত রাখা সংক্রান্ত কোনও শর্তের উল্লেখ চুক্তিপত্রে নেই। কোনও পক্ষ চাইলে চুক্তি বাতিল করতে পারে।

শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের জবাবে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, 'আপনি দেখুন, চুক্তির প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে যে এটি সদিচ্ছা এবং বন্ধুত্বের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিল। ভারতের ধৈর্য ও সহনশীলতার কারণেই ৬৫ বছরের আক্রমণ, উসকানি সত্ত্বেও আমরা চুক্তিটি মেনে চলেছি। সত্যি কথা হল, যে পরিস্থিতিতে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে।'

সরাসরি সম্প্রচারে মানা

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্তে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় শুক্রবার দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে। সব ধরনের সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে—কোনও প্রতিরক্ষা অভিযান বা সেনা চলাচলের লাইভ সম্প্রচার বা তাৎক্ষণিক খবর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে। এই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সেনা অভিযানের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রকাশে দেশের কৌশলগত পরিকল্পনা বিপন্ন হতে পারে এবং সেনা সদস্যদের প্রাণনাশের ঝুঁকি বাড়তে পারে। অতীতের কার্গিল যুদ্ধ বা মুম্বই হামলার মতো ঘটনার উল্লেখ করে রাজনাথ সিংয়ের মন্ত্রক বলেছে, 'দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এখন সময়ের দাবি।' 'এক্স'-এ প্রকাশিত বার্তায় লেখা হয়, 'সংবেদনশীল তথ্য আগেভাগে প্রকাশ হলে তা দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কার্যকারিতার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।'

ইমরানের মুক্তি চেয়ে আর্জি

ইসলামাবাদ, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জেলবন্দি ইমরান খানের মুক্তি চাইল পাক তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সেখানে ড্রোন হামলা হতে পারে, এই আশঙ্কায় ইমরানের মুক্তির জন্য শুক্রবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আবেদন দাখিল করেছেন খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলি আমিন গন্দাপুর। ভারত-পাক যুদ্ধের পরিস্থিতিতে দেশে সম্প্রীতি ও সংহতির জন্য, কারাগারে ড্রোন হামলার আশঙ্কার কারণে ইমরানকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়েছে।

নবজাতকের নাম 'সিন্দুর'

পাটনা, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের দিনই জন্মগ্রহণ করেছিল কন্যাসন্তান। সেই স্মৃতি জিইয়ে রাখতে ও ভারতীয় সেনাদের সম্মানে নবজাতকের নাম 'সিন্দুর' রাখলেন এক দম্পতি। বিহারের কাটিহার জেলার কুন্দনকুমার মণ্ডলের স্ত্রী ৫ মে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। ঘটনাচক্রে সেই রাতেই পাক জঙ্গি ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে ভারতীয় সেনা। সংবাদমাধ্যমকে কুন্দন নামকরণের কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন। মেয়ে বড় হয়ে নামের তাৎপর্য বুঝতে পারবে বলেই আশা বাবার।

ট্রেনে ঝুলন্ত দেহ

ভোপাল, ৯ মে : আহমেদাবাদ-কলকাতা এক্সপ্রেসের শৌচাগার থেকে উদ্ধার এক যাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো নাগাদ মধ্যপ্রদেশের সাগর স্টেশনে ট্রেন থামলে এক যাত্রী শৌচাগারে গিয়ে দেহটি দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় টিকিট পরীক্ষককে। রেল পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের বয়স আনুমানিক ৩০-৩৫ বছর। পকেট থেকে ট্রেনের টিকিট পাওয়া গিয়েছে।

আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবি

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৯ মে : শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা করছে কোটা বিরোধী ছাত্রদের নতুন দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সরকার আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধের নির্দেশ জারি না করা পর্যন্ত শাহবাগ মোড় অবরোধের ডাক দিয়েছে এনসিপি। জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন হাসিনা। এবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দলকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে পথে নেমেছেন আন্দোলনকারীরা।

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা। অবস্থান মঞ্চ থেকে এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'বাংলাদেশের অগ্রগতি সেদিন শুরু হবে, যেদিন দেশ হবে আওয়ামি লিগহীন। তাই এখন আমরা শাহবাগ অবরোধ করব।' গত দু'দিনের বিক্ষোভের পর শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা

হয়েছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সম্প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে স্বৈরশাসন ও সন্ত্রাসী কাজকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার যে দাবি উঠেছে, তা সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। এই ব্যাপারে সরকার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মাঝরাতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের দেশত্যাগ প্রসঙ্গে সরকার জানিয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা খুনের মামলায় অভিযুক্ত আবদুল হামিদের বিদেশযাত্রা সম্পর্কে জনমনে ক্ষোভের বিষয়ে সরকার অবগত। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউনূস প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

বিশাল তেরঙ্গা নিয়ে অপারেশন সিঁদুরের সমর্থনে কংগ্রেস সমর্থকদের মিছিল। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

অপারেশনে উচ্ছ্বসিত

দেশপ্রেম, ঐক্যের ডাক ভাগবতের

নয়াদিল্লি, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভারতের ধর্মীয় স্থান ও বসতি এলাকায় পাকিস্তান যেভাবে আক্রমণ হেনেছে, তার কড়া নিন্দা করে দেশপ্রেমের ডাক দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত।

আরএসএস প্রধান ভাগবত বলেছেন, 'এখন সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জাতীয় ঐক্য, সংহতি বিনষ্ট না হয়। সরকারি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। যে যেখানে যেভাবে থাকুন না কেন, সেনাবাহিনী ও নাগরিক প্রশাসনকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত থাকুন।'

অপারেশন সিঁদুরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা করে ভাগবত বলেছেন, 'মঙ্গলবারের অভিযান জাতির আত্মসম্মান ও মনোবল বাড়িয়েছে। দেশের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতের আক্রমণ অনিবার্য ছিল। সমগ্র দেশের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল অপারেশন সিঁদুরের।'

নাগরিকদের সতর্ক করল চিন

বেজিং, ৯ মে : চিনা নাগরিকদের ভারত ও পাকিস্তান ভ্রমণে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ জারি করল শি জিনপিং সরকার। শুক্রবার চিনের সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, চিনের যেসব নাগরিক ভারত ও পাকিস্তানে ইতিমধ্যে রয়েছেন, তাঁরা যেন চলাফেরার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করেন, পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখেন। চিন ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুরও ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। 'ভ্রমণ করবেন না' বলে নির্দেশিকাটি মার্কিন নাগরিকদের মেনে চলতে বলেছে ওয়াশিংটন।

কেরলে নিপা ভাইরাসের থাবা

তিরুবনন্তপুরম, ৯ মে : কেরলের মাল্লাপুরমে থাবা বসিয়েছে নিপা ভাইরাস। বছর ৪২-এর এক মহিলা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ভালানচেরি পুর এলাকার বাসিন্দা। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মহিলা প্রথমে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন। জ্বর বাড়তে থাকায় মে মাসের এক তারিখে তাঁকে পেরিনথালমান্না হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় মহিলা নিপায় আক্রান্ত হয়েছেন বলা হয়েছিল। পরে পুনের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজি থেকে পরীক্ষা করানো হয়। তাতে নিশ্চিত করা হয়েছে, তিনি নিপায় আক্রান্ত। এই খবর ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মহিলার বাড়ি সংলগ্ন তিন কিমি পর্যন্ত কনটেনমেন্ট এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

এলাকা পরিদর্শন করেছেন কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মহিলার পরিবারের সাত-আটজনের সঙ্গে এলাকার ২১ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গিয়েছে।

খাদ্য-স্বাস্থ্য নিয়ে আশ্বাসবাণী কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে দেশের খাদ্য এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে তৎপরতা দেখাল কেন্দ্র। শুক্রবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। তিনি বলেন, 'দেশের কৃষিভাণ্ডার পরিপূর্ণ রয়েছে। চাল, গম সহ সব ধরনের খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। সীমান্তে আমাদের জওয়ানরা মোতায়েন রয়েছেন, আর কৃষকরা মাঠে রয়েছেন। তাঁদের পাশে রয়েছেন বিজ্ঞানীরাও। কৃষি বিভাগ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আমরা সেই দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

অপরদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবায় যাতে কোনও প্রকার বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য এদিন একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। দেশজুড়ে জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রস্তুতি ও পরিকাঠামোর অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়।

বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়, দেশজুড়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে জরুরি ওষুধ, রক্ত, অক্সিজেন এবং ট্রমা কেয়ার কিটের যথেষ্ট মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইমস সহ কেন্দ্রীয় হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুদর্শন চক্র এস-৪০০'র ভেলকি

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারতের জঙ্গিদমন অভিযান ক্রমশ যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে।

বুধবার মাঝরাতে পাকিস্তান ভারতের ওপর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভারতীয় বায়ুসেনা সময়মতো রাশিয়া থেকে কেনা এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই হামলা ছিল 'অপারেশন সিঁদুর'-

এর জবাবে বদলা নেওয়ার চেষ্টা।

পাকিস্তান একযোগে অন্তত ১৫টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাতে চেয়েছিল—যার মধ্যে ছিল অবন্তীপোরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, লুধিয়ানা এবং ভুজ। কিন্তু এস-৪০০ ব্যবস্থা, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সুদর্শন চক্র', সেই সমস্ত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র মাঝপথেই ধ্বংস করে দেয়। বিশ্বের অন্যতম অত্যাধুনিক এই এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৬০০ কিমি দূরের লক্ষ্য নজরে রাখতে পারে এবং ৪০০ কিমি দূর পর্যন্ত হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম। ভারতের চারটি স্কোয়াড্রন-পাঠানকোটে- জম্মু ও পাঞ্জাব রক্ষার জন্য এবং আরেকটি রয়েছে রাজস্থান ও গুজরাটে কৌশলগত নিরাপত্তায়।

টেরিটোরিয়াল আর্মিকে তলব

নয়াদিল্লি, ৯ মে : পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধানের ক্ষমতা বাড়াল কেন্দ্র। দেশের টেরিটোরিয়াল আর্মিকে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারবেন সেনাপ্রধান জেনারেল অনিল চৌহান। কেন্দ্রের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, টেরিটোরিয়াল আর্মি রুল, ১৯৪৮-এর ৩৩ নম্বর ধারা অনুসারে টেরিটোরিয়াল আর্মির আধিকারিকদের তলব এবং বাহিনীকে কাজে লাগাতে পারবেন সেনাপ্রধান। প্রয়োজনে সেনাকে রসদ পাঠানো সহ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করা যাবে। প্রাথমিকভাবে টেরিটোরিয়াল আর্মির ৩১টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৪টিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাদের দেশের দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং আন্দামান-নিকোবর কমান্ডে নিয়োগ করা হতে পারে।

বহু প্রাক্তন সেনা সদস্যের পাশাপাশি কপিল দেব, শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, নীরজ চোপড়া, অভিনব বিন্দ্রা, রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের মতো তারকা ক্রীড়াবিদরা টেরিটোরিয়াল আর্মির সদস্য। এই তালিকায় আছেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট এবং বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরও। বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন তাঁরা। তাঁদেরও তলব করা হতে পারে।

টেরিটোরিয়াল আর্মির সদস্য

- শচীন তেন্ডুলকার
- মহেন্দ্র সিং ধোনি
- নীরজ চোপড়া
- অভিনব বিন্দ্রা
- রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর
- শচীন পাইলট
- অনুরাগ ঠাকুর

নয়া শিক্ষানীতি বাধ্য করা যাবে না রাজ্যকে

নয়াদিল্লি, ৯ মে : কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) কোনও রাজ্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। শুক্রবার তামিলনাড়ুর আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা জিএস মানির দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করতে গিয়ে এমনই পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, এনইপি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেবে না শীর্ষ আদালত।

বেশিরভাগ রাজ্য নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করলেও পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ু তা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। আবেদনকারীর বক্তব্য, ৩টি রাজ্য বাদে সবকটি রাজ্য সরকার কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় থাকা ত্রি-ভাষা পাঠ্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। এনইপি বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ুকে নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর যুক্তি, 'এনইপি হল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রধান শিক্ষানীতি, যার লক্ষ্য সমাজের সব স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল শিক্ষার মান উন্নত করা। দরিদ্র,

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

তপশিলি জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর এবং সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিশুদের জন্য স্কুলগুলিতে বিনামূল্যে সমস্ত ভারতীয় ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত।'

সেই আবেদন খারিজ করে দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, 'দুঃখিত, আমরা কোনও আদেশ দিতে পারি না। আমরা সরাসরি কোনও রাজ্যকে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-এর মতো নীতি গ্রহণে বাধ্য করতে পারি না।'

লালুর বিরুদ্ধে মামলায় অনুমতি মুর্মুর

পাটনা ও নয়াদিল্লি, ৯ মে : জমির বদলে রেলে চাকরির মামলায় তহবিল তছরুপের অভিযোগ নিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিয়েছেন। এর ফলে আরজেডি প্রধানের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়ায় আর কোনও বাধা রইল না। ইডি-র চার্জশিটে বলা হয়েছে, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন চাকরি দেওয়ার বদলে ঘুষ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী। ইডি দুটি চার্জশিট পেশ করেছে। একটি লালুকে কেন্দ্র করে। অপরটিতে নাম রয়েছে তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, দুই কন্যা মিসা ভারতী, হেমা যাদব ও পুত্র তেজপ্রতাপের। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লালুপ্রসাদ কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী ছিলেন।

ছন্দোবদ্ধ।। কলকাতায় শতাব্দী নৃত্যায়নের অনুষ্ঠান।

গৌরবময় ২৫

শতাব্দী নৃত্যায়নের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হল উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চে। সরস্বতীবন্দনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর হয় প্রদীপ প্রজ্বলন। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত ওড়িশি নৃত্যগুরু দুর্গাচরণ রণবীর, পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত গীতা মাহালিক, লোকসংস্কৃতি গবেষক ও নাট্যব্যক্তিত্ব সমীর মিত্র, ওড়িশি নৃত্যশিল্পী শতাব্দী মল্লিক, যোগ প্রশিক্ষক মমতা মল্লিক ও অন্য বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানে গুরু দুর্গাচরণকে শতাব্দী নৃত্যায়নের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। গীতা মাহালিককে 'শতাব্দীর সৃষ্টি' সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য গুণী মানুষ ও শিল্পীদেরও সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ওড়িশি নৃত্যের পাশাপাশি ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, সত্রীয়া নৃত্য পরিবেশিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। *–অরিন্দম ভট্টাচার্য*

'কৃষ্টিকল্প'-এর সূচনা অনুষ্ঠানে 'মিষ্টিমুখ' নাটকের একটি দৃশ্য।

নতুন স্বপ্নে নতুন পথ চলা

'নৃত্য মঞ্জিল' এবং 'আমরা অপরাজিতা'র আয়োজনে 'কৃষ্টিকল্প' শিরোনামে একটি মাসিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সূচনা হল কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে নৃত্য মঞ্জিলের মহলা কক্ষে। উদ্যোগের নামটি দিয়েছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেবেশ ঠাকুর এবং সমগ্র পরিকল্পনাটির নেপথ্য কান্ডারি দীপজ্যোতি চক্রবর্তী ও শ্রাবণী চক্রবর্তী। পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রধান সহযোগী বিমান দাশগুপ্ত (বলাকা) সহ আয়োজক সংস্থা দুটির সদস্যরা। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় নাচ-গান-আবৃত্তি-নাটক সমন্বয়ে 'কৃষ্টিকল্প' অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'আমরা অপরাজিতা'-র সদস্যাদের সমবেত সংগীতের মাধ্যমে। খুদেরা বেশ কয়েকটি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্য মঞ্জিল ও সঞ্চিতা চক্রবর্তীর পরিচালনায় নৃত্য মন্দিরমের হয়ে। সম্পর্কে মা-মেয়ে অর্পিতা দে সরকার ও আরাধ্যার সুন্দর দুটি নাচও ছিল সেই সন্ধ্যায়। খুদে আয়ান সোম কিবোর্ডে বেশ কয়েকটি গান বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে। 'শিল্পীতীর্থ' পরিবেশন করে সমবেত সংগীত। 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি করে মাতিয়ে দিলেন সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভালো আবৃত্তি করলেন কাকলি সোমও। নাট্যপরিচালক পার্থ চৌধুরী প্রারম্ভিক বক্তব্যে এই গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা সবার সামনে তুলে ধরেন। কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী পাড়ার সংস্কৃতিচর্চায় এই নবতম সংযোজনের জন্য আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে 'বলাকা'-র নাটক 'মিষ্টিমুখ' সবার মনে ভরিয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন বিমান দাশগুপ্ত, অনুজ নন্দী এবং উজ্জ্বল। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মমি জোয়ারদার। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

গানে প্রাণে

'উত্তরের গর্ব' শিরোনামে শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, পুরোনো দিনের বাংলা গান এবং লোকসংগীতের সঙ্গে নৃত্য ও আবৃত্তির কোলাজে দু'দিন ধরে অনুষ্ঠান হয়ে গেল সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। যৌথভাবে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল শিলিগুড়ির কণ্ঠস্বর, কলকাতার ওপেন উইন্ডো সোসাইটি এবং মিউজিক-২০০০। এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের এবং দক্ষিণবঙ্গের শতাধিক শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সাংস্কৃতিক সেতু তৈরি করতেই এই অনুষ্ঠানের ভাবনা। সূচনা দিনে মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব। তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা নবনীতা গুপ্ত, বিশিষ্ট ভাস্কর অসিত খাসনবিশ, কাউন্সিলার অভয়া বসু, নাট্যকর্মী দেবপ্রসাদ ঘোষ। বিশিষ্ট অতিথি এবং গুণীজনদের সংবর্ধিত করেন 'উত্তরের গর্ব' শীর্ষক অনুষ্ঠানের ভাবনার মূল কান্ডারি অরিন্দম রায়, উদয় চক্রবর্তী এবং কণ্ঠস্বরের কর্ণধার শান্তনু আচার্য। সঙ্গে ছিলেন মিউজিক ২০০০-এর কর্ণধার সংগীতশিল্পী স্বরূপ পালও।

জন্মশতবর্ষে এই অনুষ্ঠানে যাঁদের স্মরণ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন গীতিকার সলিল চৌধুরী, সংগীতশিল্পী উৎপলা সেন, সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার নচিকেতা ঘোষ এবং কবি রাম বসু। কাকলি চাকি মজুমদারের নেতৃত্বে গণেশবন্দনা দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরবর্তীতে কাকলি অংশ নেন সৃজন বৈচিত্র্যে নজরুল ভাবনার গানে। রবীন্দ্র ভাবনায় আলো শীর্ষক অনুষ্ঠানে নজর কাড়েন গায়ত্রী চক্রবর্তী, শুক্লা সরকার ও পপিতা রায়। নৃত্যে ছিলেন ঋতুপর্ণা দত্ত দে ও কস্তুরী পুরকাইত। এই পর্বে বাচিকশিল্পী সংস্থা কণ্ঠস্বরের নিবেদন ছিল শুভ দাশগুপ্তের কবিতা 'প্রেম'। অংশগ্রহণ করেন অসীম ঘোষ, বিশাল নাথ, স্নেহাশিস পাত্র, অমৃতা রায়, এণাক্ষী বিশ্বাস রায় ও অগ্নিমিত্রা ভট্টাচার্য। এই পর্বে শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠানে যোগ রাগে সুরের মায়া ছড়িয়ে সকলের মন জয় করেন শিল্পী সৌরভ বসু ও দেবরূপা বসু। আরেকটি নজরকাড়া অনুষ্ঠান ছিল মাটির গান। শিল্পীরা ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন, শীর্ষেন্দু রায়, আস্থা লাহিড়ি, পাপিয়া সরকার এবং সত্তারউদ্দিন আহমেদ। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিবেদন ছিল স্বর্ণযুগের গান নিয়ে 'নৈবেদ্য'। শিল্পীরা ছিলেন শৈবাল শংকর দাস, চন্দনা চক্রবর্তী ও রিয়া গোস্বামী।

দ্বিতীয় দিন অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সারেগামাপা খ্যাত কলকাতার সংগীতশিল্পী দিশা রায়। স্বর্ণযুগের গানের দ্বিতীয় দিনের শিল্পীরা ছিলেন অরিন্দম রায়, স্বরূপ পাল, শুভজিৎ আদক, বিদিশা রায়, সুকুমার ঘোষাল, আশিস কংসবণিক, সৌমেন সরকার, মৈত্রেয়ী বিশ্বাস, সুরভী সরকার ও সরোজ সিনহা। নৃত্যে নজর কাড়েন তৃষা পাল দাস, স্নেহা সূত্রধর। বাদ্য ও যন্ত্র সহযোগিতায় ছিলেন রানা সরকার, জয়ন্ত দে, স্বরূপ মজুমদার, রানা দত্ত, শংকর দেবনাথ, আশিস কংস বণিক ও গৌতম রায়। আর দু'দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সম্প্রীতা আচার্য।- *ছন্দা দে মাহাতো*

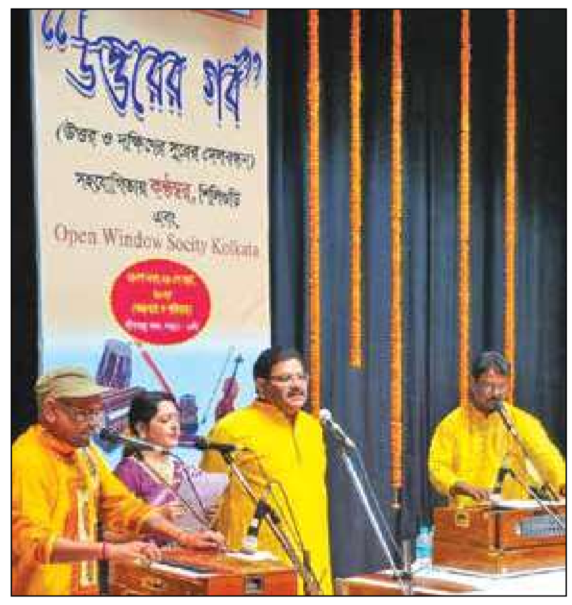

একরাশ মুগ্ধতা।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'উত্তরের গর্ব' শিরোনামে সংগীতানুষ্ঠানে।*

মনে দাগ থেকে গেল

সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সোনার তরী নৃত্য সংস্থার একাদশ বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সমাবর্তনের দীপশিখা প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি, শ্রাবণী চক্রবর্তী, সহেলী বসু ঠাকুর, নন্দিনী রাহা, বিদ্যাবতী আগরওয়াল ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সূচনা পর্ব ছাড়া সোনার তরীর কর্ণধার জাতীয় বৃত্তিপ্রাপক ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী শুভম ঘোষ তাঁর মূল অনুষ্ঠানকে সাজিয়েছিলেন তিনটি পর্বে। প্রথম পর্বে শিক্ষার্থী শিল্পীদের নিবেদনে ছিল ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলীর কৌথুভম, আল্লারিপু, জাতিস্মরম, বর্ণম, কীর্তনম, তিল্লানা সহ বিভিন্ন অংশ এবং খুদে শিল্পীদের রামায়ণের কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে নৃত্য। দ্বিতীয় পর্বে ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ধনদেবী লক্ষ্মীর অপমানিত হয়ে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ এবং নারায়ণের তিরুপতি বালাজি হয়ে ওঠার গল্প নিয়ে নৃত্য আলেখ্য 'পদ্মালয়া'। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সোনার তরীর শিল্পীরা ছাড়াও কলকাতা, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের নৃত্যশিল্পীরাও অংশ নিয়েছিলেন। অত্যন্ত মনোগ্রাহী এই অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকরা খুবই উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান পরিকল্পনার মুনশিয়ানায় শেষপাতে ছিল অত্যন্ত জমজমাট প্রাদেশিক লোকনৃত্যের কোলাজ। আর এই কোলাজ ছাপ রেখে যায় সকলের মনে। তারই রেশ ধরে শেষ হয় সোনার তরীর সমাবর্তন। *- ছন্দা দে মাহাতো*

আবেগঘন।। *শিলিগুড়িতে সোনার তরী নৃত্য সংস্থার অনুষ্ঠান।*

সমবেত।। *আলিপুরদুয়ারে 'তারারা' পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানে।*

সাহিত্যসন্ধ্যায় পত্রিকা প্রকাশ

আশুতোষ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী স্বাগতা বিশ্বাস দুজনেই সাহিত্যসেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন দীর্ঘ সময়।

তাঁদের সম্পাদনায় 'তারারা' সাহিত্যের আলোকপত্র মার্চ ২০২৫ সংখ্যা নববর্ষের এক মনোরম সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়ে গেল সম্প্রতি।

পত্রিকার কার্যনির্বাহী দপ্তর আলিপুরদুয়ার জেলা শহরে। প্রকাশ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সংস্কৃতিপ্রাণা সাহিত্যসেবক এবং স্থানীয় লিটল ম্যাগাজিন পত্রিকার সম্পাদকরা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সদ্য সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি সুবোধ সরকারের উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্স প্রীতির কথা, তাঁদের সাহচর্য লাভের অমলিন স্মৃতিকথা শোনালেন কবি বেণু সরকার। উত্তরবঙ্গের বইগ্রাম স্রষ্টা পার্থ সাহা—'তারারা' পত্রিকা আলিপুরদুয়ার জেলার সাহিত্য আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বলেই উল্লেখ করেন। কবি উত্তম চৌধুরী, সুব্রত সাহা, অম্বরীশ ঘোষ, অভ্রনীল দাস, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী (শেলি), অভিজিৎ ভৌমিক, মিহির দে, দেবাশিস ভট্টাচার্য, সৌভিক বণিক, রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক, অমৃতা দাস প্রমুখের স্বরচিত কবিতার উচ্চারণে তারারা-প্রকাশ সন্ধ্যায় নেমে এসেছিল হিরণ্ময় দীপ্তি। সম্পাদকদ্বয় তাঁদের বক্তব্যে জানান, পত্রিকাটির এই সংখ্যাটি প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, বই-পত্রিকা আলোচনা এবং ডাকবাক্স দিয়ে সাজানো হয়েছে। শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীর দুটি রবীন্দ্রসংগীত এই সন্ধ্যাকে অনবদ্য করে তুলেছিল। *–রাজু সাহা*

সফদার স্মরণ

নববর্ষ বরণের পাশাপাশি প্রতিবছর কোচবিহার ইন্দ্রায়ুধ নাট্য অঙ্গনের অমর চরিত্র সফদার হাসমিকেও স্মরণ করে। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যায় তারা স্থানীয় তেরঙ্গি মোড়ে নিজস্ব মহড়া কক্ষের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে দর্শকদের উপহার দেয় একটি রুচিসম্মত অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনায় সংস্থার সদস্যরা সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করেন নিজস্ব 'ইন্দ্রায়ুধ সংগীত'। সফদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সংস্থার সভাপতি অনুপকুমার মজুমদার প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত কথা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সোমা দাস, সপ্রতিভ চক্রবর্তী, প্রজ্ঞাময় মজুমদার, অর্জয়িতা ঘোষ, অমিত ঘোষ, সম্পা চক্রবর্তী। বিভিন্ন কবির ভাবনা আবৃত্তি আকারে উপস্থাপন হয় সংকলিতা সান্যাল, অজিত দত্ত, অরুন্ধতী ভৌমিক, শালিনী সরকার, গীতা দাসের কণ্ঠে। গিটারে সংগীতের সুর তোলেন সন্দীপ ঈশোর। সংগতে ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী এবং শুভম রায় যথাযথ ছিলেন। অনুষ্কা সরকারের নৃত্য পরিবেশন অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনে। সবশেষে আয়োজক সংস্থা প্রযোজিত, সমীর দাশগুপ্ত রচিত এবং অমিত ঘোষ নির্দেশিত 'একটি কুকুরের শ্রেণি চরিত্র' নাট্যটি অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করেছে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় অরুন্ধতী ভৌমিক ছিলেন যথাযথ ও সাবলীল। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

বাঁশির বাঁধন

সম্প্রতি কোচবিহারের বাঁশি সংগীত অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সাহিত্যসভা অনুষ্ঠান কক্ষে আয়োজিত হয়েছিল ভিন্ন স্বাদের এক 'বাঁশি-সংগীত সন্ধ্যা'। অনুষ্ঠানে বাংলা কিংবা হিন্দি গানের সুরে বাঁশিকে কথা বলান পিংকি ধর রায়, জলি পাল, অভিজিৎ পাল, সুস্মিতা সাহা, অনিন্দিতা দেবশর্মা, অমৃতা সরকার, আন্তরিক দেবনাথ, অভিলাষা রায় বসুনিয়া, তমোদীপ সরকার, অলোকানন্দা বর্মন প্রমুখ। তাঁদের মাঝে পায়োজা দেবনাথের মাউথ অর্গানে লঘুসংগীতের সুর ছিল সত্যিই মনোমুগ্ধকর। অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনে পম্পা চাকির গিটার বাদন, জয়দৃপ্তা মিত্র, মধুমিতা নন্দী প্রমুখের সংগীত পরিবেশন কিংবা অর্ণব বর্মনের তবলা লহরা পরিবেশন। অনুষ্ঠানে সম্মানজ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট তবলিয়া কালীপদ সূত্রধর, সংগীতশিল্পী সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল পাল এবং হাওয়াইয়ান গিটারের অন্যতম নিরলস সাধক দেবকুমার চক্রবর্তীকে। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

সচেতনতার জন্য।। *৮ মে ছিল বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস। এই উপলক্ষ্যে ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম ও গ্রিন এনভায়রনমেন্ট প্রিজারভেশন সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে থ্যালাসিমিয়াকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে একটি পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। দেখে অনেকেই প্রশংসা করলেন। –নিজস্ব প্রতিবেদন*

বইটই

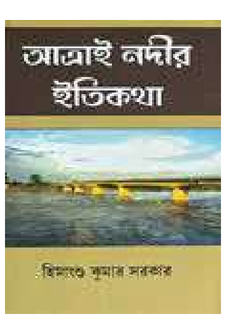

নদীকে নিয়ে

আত্রেয়ী। দক্ষিণ দিনাজপুরের অনেক কিছু এই নদীকে কেন্দ্র করেই। একে নিয়ে জানতে উৎসাহী পাঠকের মনে বহু প্রশ্ন। হিমাংশুকুমার সরকারের লেখা **আত্রাই নদীর ইতিকথা** সহজেই পাঠকের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে। বইটি মোট বারোটি পর্বে বিভক্ত। নদীর কথা, একে কেন্দ্র করে গুপ্ত যুগের সংস্কৃতি, এর তীরে প্রাচীন শৌখিন দ্রব্যের খোঁজ বা নিমদিঘির যুদ্ধ, সশস্ত্র বিপ্লব; একটা নদীকে কেন্দ্র করে এত কিছু যে হতে পারে তা হয়তো অনেকে সাধারণ ভাবনায় ভাবতে পারবেন না। প্রচ্ছদে নদীর একটি ছবি, ভিতরে আত্রেয়ীর গতিপথের একটি ম্যাপ আছে। চিরকালের মতো সংকলনে রেখে দেওয়ার মতো বই।

অব্যাহত প্রচেষ্টা

১৯৮৯ সালে আত্মপ্রকাশ। পাঠকস্বার্থে তারপর থেকে সদর্থক প্রচেষ্টা অব্যাহত। আলিপুরদুয়ারের চাপরেরপার থেকে প্রকাশিত **জনজীবন** পত্রিকার **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা** কিছুদিন আগে পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। রামেশ্বর রায় সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, বই সমালোচনার পাশাপাশি টুকরো খবর দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো। রণজিৎ মালাকারের 'অমর একুশে : আজ কাল পরশুর গল্প' পাঠককে ইতিবাচক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। ভগীরথ দাসের লেখা 'কামরূপ কামতা কথা' নানা অজানা তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরে। রাজবংশী ভাষায় যোগীন্দ্রনাথ দাসের লেখা 'জোলার বাপের শ্রাদ্ধ' নাটকটি এই সংখ্যার উপরিপাওনা।

গৌরবময় ১৮

১৮ বছর সময়টা কম সময় নয়। সময় ভালো হয় আবার খারাপও। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাল না ছাড়ার নামই হল সংগ্রাম। সেই লড়াই লড়েই ১৮ পেরিয়ে ১৯-এ পা রাখল কোচবিহার থেকে প্রকাশিত পত্রিকা **উত্তরপ্রসঙ্গ**। এই সময়কালে বহু অনন্য বিষয়কে মলাটবন্দি করে পত্রিকা পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছে। **১৯তম বর্ষের ১-২ সংখ্যা**য় তাদের নিবেদন 'ফোকাস স্থানিক চর্চা'।'' দেবব্রত চাকির লেখা 'দেশীয়রাজ্য কোচবিহারে প্রজামণ্ডল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', উম্মে হাবিবার 'মুজিব-ইন্দিরার রাজনৈতিক সম্পর্ক : একটি বিশ্লেষণ', অপরেশ লাহিড়ির 'কোচবিহারে নাটক এবং যাত্রাপালা'র মতো লেখাগুলি পড়তে বেশ।

সপ্তম বর্ষে

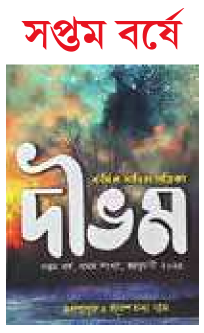

চলার পথে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেও উত্তর দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত **দীভম** সাহিত্য পত্রিকা তার পথ চলাকে অম্লান রেখেছে। ভবেশচন্দ্র দাস সম্পাদিত এই পত্রিকার **সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা** সম্প্রতি পাঠকদের হাতে এসেছে। সম্পাদকের লেখা 'কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও বিষ্ণুপুরে ভ্রমণ' লেখাটি যাঁরা ঘুরতে ভালোবাসেন তাঁদের বেশ ভালো লাগবে। সুনীল চন্দের লেখা 'পান নিয়ে লোককথা লোকগান' লেখাটি বেশ অন্যরকম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রশিল্পী হিসেবে কতটা উঁচুদরের ছিলেন তা রঘুনাথ ভট্টাচার্যের লেখাটিতে পরিষ্কার। কবিতা এই পত্রিকার প্রাণভোমরা। তাই এই সংখ্যাতেও প্রচুর কবিতার ঠাঁই।

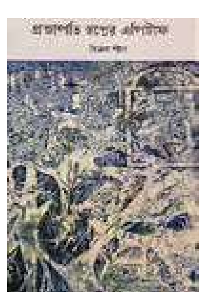

অন্য স্বপ্ন

'আমার শহরে রোজ বৃষ্টি হচ্ছে/ কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়েছে সকাল।' লিখেছেন কোচবিহারের বিক্রম শীল। এটি তাঁর লেখা 'অলিখিত স্বপ্ন' কবিতার শুরুর দুটি লাইন। যা আরও ১১টি কবিতাকে সঙ্গী করে প্রকাশিত হয়েছে বিক্রমের লেখা **প্রজাপতি স্বপ্নের এপিটাফ** কবিতা-সংকলনে। বিক্রম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। পাশাপাশি, ইংরেজি সাহিত্য নিয়েও পড়াশোনা করেছেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি গান লেখা বা গান গাওয়াটাও খুবই পছন্দের। 'নেট ফড়িং' অনলাইন ম্যাগাজিন সম্পাদনার পাশাপাশি অভিনয় জগতের সঙ্গেও যুক্ত। বইটির প্রতিটি কবিতাই পড়তে বেশ। সমস্ত কবিতায় অনায়াসে জীবনকে স্পর্শ করে। শুভজিৎ মল্লিকের আঁকা প্রচ্ছদটি অন্যরকমের।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

তরুণ ধৃত

নকশালবাড়ি, ৯ মে : মাদক সহ এক তরুণকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এসএসবি। বৃহস্পতিবার দয়ারামজোত এলাকায় ওই তরুণকে দেখে সন্দেহ হয় এসএসবির মণিরামজোত ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের। জেরায় সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা মণিরুল হকের তল্লাশি চালানো হয়। ক্যারিব্যাগে থাকা ২১৫ গ্রাম কোকেন উদ্ধার হয়।

ড্রোন হামলা আটকাল

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসামরিক বিমানকে বর্ম হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, যাত্রীবাহী বিমানের জন্য পাকিস্তান নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করেনি। উলটে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী শহরকে নিশানা করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানোর জন্য পাকিস্তান অসামরিক বিমানগুলিকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

উইং কমান্ডার সিং বলেন, 'পাকিস্তান জানত, তাদের হামলার জবাব দেবে ভারত। ফলে দুই দেশের সীমান্তের কাছ দিয়ে আন্তর্জাতিক রুটের বিমান ওড়ানো মোটেই নিরাপদ ছিল না।' কর্নেল সোফিয়া জানিয়েছেন, ৭ ও ৮ মে রাতে পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান ৩০০-৪০০ ড্রোন ব্যবহার করে ভারতের ৩৬টি সামরিক এলাকায় আঘাত হানার চেষ্টা করে।

তিনি বলেন, 'ড্রোনগুলির অধিকাংশই তুরস্কে তৈরি আসিসগার্ড সঙ্গার মডেলের। লক্ষ্য ছিল আমাদের এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থা যাচাই এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ।' ভারত পালটা একাধিক ড্রোনকে গুলি করে নামায়। দু'পক্ষের লড়াইয়ের মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরে বৃহস্পতিবার রাতে একদল জঙ্গির অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করে দেয় বিএসএফ। সাতজন জঙ্গি মারা যায় বিএসএফের গুলিতে।

অন্যদিকে, ভারতীয় সেনাকে দেওয়া হল টেরিটোরিয়াল আর্মিকে ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার। সেনার রসদ পৌঁছানো, চেকপোস্ট নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি কাজে এই বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে। ইতিমধ্যে ১৪টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েনের ছাড়পত্র পেয়েছে। টেরিটোরিয়াল আর্মিতে অফিসার, জুনিয়ার কমিশনড অফিসার, নন-কমিশনড অফিসার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো পদধারী অন্যান্য কর্মীদের পাশাপাশি অসামরিক পেশার লোকেরা রয়েছেন।

দেশের বহু সফল ক্রীড়াবিদ, যেমন কপিল দেব, শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, নীরজ চোপড়া, অভিনব বিন্দ্রা, রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোররা এই সামরিক সম্মানের অধিকারী। ফলে প্রয়োজনে তাঁদেরও ডাকা হতে পারে। শুক্রবার তিন বাহিনীর প্রধান, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে ওই বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর অগ্রগতি, সীমান্ত পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয় তাঁদের। রাজনাথ বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে বলেন, 'ভারত তার আকাশসীমাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শত্রুপক্ষের সবক'টি চেষ্টা উন্নত বায়ু প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিহত করে।'

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের জেরে দেশে সবরকমের প্রস্তুতি রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, সমস্ত ব্যাংক যেন তৈরি থাকে। কোনও সংকটের মুখোমুখি হলে দেশের সব নাগরিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেন নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়।

দেশজুড়ে হাসপাতালগুলিকে রক্ত, ওষুধ, অক্সিজেন ও ট্রমা কিট মজুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পেট্রোল-ডিজেল ও গ্যাসের সংকটের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ায় ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে, 'যথেষ্ট জ্বালানি ও গ্যাস মজুত রয়েছে। আতঙ্ক ছড়াবেন না, অপ্রয়োজনে কিছু মজুত করার দরকার নেই।'

যুদ্ধ নিয়েই যত আলোচনা

উত্তরের পর্যটনে কালো মেঘ

সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল। অপরদিকে বিমান বাতিল হচ্ছে একের পর এক। যার প্রভাব পড়ছে পর্যটন ব্যবসায়। ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের আকাশসীমা পেরিয়ে আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ শতাংশ বুকিং বাতিল হয়েছে। পরিস্থিতি এমন থাকলে বড় ক্ষতির আশঙ্কায় ডুয়ার্সের কয়েক হাজার পর্যটন ব্যবসায়ী। খোঁজ নিলেন **শুভদীপ শর্মা**।

শুনসান গরুমারা গেট।

দিন বদল

নতুন বছরের পর, গ্রীষ্মের ছুটি। এক মাস ধরে বন্ধ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল। প্রতিবছর এই সময়টায় উত্তরবঙ্গের আনাচে-কানাচে উপচে পড়ে পর্যটকের ভিড়। চলতি বছর দিনকয়েক আগে পর্যন্ত বুকিং বাড়ছিল। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে হোটেল-রিসর্টের খোঁজ নেওয়ার জন্য ফোন আসছিল। তবে মঙ্গলবার রাত থেকে ভারত-পাক সম্পর্কের উত্তেজনা ও তার জেরে সরকারি ছুটি বাতিল হওয়ায় পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছে। বুকিং বাতিল হচ্ছে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথা

গত সপ্তাহখানেক ধরে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসার জন্য পর্যটকদের লাগাতার ফোন আসছিল একের পর এক। তবে ভারত-পাক উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় ফোন আসা যেমন বন্ধ হয়েছে, তেমনই কিছু বুকিংও বাতিল হয়েছে। কলকাতার একটি পর্যটক দলের এদিন অগ্রিম টাকা পাঠানোর কথা ছিল। টাকা পাঠানো তো দূরের কথা তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন পর্যন্ত ধরেননি।

দিব্যেন্দু দেব, সম্পাদক, লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

এখনও পর্যন্ত বুকিং বাতিল না হলেও, যে সমস্ত পর্যটকের বুকিং রয়েছে তাঁরা বারবার ফোন করে এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

সঞ্জয় দাস, যুগ্ম সম্পাদক, ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

পর্যটকদের কথা

আমার মেয়ে সায়নী অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। মেয়ের স্কুলের ছুটি থাকায় ভেবেছিলাম নিজেও ছুটি নিয়ে আগামী ১০ মে চারদিনের জন্য ডুয়ার্স সফরে আসব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ছুটি বাতিল হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আর ঘুরতে আসব কি না, তাও ঠিক নেই।

সন্দীপন পাল, কলকাতা

আমি এবং আমার এক বন্ধু ও তার পরিবারের দার্জিলিং ঘুরতে আসার কথা ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরো পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। আগামীতে পরিস্থিতি দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব।

ঋতব্রত সরকার, কলকাতা

অবসরের পরেও রক্তে প্রতিশোধ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৯ মে : সালটা ১৯৬৫। শত্রুপক্ষের আক্রমণে বাঁ পায়ে গুলি লাগে তাঁর। এরপর তিন মাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ১৯৭১ সালে ফের পাকিস্তানের মুখোমুখি হন অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনার জওয়ান কোচবিহারের যোগেশচন্দ্র সরকার। বর্তমানে ওই জওয়ান ৮৩-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তবে মনের জোর এতটুকুও কমেনি। শহরের নিউটাউন এলাকার বাড়িতে বসে টিভিতে নজর রাখছেন। ভারত-পাকিস্তানের আক্রমণ, পালটা আক্রমণ দেখে পাকিস্তানের ওপর তিনি কার্যত ফুঁসছেন।

পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে ঠিক সেই ভাষাতেই তাদের জবাব দেওয়া হোক, চাইছেন তিনি।

যোগেশের কথায়, '১৯৬৫ ও ১৯৭১ সাল, দু'বার আমি যুদ্ধে লড়াই করেছি। সেই সময়ের তুলনায় এখন ভারত অনেক বেশি শক্তিশালী। অনেক উন্নত সামগ্রী আমাদের কাছে আছে। আমরা আগেও বারবার পাকিস্তানকে হারিয়েছি। যদি পাকিস্তান না শুধরোয় তাহলে এখন আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।'

১৯৬৩ সালে এয়ার ফোর্সে কাজে যোগ দেন অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান যোগেশ। ১৯৬৫ সালে যখন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ হয় তখন তিনি ব্যারাকপুর এয়ার ফোর্সে কর্মরত। সেখানকার ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার ও টেলি কমিউনিকেশন ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। যুদ্ধে প্রেক্ষাপটের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, '১৯৬৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। আমি মেসে খাচ্ছিলাম। হঠাৎই শত্রুপক্ষ আক্রমণ চালায়। আমার বাঁ পায়ে গুলি লাগে। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাবও দিয়েছিল।' এরপর বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ছিলেন যোগেশ। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে ফের যুদ্ধ শুরু হয় তার এক বছর আগে থেকেই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল যোগেশদের। যুদ্ধের সময় পঞ্জাবের বার্নালা এয়ার ফোর্সে কর্মরত ছিলেন। সেখানকার যুদ্ধবিমান চলাচলের 'রাডার'-র দায়িত্বে ছিলেন তিনি। একাত্তরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যোগেশ বলেন, 'যুদ্ধে দুই পক্ষই আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ করছিল। আমি যে

অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান যোগেশচন্দ্র সরকার।

রাডারের দায়িত্বে ছিলাম ৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে সেই রাডারে আক্রমণ করা হয়। দ্রুত দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারে করে যন্ত্রাংশ এনে রাডার সিস্টেম চালু করা হয়েছিল।'

১৯৭৮ সালে অবসরের পর এলআইসি-তে দীর্ঘবছর কাজ করেছেন যোগেশ। বর্তমানে বাড়িতে তিনি একাই। ছেলে অভিজিৎ সরকার কানাডায় বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তিনি প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত যাতে পাকিস্তানকে উপযুক্ত শাস্তি দেয় সেই আবেদন করছেন।

যোগেশ বলেন, 'পাকিস্তান বারবার যেভাবে সন্ত্রাস তৈরি করছে ভারত প্রত্যুত্তর দিয়ে একদম ঠিক কাজ করেছে। যদি এরপর পাকিস্তান আর একটুও বাড়াবাড়ি করে তাহলে ভারতের উচিত হবে যুদ্ধের মাধ্যমে জবাব দেওয়া।'

নীচু কালভার্ট, বর্ষায় ডুবে গিয়ে ভোগান্তি

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৯ মে : রাস্তা থেকে কালভার্ট অনেকটাই নীচু। ফলে ওই কালভার্টের ওপর দিয়ে বড় কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারে না। সাইকেল, বাইক নিয়ে চলাচলও যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। সোমবার বিকেলে মাথাভাঙ্গার দিক থেকে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন পশ্চিম খাটেরবাড়ির কানারকুঠির বাসিন্দা মতীন্দ্রচন্দ্র দাস। বাড়ির কাছে বেহাল কালভার্ট পেরিয়ে সাইকেল দাঁড় করিয়ে একরাশ বিরক্তি উগরে দিলেন তিনি। মতীন্দ্রচন্দ্র বলেন, 'দু'বছর ধরে কালভার্টের বিপজ্জনক পরিস্থিতি। সাইকেল, বাইক ও টোটো ছাড়া অন্য কোনও যানবাহন এই পথে চলাচল করে না। বর্ষায় সমস্যা আরও বাড়ে। তবু স্থানীয় প্রশাসনের নতুন কালভার্ট নির্মাণে কোনও হেলদোল নেই।'

যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান।

এর আগে ওই এলাকায় ২৪ ফুট চওড়া কালভার্ট ছিল। বেহাল হওয়ায় বছর তিনেক আগে সেটি ভেঙে ১৬ ফুট চওড়া কালভার্ট তৈরি করা হয়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে অপরিকল্পিতভাবে সেটি তৈরি করায় সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য হিমাংশু দাসের কথায়, 'বিষয়টি নিয়ে তখন প্রতিবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু লাভ হয়নি।' কালভার্টটি নীচু হওয়ায় গত দু'বছর বর্ষায় সেটি ডুবে যায়। তখন যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল। এবারও সেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বৃহত্তর স্বার্থেই নতুন কালভার্ট তৈরি করা উচিত বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা হিরণকুমার দাস। এই পরিস্থিতিতে ওই বেহাল কালভার্টের জায়গায় একাধিকবার নতুন কালভার্ট তৈরির দাবি উঠলেও তা পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ। উপপ্রধান হাসিম আলি বলেন, 'কালভার্ট তৈরির বিষয়টি বাজেটে ধরা হয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলেই কাজ হবে।'

জনসংযোগ অফিসারকে জরিমানার হুমকি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৯ মে : চলতি বছরে পরপর দু'বার শুনানিতে অনুপস্থিত ছিলেন। চার সপ্তাহ বাদে পরবর্তী শুনানিতে উপস্থিত না থাকলে তাঁকে শোকজের পর জরিমানা করার হুমকি দেওয়া হল। কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউবিকেভি)-এর পাবলিক ইনফরমেশন অফিসারকে (পিআইও) এমনই নোটিশ পাঠিয়েছে রাজ্য তথ্য কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিককে রাজ্য তথ্য কমিশনের এমন নোটিশের কথা জানাজানি হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি কী রয়েছে তা জানতে চেয়ে ২০১৮ সালের ৩১ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পিআইও-র কাছে আরটিআই করেছিলেন প্রভাতচন্দ্র বর্মন নামে এক ব্যক্তি। এই আইন অনুযায়ী আবেদনকারীকে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হয়।

তথ্য না পেয়ে প্রভাতবাবু ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর ও ১৯ নভেম্বর দুটি রিমাইন্ডার জমা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে শুধুমাত্র কিছু অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা সরবরাহ

ইউবিকেভি

করেন, যা 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট রোস্টার' নয়। তথ্য না পেয়ে প্রভাতবাবু ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ সালে রাজ্য তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। রাজ্য তথ্য কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ২৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয়।

কিন্তু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর কোনও তথ্য দেয়নি বা আবেদনকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এরপর রাজ্য তথ্য কমিশন গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে একটি শুনানির ব্যবস্থা করে।

সেখানে প্রভাতবাবু উপস্থিত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পিআইও উপস্থিত ছিলেন না। এতে তথ্য কমিশনার নবীন প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিআইও-কে কারণ দর্শানোর নির্দেশ জারি করেন।

রাজ্য তথ্য কমিশন চলতি বছরের ২২ এপ্রিল আবার একটি নতুন শুনানির তারিখ দেয়। সেদিন আবার প্রভাতবাবু উপস্থিত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পিআইও অনুপস্থিত ছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ রাজ্য তথ্য কমিশনার জরিমানার নোটিশ জারি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিআইও সবিতা মণ্ডলকে একাধিকবার ফোন করার পর একজন ফোন তুলে জানিয়ে দেন, উনি ব্যস্ত রয়েছেন। কথা বলতে পারবেন না।

নিরাপত্তার মোড়কে দিল্লি, ফাঁকা স্বর্ণমন্দির

তিনের পাতার পর

যুদ্ধপ্রস্তুতির ইঙ্গিত দিল রাজধানীর বুকে। দিল্লি পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও আধাসামরিক বাহিনী ব্যস্ত মক ড্রিলে।

বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং নাশকতা-বিরোধী স্কোয়াড চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে শহরের প্রতিটি মল, হোটেল, মেট্রো স্টেশন, বাজার ও জনবহুল এলাকায়। সীমান্ত চৌকি ও মেট্রো স্টেশনগুলোতেও চলছে সর্বোচ্চ নজরদারি। দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অভিষেক ধানিয়া জানিয়েছেন, শুধু ময়ূর বিহার ফেজ-১ মেট্রো স্টেশনে ৪১টি ক্যামেরা ও প্রতিটি শিফটে ৯ জন করে সিআইএসএফ কর্মী সদা প্রস্তুত।

যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগে কালোবাজারি এবং মজুতদারির আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় চণ্ডীগড়ের বাসিন্দারা ইতিমধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, জ্বালানি তেল মজুত করা শুরু করেছেন। চণ্ডীগড় প্রশাসন অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কেউ কৃত্রিম অভাব তৈরি করলে, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করলে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটালে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস, সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে।

জঞ্জাল ফেলে দিঘি ভরাট

তিনের পাতার পর

তবে বর্তমানে স্থানীয় লোকজন একে বিশ্বাসপাড়ার দিঘিও বলেন। তবে রাজ আমলের এই দিঘি এখন তার কৌলীন্য হারিয়েছে। দিঘিটির এই অবস্থায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। কোচবিহার আর্কাইভের সভাপতি ঋষিকল্প পাল বলেন, 'আবর্জনা ফেলে দিঘিটির বেশ কিছুটা অংশই বোজানো হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের নজরদারি আশা করছি।'

দিঘি ভরাটের অভিযোগ অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মোস্তাক আহমেদও।

তাঁর কথায়, 'দিঘি চত্বরে আশপাশের দোকানিদের পাশাপাশি বহিরাগত মানুষও আবর্জনা ফেলছেন। আমরা এবিষয়ে অভিযানও চালিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আবর্জনা ফেলায় দিঘিটির একাংশ বুজে গিয়েছে। শীঘ্রই দিঘিটি পরিষ্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

প্রশ্ন উঠছে, শহরে থাকা জলাভূমিগুলি বর্তমানে পরিস্থিতি দেখেও জেলা হেরিটেজ কমিটির স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা নেই কেন? এভাবে কতদিন তারা বিষয়গুলি দেখেও 'চুপ' করে বসে থাকবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

পেটের দায়ে।। *শুক্রবার কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।*

ভুলে থাকি যুদ্ধের আঁচে

তিনের পাতার পর

সরকারের গা গরম করা বিবৃতিতে আসমুদ্রহিমাচল উত্তেজনার পারদ চড়ছিল ক'দিন ধরে। কেউ কেউ অধৈর্য হচ্ছিলেন, আরে মশাই, ৫৬ ইঞ্চি করছেনটা কী! মুরোদ নেই নাকি! পারলে আমরাই যেন মার্চিং অর্ডার দিই সেনাবাহিনীকে।

প্রত্যাশা পূরণের সেই উত্তেজনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সকালে ঘুম ভেঙে মনে পড়ে গেল তাঁর অমোঘ বার্তা, 'নীল আকাশের কোন সুদূরে আছ/ তুমি যেথা দাঁড়ায়ে/ সেথা হতেই শান্তির বাণী দাও দুটি/ হাত বাড়ায়ে...।' যিনি শিখিয়ে গিয়েছেন, 'আমাদের আশ্রয়স্থল মানবতা।... দেশপ্রেমকে মানবতার ওপরে জয়লাভ করতে দেব না।' জঙ্গিদের লেলিয়ে দিয়ে মানবতাকে খুন করেছে পাকিস্তান। তার শাস্তি সেদেশের সরকার, সেনার প্রাপ্য। উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে সেই শাস্তি দিয়েছে ভারত।

অতঃপর ভাবী প্রজন্মের জন্য কী বার্তা? যে প্রজন্মের বড় সমস্যা এখন লেখাপড়া। আমাদের রাজ্যে এখন গরমের ছুটি। যেন অনন্ত ছুটি! কবে স্কুল খুলবে, এতদিন কেউ জানত না। ছুটির দিন মাস্টারমশাই, দিদিমণিরা ছাত্রদের বলে দিতে পারেননি, কবে আবার স্কুলে আসতে হবে। অলিখিত একলাইনের সরকারি বার্তা আছে... পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ছুটি চলবে। অবশেষে এল পরবর্তী নির্দেশ, জুনের ১ তারিখ পর্যন্ত টানা ছুটি।

দীর্ঘ ছুটি মানে স্কুলে সিলেবাস শেষ না হওয়ার বিপদ। পড়াশোনা এগিয়ে নিতে কতটা সর্বনাশ, জানে পড়ুয়ারাই। ইতিমধ্যে আমরা যেন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির কথা ভুলে গিয়েছি। যুদ্ধের উত্তাপে যেন মুছে যাচ্ছে চাকরি বাতিলে ২৬ হাজারের কান্না, চোখের জল। প্রাইমারির ৩২ হাজারের চাকরি যে আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে, তাও গৌণ হয়ে যাচ্ছে।

স্কুলে স্কুলে পড়ানোর শিক্ষক কম, ঘণ্টা বাজানোর শিক্ষাকর্মী নেই ইত্যাদিতে চরম শিক্ষা বিপর্যয়ের সবচেয়ে বেশি খেসারত তো দিতে হচ্ছে ভাবী প্রজন্মকে। যাদের আমরা দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়ে থাকি। যুদ্ধের আবহে যাদের মক ড্রিলে অংশগ্রহণ করানো হচ্ছে কোথাও কোথাও। সাইরেন বাজলে কী করতে হবে, কোথায় লুকোতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ অনির্দিষ্টকালের গরমের ছুটি পড়ুয়াদের অনেক বিড়ম্বনাকে যেন আড়াল করে দিচ্ছে।

স্কুল যবেই খুলুক, সিমেস্টার সিস্টেমে দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম পরীক্ষা সেপ্টেম্বর মাসে নির্ধারিত হয়ে আছে। অথচ ওই ক্লাসের বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়ের সরকারি বই এখনও দেওয়া হয়নি পড়ুয়াদের। ইতিমধ্যে সিলেবাস বদলে গিয়েছে। পুরোনো বই পড়ে লাভ নেই। গোটা ছুটিটা ওইসব বই না পড়ে স্কুল খুললে পরীক্ষা দেবে কীভাবে! কে ভাববে এসব? সমাধানের পথ কে দেখাবে? কোথাও আলোচনা নেই।

শিক্ষকসংকট পশ্চিমবঙ্গে নতুন নয়। দু'বছর আগে মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ বন্ধ করে দিতে হয়েছে পড়ানোর শিক্ষক না থাকায়। সুনাম থাকলেও একই পরিস্থিতি ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলে। প্রাক্তনীরা কোনওরকমে লেখাপড়াকে টিকিয়ে রেখেছেন। বাংলায় শিক্ষকের অভাব পঠনপাঠনের বড় বাধা। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল সেই সংকটে নিঃসন্দেহে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

আপাতত সরকারের ভাষায় 'যোগ্য' শিক্ষকদের স্কুলে ফিরিয়ে জোড়াতালি ব্যবস্থা চালু করতে না করতে গরমের ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বরে এই যোগ্যদের মেয়াদ ফুরোলে পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর হবে, ভাবতে ভয় লাগে। তাছাড়া অস্বীকার করা তো যাবে না যে, এই অপমান, অনিশ্চয়তায় শিক্ষকদের মনোবল তলানিতে ঠেকেছে। শিক্ষককুলের সেই বিধ্বস্ত পরিস্থিতিও চাপা পড়ে যাচ্ছে যুদ্ধের উত্তেজনায়। সরকারি কৌশলে, দিশাহীনতায় শিক্ষক আন্দোলন ইতিমধ্যে কার্যত ছত্রভঙ্গ।

শিক্ষকদের যন্ত্রণা, তাঁদের পরিবারের উদ্বেগ ইত্যাদি যেন চাপা পড়ে গেল পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার উল্লাসে। রবীন্দ্রনাথ মানবতার জয়গানের শিক্ষা ভুলে আমরা চলেছি ভিন্ন পথে। অন্যদিকে, যে শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাঁদের প্রতি সমাজের সন্দেহের চোখ প্রভাব ফেলছে পড়ুয়াদের ওপর। এই শিক্ষকদের কাছে শেখার আগ্রহ কতটা থাকবে, সন্দেহ জাগে। শিক্ষা কেলেঙ্কারিতে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় যে পড়ুয়াদেরই।

যাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাতে ব্যস্ত আমরা। অথচ শিক্ষার অভাব যাদের বিশৃঙ্খলার পথে ঠেলে দিতে পারে। উদাহরণ বাংলাদেশ।

আমি তো আছি, ভরসা রাখুন... ইত্যাদি স্তোকবাক্য অনেক শুনেছেন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি ও বেতনের স্বস্তি ছাড়া আর কোনও পদক্ষেপ কিন্তু দেখেননি তাঁরা। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, 'চিরনূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।' ফন্দিফিকির, অসততা সরিয়ে শিক্ষার বাগানে ফুল ফোটাতে না পারলে সেই ডাক কি সার্থক করা যাবে! যুদ্ধের নামে ভুল খবর, ফেক ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে যে পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, তাতে শিক্ষার কোন ফুল ফুটবে বলুন তো!

পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের চারপাশে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে, 'নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস', তাদের জন্য এই বোধটা তৈরি হওয়া দরকার, 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস...।' তবে 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে' ঘরে ঘরে প্রস্তুতি আছে কি আদৌ!!

চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি

মেখলিগঞ্জ, ৯ মে : মা-মেয়ের সংসার। মেয়েই সংসারের একমাত্র রোজগেরে। ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সিংহপাড়ার বাসিন্দা মধুপর্ণা দাস। চিকিৎসকরা বলেছেন বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে। কিন্তু সেই চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। এত খরচ বহন করার ক্ষমতা মধুপর্ণার পরিবারের নেই। তাই সামাজিকমাধ্যমের মধ্য দিয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর মা ঊষা দাস।

মধুপর্ণার মা ঊষা বলেন, 'আমার মেয়েই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী।

কিন্তু বিগত চার মাস ধরে সে কোনও কাজ করতে পারছে না। অন্যদিকে, চিকিৎসা করাতে গিয়ে জমানো টাকাও প্রায় শেষ।' অসহায় মায়ের বক্তব্য, বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে যে বিপুল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন, একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে তা জোগাড় করা খুব কঠিন। তাই মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে যদি কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এগিয়ে আসে, তাহলে খুব ভালো হয়।

মধুপর্ণা কলকাতায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সংসারের হাল ধরেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন। মাস চারেক আগে পা ফুলে যাওয়া থেকে সমস্যার শুরু। তাঁর চিকিৎসা করাতে কলকাতার টাটা মেডিকেলে গেলেই বিভিন্ন পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। তখনই জানা যায় মধুপর্ণা ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত।

অসহায় এই পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে মেখলিগঞ্জের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার পক্ষে শুভনীল ভৌমিক বলেন, 'আমরা যোগাযোগ করে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করব।'

মিথ্যে খবরের মেকি যুদ্ধ

তিনের পাতার পর

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফেও সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের সেনাবাহিনীর চলাচলের ভিডিও তোলা ও তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তথ্য যাচাইয়ে বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক মহম্মদ জুবের জানিয়েছেন, 'যুদ্ধ নিয়ে ভুয়ো খবরের ৯০ শতাংশই তৈরি হচ্ছে পাক-নিয়ন্ত্রিত সমাজমাধ্যম থেকে।'

পাকিস্তানি অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবি দেখিয়ে দাবি করা হয়, জম্মুর বায়ুসেনার ঘাঁটিতে একাধিক বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু পিআইবি'র ফ্যাক্ট চেক বিভাগ জানায়, ছবিটি ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে কাবুল বিমানবন্দরে বিস্ফোরণের। একটি ভাইরাল ভিডিওতে তেল ট্যাংকারের বিস্ফোরণ দেখিয়ে দাবি করা হয় যে, ওটা গুজরাটের হাজিরা বন্দরের ঘটনা।

পরে জানা যায়, আদতে ভিডিওটি ২০২১ সালের ৭ জুলাইয়ের একটি তেল ট্যাংকার বিস্ফোরণের পুরোনো ক্লিপ। পঞ্জাবের জলন্ধরে ড্রোন হামলা হয়েছে বলে একটি ভিডিও আসলে একটি কৃষিক্ষেত্রে আগুন লাগার ঘটনার।

অন্য একটি ভিডিওতে পাকিস্তানি হামলায় ভারতের '২০ রাজ ব্যাটালিয়ন'-এর একটি পোস্ট পুরো উড়ে গিয়েছে দাবি করা হয়। কিন্তু পিআইবি জানায়, ভারতীয় সেনায় '২০ রাজ ব্যাটালিয়ন' নামে কোনও ইউনিটই নেই।

সেনাবাহিনীর শুক্রবারের বিবৃতিতে যাচাই না করে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও এক্স-এ ছবি, ভিডিও পোস্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ধরনের পোস্ট শত্রুপক্ষের প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। বৃহস্পতিবার রাতে 'পাকিস্তান ভারতের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে' শিরোনামে একটি ভিডিও ছড়ানো হয়। ভিডিওটি আসলে ২০২০ সালে লেবাননের বেইরুট বন্দরে বিস্ফোরণের।

রাজৌরিতে আত্মঘাতী হামলা নিয়েও গুজব ছড়ায়। পরে পিআইবি নিশ্চিত করে, ভিডিওটিও ভুয়ো। ভুয়ো খবর ঠেকাতে এখন পিআইবি-র সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে সাংবাদিক মহম্মদ জুবেরের ফ্যাক্ট চেকিং ওয়েবসাইট অল্টনিউজ। ভারত-পাকিস্তান নির্বিশেষে সংঘাত সংক্রান্ত যে কোনও ভুয়ো খবর চিহ্নিত করে তার নাড়িনক্ষত্র জানিয়ে দিচ্ছে ওই সংস্থা।

যদিও আগে তাঁকে দেশদ্রোহী, পাকিস্তানের দালাল ইত্যাদি বলে বিদ্ধ করে 'জাতীয় সংহতি নষ্টের' অভিযোগে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভারত-পাক সংঘাতের আবহে তাঁকেই নায়কের সম্মান দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণপন্থী শিবিরের একজন লিখেছেন, 'মোদিকে শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি জাতীয়তাবাদী। এখন মনে হচ্ছে, আপনাকেও সেই জায়গায় বসাতে হবে।'

অনিরুদ্ধ রায় অরবিন্দ পাঠ ভবনের ইংলিশ মিডিয়ামের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। এই খুদে পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে, ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে।

মাথাভাঙ্গা শহরের এ টিম মাঠে 'সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ' অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

সহস্র কণ্ঠে কবিগুরু স্মরণ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৯ মে : এ যেন নিজেকেই নিজের ছাপিয়ে যাওয়া। গত বছর মাথাভাঙ্গা শহরের সংগীতশিল্পীরা মিলে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে শহরের এ টিম মাঠে শুরু করেছিলেন সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের। ওই বছর ৬ থেকে ৬০ বছরের চার শতাধিক শিল্পীর সমবেত কণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীত মাথাভাঙ্গার সংস্কৃতি জগতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। এবছর সাড়ে সাতশো শিল্পীর সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হল রবীন্দ্রসংগীত। শিল্পীদের সমবেত রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে গলা মেলালেন এদিন এ টিম মাঠে হাজির কয়েক হাজার সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালির আবেগের শেষ নেই। শুক্রবার বাঙালির প্রাণের কবির জন্মজয়ন্তীতে মাতলেন দেশ-বিদেশের বাঙালিরা। এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী পূজা রজক এবং হিয়া গোস্বামী জানালেন, রবীন্দ্রনাথের গানকে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই প্রয়াস মাথাভাঙ্গা শহরের ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির জীবনের অমূল্য সম্পদ। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বিষাদে রবি ঠাকুরের গানই ভরসা।

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী অর্পিতা দাস বলেন, 'এ বছরের অনুষ্ঠানে যে এত সাড়া পাব তা ভাবতে পারিনি। সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ আগামীদিনে এই অনুষ্ঠানকে চালিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে খুশি শহরবাসীও। শহরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ভৌমিকের কথায়, 'মাথাভাঙ্গার মতো মফসসল শহরে এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে আমরা অভিভূত।'

অনুষ্ঠানে প্রথম থেকেই হাজির ছিলেন মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক। এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য তিনি আয়োজক এবং অনুষ্ঠানকে বাস্তবায়িত করতে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মন্দিরা তালুকদার বললেন, 'গতবছরও অনুষ্ঠান শুনতে এসেছিলাম। তবে এবছরের অনুষ্ঠান গত বছরের অনুষ্ঠানকে সবদিক দিয়ে ছাপিয়ে গিয়েছে। এত মানুষ অনুষ্ঠান শুনতে এ টিম মাঠে হাজির হয়েছেন তা দেখে মনে হয়েছে সংস্কৃতির শহর বলে পরিচিত মাথাভাঙ্গার সুনাম এখনও অটুট রয়েছে।'

অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পীর হাতে স্মারক তুলে দেন ভারতীয় জীবনবিমা নিগমের মাথাভাঙ্গার এবিএম (সেলস) সুরেশ সরকার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সুশীল বর্মন, সিএলআইএ টুম্পা সাহা (রায়) এবং মাথাভাঙ্গা গার্লস স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা।

বর্ষার আগেই ভোগান্তি

নিকাশিনালা নয়, যেন নরককুণ্ড

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ মে : শুক্রবার ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর বারোটা। রোদের তাপ থেকে বাঁচতে হাসপাতালে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বাত্রিগাছ থেকে আসা রোগীর পরিজন মনসুর মিয়াঁ। তবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সেখান থেকে সরে যান মনসুর। মনসুরের মতো অনেকেই রোজ হাসপাতালের নিকাশিনালার দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে এভাবে নাক চেপে চলেন।

এদিন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ঢোকার মুখেই হাতের বাঁদিকে নিকাশিনালায় তাকাতেই দেখা গেল নিকাশিনালার কালো জল উপচে পড়েছে। তাতে ভাসছে রোগীদের পরিত্যক্ত নানা জিনিস। আর সেই জলে ভনভন করছে মাছি। একটু সামনে যেতেই বোঝা গেল এই অপরিষ্কার নিকাশিনালাগুলি মশাদেরও স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এই সমস্যা আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ। আর নিকাশিনালার দুর্গন্ধে হাসপাতালের বাইরে হোক বা ভিতরে পরিজনদের নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম। তবে শুধু নিকাশিনালা নয়, নিকাশিনালার সামনে জমে থাকা আবর্জনার জেরেও নিত্যদিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের।

তপন রায় নামে এক রোগীর পরিজনের কথায়, 'মেল ওয়ার্ডে বারান্দায় যাঁরা থাকেন, তাঁরা নিকাশিনালার দুর্গন্ধে থাকতে পারেন না। মশার উপদ্রব তো আছেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষে এনিয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না।'

যদিও হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলের বক্তব্য, 'সাফাইকর্মী সংকটের জন্য বেশকিছু সমস্যা হচ্ছে। নিকাশিনালাগুলি অপরিষ্কার থাকা তার অন্যতম কারণ। তবে আমরা এবিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছি। আশা করছি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে।'

দিনহাটা মহকুমাবাসীর একটা বড় অংশের ভরসা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল। সেইসঙ্গে সীমান্তবর্তী সিতাই, বামনহাট, গিতালদহ থেকে আসা রোগীরাও মহকুমা হাসপাতালে আসেন। তবে গত কয়েক বছর থেকে সাফাইকর্মী সংকটের জেরে হাসপাতালের সাফাই কাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ছে। যার জেরে হাসপাতালের ভেতরের হাসপাতালের নিকাশিনালাগুলি। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে অপরিষ্কার নিকাশিনালাগুলি হয়ে উঠেছে ক্রমে মশা ও মাছির আঁতুড়। আর গরম পড়তেই সেগুলির উপদ্রব বুঝতে পারছেন মেল ওয়ার্ডের রোগী ও তাঁর পরিজনেরা।

দিনহাটায় মহকুমা হাসপাতালের বেহাল নিকাশিনালা।

সমস্যা কোথায়

- নিকাশিনালার কালো জল উপচে পড়েছে
- তাতে ভাসছে রোগীদের পরিত্যক্ত নানা জিনিস
- আর সেই জলে ভনভন করছে মাছি
- অপরিষ্কার নিকাশিনালাগুলি হয়ে উঠেছে মশাদের স্বর্গরাজ্য
- নিকাশিনালার দুর্গন্ধে হাসপাতালে রোগী ও তাঁদের পরিজনরা অতিষ্ঠ
- সাফাইকর্মী সংকটে জেরবার হাসপাতাল

পাশাপাশি বাইরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে।

৩৩০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালে স্থায়ী সাফাইকর্মীর সংখ্যা মাত্র তিনজন। আর অস্থায়ী সাফাইকর্মী রয়েছে নয়জন। লোকবল কম থাকায় নিয়মিত পরিষ্কার হয় না

রোগীর পরিজন সামসের আলির অভিযোগ, 'যখন সরকারই বলে বাড়িতে জমা জল রাখা যাবে না। মশার জন্ম হবে তা থেকে। সেখানে খোদ হাসপাতালের মতো জায়গায় এরকম অপরিষ্কার নিকাশিনালা কী বার্তা দিচ্ছে? এবিষয়ে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

এভাবেই নর্দমার আবর্জনা তুলে রাস্তায় ফেলা হয়েছে। ছবি : জয়দেব দাস

নর্দমার আবর্জনা নিয়ে ক্ষোভ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৯ মে : নর্দমার আবর্জনা তুলে সেগুলি দিনের পর দিন রেখে দেওয়া হচ্ছে রাস্তার উপরে। বৃষ্টিতে সেই আবর্জনা আবার গিয়ে পড়ছে নর্দমাতেই। রাস্তাজুড়ে কাদা, আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ায় কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। রাস্তা দিয়ে যাতায়াতই কার্যত বন্ধ হতে বসেছে বলে অভিযোগ।

যদিও এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, 'নর্দমা থেকে কাদামাটি তোলার সময় সেখানে জল মিশে থাকে। তাই তখনই সেখান থেকে কাদামাটি সরানো যায় না। সেটা নর্দমার পাশেই রাখতে হয়। শুকিয়ে গেলে সরিয়ে নেওয়া হয়। ওখানে কী পরিস্থিতি রয়েছে খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ কদমতলা এলাকার বড় নর্দমাটি পুরসভার তরফে পরিষ্কার করা হয়েছিল। নর্দমা পরিষ্কার করা হলেও সেখানে সমস্যা মেটার বদলে বেড়ে গিয়েছে বলেই অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামলেন্দু পালের কথায়, 'আবর্জনা নর্দমা থেকে তুলে রাস্তায় রাখা হয়েছে। রাস্তায় জলকাদা পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। মঙ্গলবার এই কাজের পর কয়েকদিন পেরিয়ে গেল অথচ এগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে না।'

আরেক বাসিন্দা অনুপম দাস বলছেন, 'খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। নর্দমার এই আবর্জনা এখানে জমিয়ে না রেখে পুরসভার তরফে নিয়ে গেলেই সমস্যা মিটে যেত। দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস উঠেছে।'

বৃহস্পতিবার রাতে এলাকায় বৃষ্টিপাত হওয়ায় সেই সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। নর্দমার কাদামাটি

> নর্দমা থেকে কাদামাটি তোলার সময় সেখানে জল মিশে থাকে। তাই তখনই সেখান থেকে কাদামাটি সরানো যায় না। সেটা নর্দমার পাশেই রাখতে হয়। শুকিয়ে গেলে সরিয়ে নেওয়া হয়। ওখানে কী পরিস্থিতি রয়েছে খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ** *চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা*

বৃষ্টির জলে ধুয়ে ফের নর্দমায় চলে যাচ্ছে। তাহলে নর্দমা পরিষ্কার করে কী লাভ হল বলেও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন পথচারীরা। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তার উপরে ওরকম আবর্জনা দেখে টোটোও যেতে চাইছে না। ফলে নর্দমার কাদামাটির উপর দিয়েই হেঁটে যাতায়াত করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

বেহাল অডিটোরিয়াম নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৯ মে : কোথাও দেওয়ালের রং চটে গিয়েছে, কোথাও দেওয়ালের গায়ে শ্যাওলা গজিয়েছে। দেওয়ালে আর কার্নিশে জন্মেছে গাছ। সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল। অগ্নিনির্বাপণের জন্য রাখা জলের পাইপ হাওয়া। খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেই পাইপের বাক্স। এই হাল কোচবিহারবাসীর স্বপ্নের উৎসব অডিটোরিয়ামের। এ তো গেল উৎসব অডিটোরিয়ামের বাইরের অবস্থা। ভেতরের অবস্থাও ভালো নয়। দর্শকদের অভিযোগ, হলের ভেতর ঠিকঠাক ঠান্ডা হয় না। সেইসঙ্গে মঞ্চের পাটাতনের অবস্থাও খারাপ।

বহু বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসার পর কোচবিহারবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করে ২০১৯ সালে জেলা শাসকের অফিসের পেছনের জমিতে তৈরি হয়েছিল অত্যাধুনিক এই অডিটোরিয়াম। তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় ১৪ কোটি টাকা। এই অডিটোরিয়ামটির নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অডিটোরিয়ামের সঙ্গে রয়েছে একটি কনফারেন্স রুম এবং দুটি গেস্ট রুম। বেসরকারি অনুষ্ঠান বাদেও বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান এই উৎসব অডিটোরিয়ামেই হয়ে থাকে। কিন্তু একেবারেই নজরদারির অভাবে এত সুন্দর একটি অডিটোরিয়াম নষ্ট হতে বসেছে।

এই অডিটোরিয়ামের দায়িত্বে রয়েছেন ডেপুটি কালেক্টর লেন্ডুপ ভুটিয়া। মঞ্চের অবস্থা যে খারাপ সে কথা স্বীকার করলেও অন্য অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন তিনি। যদিও এই প্রসঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে তিনি রাজি হলেন না। অডিটোরিয়ামের বেহাল দশা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ শহরের বাসিন্দা আইনজীবী রাজু রায় বলেন, 'এত তাড়াতাড়ি ভবনটি কী করে নষ্ট হয়?

রংচটা অডিটোরিয়ামের।

কোচবিহারবাসীর এতদিনের স্বপ্ন প্রশাসনিক উদাসীনতায় নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই লজ্জার বিষয়।' স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, এখন বাক্সের ভেতর থেকে পাইপ চুরি হয়েছে, এরপর দেখা যাবে গোটা বাক্সটাই চুরি হয়েছে। সিসিটিভি যদি নষ্ট থাকে, তাহলে অডিটোরিয়ামের নিরাপত্তা কোথায়? অবিলম্বে এর ওপর নজরদারি প্রয়োজন।

রক্তদান শিবির

হলদিবাড়ি ও কোচবিহার, ৯ মে : শুক্রবার তৃণমূল যুব ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে হলদিবাড়ি শহরের প্রান্তিক ভবনে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। তৃণমূল যুবর ব্লক সভাপতি প্রশান্তকুমার রায় জানিয়েছেন, শিবির থেকে মোট ২০৭ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি ও মাথাভাঙ্গার ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রীষ্মকালে রক্তসংকটের মোকাবিলায় রক্তদান শিবির করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের কোচবিহার জেলা কমিটি। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য দপ্তর প্রাঙ্গণে এই শিবিরটি করা হয়। সংগৃহীত রক্ত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

স্মারকলিপি

কোচবিহার, ৯ মে : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বেশ কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে আন্দোলনে নামল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ। শুক্রবার তাঁরা এমএসভিপি'র উদ্দেশে স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, রোগীদের দেখভালের জন্য মাতৃমায় পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী রাখতে হবে। মাতৃমার সামনে রোগীর পরিজনদের জন্য বিশ্রামাগার, পরীক্ষানিরীক্ষার দ্রুত রিপোর্ট দেওয়া, হাসপাতালে পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সহ বেশ কিছু দাবি তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।

পাড়ায় পাড়ায়

মেখলিগঞ্জ

হলদিবাড়ি মোড়ে ডাস্টবিনের দাবি

মেখলিগঞ্জ, ৯ মে : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হলদিবাড়ি মোড় শহরের একটি ব্যস্ততম এলাকা। হলদিবাড়ি মোড় থেকে একদিকে যেমন মেখলিগঞ্জের মানুষ হলদিবাড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ির দিকে যান, অন্যদিকে তেমনি হলদিবাড়ির মানুষ এই মোড় থেকেই কোচবিহার বা ময়নাগুড়ির দিকে যান। এই মোড়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে খাবারের বেশকিছু দোকান। এলাকায় কোনও ডাস্টবিন না থাকায় প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে কাগজ যত্রতত্র ফেলছেন অনেকে। তাই দাবি উঠছে উক্ত এলাকায় পুরসভার তরফে একটি ডাস্টবিন বসানোর। পাশাপাশি সেই ডাস্টবিন নিয়মিত পরিষ্কার করার।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার বাসিন্দা সুরজিৎ দাস বলেন, 'হলদিবাড়ি মোড়ে একটি ডাস্টবিন খুব প্রয়োজন। মানুষ অসচেতন হয়ে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলছেন। ফলে শহর দূষিত হচ্ছে। বিষয়টি দেখতেও দৃষ্টিকটু লাগে। তাই পুরসভা সেখানে একটি ডাস্টবিন বসালে ও নিয়মিত পরিষ্কার করলে ভালো হয়।' এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জিত রায়ের বক্তব্য, 'মেখলিগঞ্জ পুরসভার তরফে এই সমস্যার সমাধানে অবশ্যই হলদিবাড়ি মোড়ে ডাস্টবিন বসানো হবে।'

যুদ্ধের দামামায় মজে আট থেকে আশি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৯ মে : বেজেছে যুদ্ধের দামামা। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ আর সিগারেট হাতে আড্ডার এখন একটাই চর্চার বিষয়, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ! পহলগামে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রত্যুত্তরে ভারত সম্প্রতি পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছে। সেই সামরিক অভিযানই এখন হট টপিক ড্রয়িং রুম থেকে শুরু করে কলেজ ক্যাম্পাস, বাসস্ট্যান্ড থেকে বাজার, স্টেশন চত্বরের দোকান থেকে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে। চায়ের কাপে চুমুকের ফাঁকে কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর দেখে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। আবার কখনও যুদ্ধের ফলে খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র অমিল হবে কি না, ওষুধপত্র পাওয়া যাবে কি না, এসব নিয়েও চলছে আলোচনা। চায়ের দোকানের এই আড্ডায় মজেছে আট থেকে আশি। সুদর্শন চক্রে হামলা ঠেকাবার পাশাপাশি পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। কত টাকা খরচ করে এই অস্ত্র রাশিয়ার থেকে কিনেছিল ভারত, সেসবও উঠে আসছে আলোচনায়।

রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকার চায়ের দোকানে এই নিয়ে আলোচনা করছিলেন নাট্যশিল্পী দীপায়ন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'জঙ্গিরা পহলগামে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়েছে, তার প্রতিবাদেই ভারতের প্রত্যাঘাত। আমি চাইছি, দেশ যাতে সাফল্য লাভ করে ও দোষীরা যাতে চূড়ান্ত শাস্তি পায়।'

চায়ের দোকানে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা। ছবি : জয়দেব দাস

পাশাপাশি, যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়া নিয়ে আলোচনা করছেন কেউ কেউ। গুঞ্জবাড়ি মোড়ে এদিন এক চায়ের দোকানে চা খেতে খেতেই গল্প করছিলেন কিংশুকরঞ্জন রাহা এবং মিঠুন সাহা। কিংশুক বলেন, 'যুদ্ধ নিয়ে গতকাল রাতে চিন্তা হচ্ছিল। রাত দুটো অবধি টিভি দেখে তারপর ঘুমোতে গিয়েছি।' মিঠুনের কথায়, 'এই যুদ্ধে কত মানুষ যে মারা যাবে! কত শহর একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের ফল যে কতটা মারাত্মক হয়েছিল, তা তো সকলেই জানি।'

চায়ের আড্ডায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি ইদানীং স্থান পাচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গও। আলোচকদের প্রত্যেকের বক্তব্যই এক। দেশের নিরাপত্তা সবার আগে। সেই স্বার্থে সবাই এক।

রংদার রোববার

জীবনযুদ্ধ

যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া চারদিকে। এর মধ্যেই রংদার রোববারের প্রচ্ছদে যুদ্ধ ধরা হচ্ছে অন্যভাবে। শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে নতুন নতুন যুদ্ধের সামনে পড়ে মানুষ। এমনই জীবনযুদ্ধের চার সময়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হল প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদ কাহিনি মানসী কবিরাজ, অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায় ও অরিন্দম ঘোষ

গল্প কৌশিক জোয়ারদার ও শুভ্রদীপ চৌধুরী

ট্রাভেল ব্লগ দেবদূত ঘোষঠাকুর

কবিতা সোমা দে, অমিত রায়, দীপান্বিতা রায় সরকার, রুমি নাহা মজুমদার, অমিতাভ সরকার, দেবার্ঘ্য সাহা ও তাপসী লাহা

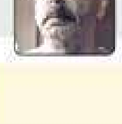

বিশেষ আকর্ষণ

সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক পীযূষ ভট্টাচার্যের জীবনের শেষ লেখা

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

আমরা সবাই, গোটা দেশ সেনাবাহিনীর পাশে আছি। কুর্নিশ জানাই কঠিন সময়ে দেশ রক্ষায় ওদের প্রচেষ্টাকে। আমাদের আসল হিরোরা যে সাহসিকতা দেখাচ্ছে, তার জন্য আজীবন ঋণী থাকব। দেশের জন্য ওদের এবং সেনাবাহিনীর পরিবারের আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানাই। -বিরাট কোহলি

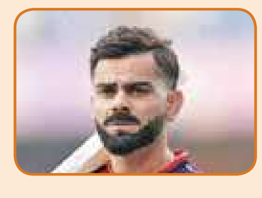

যুদ্ধ বেছে নিয়েছে পাকিস্তানই : বীরু

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ বিরাট-রোহিতের

নয়াদিল্লি, ৯ মে : 'অপারেশন সিঁদুর'। পহলগামের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পালটা জবাবে থরহরিকম্প পাকিস্তান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে শৌর্যে গর্বিত আসমুদ্র হিমাচল। এদিন বিরাট কোহলি, অনুষ্কা শর্মাও কুর্নিশ জানিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে।

দেশ এবং দেশের মানুষের রক্ষায় সেনাবাহিনী লড়াই করছে, নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছে। সেই সৈনিকদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিরাট-অনুষ্কা। অনুষ্কা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ সে সব সৈনিক এবং তাদের পরিবারের প্রতি, যাঁরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছেন দেশের জন্য। জয় হিন্দ।'

> সময়ের সঙ্গে আমাদের দেশ যেভাবে পদক্ষেপ করছে, তার জন্য স্থলবাহিনী, বায়ুসেনা, নৌসেনার কাজে আমরা গর্বিত। দেশবাসী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, যেন কোনও ভুয়ো খবর না ছড়ায়। একইভাবে কোনও ভুয়ো খবরকে বিশ্বাস না করি। সবাই সাবধানে থাকবেন।
>
> **রোহিত শর্মা**

অনুষ্কা নিজেও সৈনিক পরিবারের সন্তান। বাবা অজয়কুমার শর্মা কর্নেল ছিলেন।

অনুষ্কার পর বিরাট কোহলিও সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন। লিখেছেন, 'আমরা সবাই, গোটা দেশ সেনাবাহিনীর পাশে আছি। কুর্নিশ জানায় কঠিন সময়ে দেশ রক্ষায় ওদের প্রচেষ্টাকে। আমাদের আসল হিরোরা যে সাহসিকতা দেখাচ্ছে, তার জন্য আজীবন ঋণী থাকব। দেশের জন্য ওদের এবং সেনাবাহিনীর পরিবারের আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানায়।'

বীরেন্দ্র শেহবাগ চলতি যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করেছেন। প্রাক্তন ওপেনারের মতে, যুদ্ধের রাস্তাটা বেছে নিয়েছে প্রতিবেশী দেশই। ভারতকে বাধ্য করেছে অস্ত্র তুলে নিতে। অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় শেহবাগ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'শান্তির সুযোগ ছিল পাকিস্তানের সামনে। কিন্তু ওরাই যুদ্ধ বেছে নিয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী যার যোগ্য জবাব দিয়েছে। আশা করি, এটা পাকিস্তান কোনওদিন ভুলবে না।'

ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ানও সেনাবাহিনীর প্রতি সংহতি দেখিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। জানান, সাহসিকতার পাশাপাশি যে নিখুঁত পরিকল্পনা আক্রমণ শানিয়েছে ভারতীয় সেনা, তা তুলে ধরে ধাওয়ান বলেন, 'অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে গতকাল সীমান্তেই শত্রুপক্ষের ড্রোন হামলার মোকাবিলা করেছে সেনাবাহিনী।'

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কোনওরকম ভুল তথ্য পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন রোহিত শর্মা। সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে রোহিত লিখেছেন, 'সময়ের সঙ্গে আমাদের দেশ যেভাবে পদক্ষেপ করছে, তার জন্য স্থলবাহিনী, বায়ুসেনা, নৌসেনার কাজে আমরা গর্বিত। দেশবাসী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, যেন কোনও ভুয়ো খবর না ছড়ায়। একইভাবে কোনও ভুয়ো খবরকে বিশ্বাস না করি। সবাই সাবধানে থাকবেন।'

আপাতত বন্ধ আইপিএল। ধরমশালা থেকে দিল্লি পৌঁছে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার, কুলদীপ যাদব, মোহিত শর্মারা। শুক্রবার।

বাড়ি ফিরতে পারছেন না উমরান

হায়দরাবাদ থেকেই দেশের পথে রাসেলরা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মে : প্রস্তুতি চলছিল ম্যাচের। স্বপ্ন ছিল প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করা।

আচমকা সব বদলে গিয়েছে। কাল হায়দরাবাদের উপ্পলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার বদলে আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা, রাতের মধ্যেই দেশে ফিরলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিদেশি ক্রিকেটাররা। আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণদের সঙ্গে দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, সহকারী কোচ ওটিস গিবসনরা রওনা হয়ে গিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পথে। মইন আলি, স্পেনসার জনসনরাও রাতের দিকে হায়দরাবাদ থেকেই বেরিয়ে গিয়েছেন। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়াররাও হায়দরাবাদ ছেড়ে মুম্বই ও ইন্দোরের বিমানে উঠে পড়েছেন।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছে যাওয়ার পর আজ দুপুরেই আইপিএল স্থগিত করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সাত দিনের জন্য প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাত দিন পর বাকি থাকা আইপিএল শুরু নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে রয়েছে প্রবল ধোঁয়াশা। সূত্রের খবর, সম্ভাবনা ক্ষীণ। শুধু কেকেআরের ক্রিকেটাররা দেশে ফিরছেন, এমন নয়। দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সব বিদেশিই ভারতের নানা শহর থেকে তাঁদের দেশের পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। যাঁরা এখনও ভারতে রয়েছেন, তাঁরাও হয় আজ গভীর রাতে, না হলে কালই ভারত ছাড়ছেন বলে খবর। সন্ধ্যার দিকে কেকেআরের এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'আচমকা বদলে যাওয়া পরিস্থিতির কারণে প্রতিযোগিতা স্থগিত। ফলে বিদেশি, দেশি কোনও ক্রিকেটারই আর থাকতে চাইছেন না। সেটাই স্বাভাবিক।'

> আচমকা বদলে যাওয়া পরিস্থিতির কারণে প্রতিযোগিতা স্থগিত। ফলে বিদেশি, দেশি কোনও ক্রিকেটারই আর থাকতে চাইছেন না। সেটাই স্বাভাবিক।
>
> **কেকেআর কর্তা**

> আমাদের এখানে পরিস্থিতি ভালো নয়। আমাদের বাড়ির কাছেই পাক গোলাবর্ষণ হয়েছে। তাই উমরানকে আপাতত বাড়ি ফিরতে নিষেধ করেছি আমরা।
>
> **আবদুল রসিদ** (উমরানের বাবা)

রাসেল-নারায়ণরা যখন ফুরফুরে মেজাজে জামাইকার পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন, তখন নাইট শিবিরে থাকা উমরান মালিক পড়েছেন মহা বিপদে। আইপিএল শুরুর আগে চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছিলেন উমরান। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে চেতন সাকারিয়াকে নিয়েছিল কেকেআর। পরে ফিট হয়ে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচের আগে নাইটদের স্কোয়াডে ফিরেছিলেন উমরান।

সতীর্থদের সঙ্গে তিনি হায়দরাবাদে ছিলেন। আচমকা আইপিএল স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর উমরান হায়দরাবাদ থেকে নিজের বাড়ি ফিরতে পারছেন না। জম্মুর অদূরে গুজ্জরনগর বলে যেখানে উমরানের বাড়ি, সেখান থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তান গোলাবর্ষণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে উমরানকে বাড়ি ফিরতে বারণ করেছেন তাঁর বাবা-মা। জম্মুর ফল বিক্রেতা উমরানের বাবা আবদুল রসিদ আজ রাতের দিকে বলছিলেন, 'আমাদের এখানে পরিস্থিতি ভালো নয়। আমাদের বাড়ির কাছেই পাক গোলাবর্ষণ হয়েছে। তাই উমরানকে আপাতত বাড়ি ফিরতে নিষেধ করেছি আমরা।' রাতের দিকের খবর, উমরান বাড়ি না ফিরে আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যাওয়ার কথা ভাবছেন।

গোয়া নয়, মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে চান যশস্বী

মুম্বই, ৯ মে : গোয়া যাচ্ছেন না। মুম্বইয়ের হয়েই আগামী মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে চান যশস্বী জয়সওয়াল। নিজের যে ইচ্ছের কথা লিখিতভাবে জানিয়ে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আবেদনও নাকি করেছেন তরুণ বাঁহাতি ওপেনার।

মুম্বই ক্রিকেট থেকেই উত্থান যশস্বীর। যদিও রনজি দলের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে গতবার সমস্যার জেরে গোয়ার হয়ে খেলার কথা ভেবেছিলেন। প্রকাশ্যে নিজের যে সিদ্ধান্তের কথাও জানান। গোয়ার তরফে অধিনায়কত্বের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি)-এর আবেদন করেন যশস্বী জয়সওয়াল।

এনওসি প্রত্যাহারের আবেদন জানালেন

> আমাকে যে এনওসি দিয়েছেন, তা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করছি। মূলত পারিবারিক কারণে গোয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপাতত তা বাতিল হয়েছে। এমসিএ-কে তাই অনুরোধ করছি যাতে এই মরশুমে আমাকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়।
>
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

মাস খানেক কাটতে না কাটতেই অভিমান ভুলে মুম্বইয়ে থাকার ইচ্ছে পোষণ করলেন। জানিয়েছেন মুম্বইয়ের হয়েই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চান। তাই তাঁকে দেওয়া এনওসি যেন বাতিল করা হয়। শুক্রবারই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে লিখিতভাবে এনওসি প্রত্যাহারের আবেদন করেন যশস্বী। পারিবারিক কারণে মুম্বই ছেড়ে গোয়ায় যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তার আর প্রয়োজন নেই।

যশস্বী চিঠিতে লিখেছেন, 'আমাকে যে এনওসি দিয়েছেন, তা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করছি। মূলত পারিবারিক কারণে গোয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপাতত তা বাতিল হয়েছে। এমসিএ-কে তাই অনুরোধ করছি যাতে এই মরশুমে যেন আমাকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়। আমি এখনও এনওসি বিসিসিআই কিংবা গোয়া ক্রিকেট সংস্থার কাছে জমা দিইনি।'

বল আপাতত মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কোর্টে। যশস্বীর চিঠি হাতে পেলেও সরকারিভাবে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি তারা। সূত্রের খবর, আচরণজনিত কারণে যশস্বীকে রাখা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত এমসিএ। এনওসি দেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করার আগে বিসিসিআই এবং গোয়া ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গেও আলোচনাও করতে হবে।

এপ্রিলের শুরুতে যশস্বী এনওসি চেয়েছিল। তা মেনে নেয় মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। গোয়া ক্রিকেট সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়, যশস্বী আগামী মরশুমে তাদের হয়ে খেলতে চায়। তরুণ ওপেনারকে তারা স্বাগত জানাচ্ছেন। যদিও যশস্বীর নয়া আবেদনের প্রেক্ষিতে পুরো পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। মুম্বই না গোয়া—শেষপর্যন্ত যশস্বী জয়সওয়ালকে আগামী মরশুমে কোন দলের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে দেখা যাবে সেটাই দেখার।

ক্রমশ ডানা মেলছেন অধিনায়ক শুভমান

আহমেদাবাদ, ৯ মে : আইপিএলে আপাতত সাময়িক বিরতি।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ঝুঁকি এড়াতে মাঝপথেই 'ছুটি'র ঘণ্টা। প্রাথমিকভাবে দিন সাতেক অপেক্ষার কথা বলা হলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, লম্বা সময়ের জন্য স্থগিত করা হল মেগা লিগকে।

জুনে ইংল্যান্ড সফর রয়েছে ভারতীয় দলের। পাঁচ টেস্টের লম্বা সফর। তারপর এশিয়া কাপ। কিন্তু চলতি পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপ বিশবাঁও জলে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ভাবনায়, এশিয়া কাপের সময়ে আইপিএলের শেষপর্ব সম্পন্ন করে ফেলা।

মাথার ওপর নেহেরার ছায়া

মাঝপথে আইপিএল স্থগিত হওয়া নিশ্চিতভাবে ক্রিকেটপ্রেমী, ক্রিকেটারদের জন্য হতাশার। তবে থমকে যাওয়া মেগা লিগে ইতিমধ্যে একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার তাঁদের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। গুজরাট টাইটান্সের স্পিনার রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর তাঁদের মধ্যে একজন।

সতীর্থ তারকা রশিদ খান সেভাবে ছন্দে ছিলেন না। ১১ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে ঘাটতি পূরণের দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলেছেন সাই কিশোর। নিজের যে সাফল্যের কৃতিত্বটা দিচ্ছেন অধিনায়ক শুভমান গিল ও হেডকোচ আশিস নেহেরাকে।

রোহিত শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর অধিনায়কের দৌড়ে সবার আগে শুভমানের নাম। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, লড়াইটা জসপ্রীত বুমরাহ বনাম শুভমান।

> শুভমান এমন একজন, যার মধ্যে নেতৃত্ব গুণটা ভীষণভাবে রয়েছে। ব্যাটিং করার সময় ম্যাচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রতিভাবান ক্রিকেটারই নয়, মস্তিষ্ক অত্যন্ত ধারালো। ওর থেকে প্রচুর টিপস পাই। স্পিনার হিসেবে যা আমাকে যা খুব সাহায্য করে।
>
> **রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর**

তবে বুমরাহর চোটপ্রবণতার কারণে শুভমান নির্বাচকদের ভাবনায় অগ্রাধিকার পেতে পারেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সতীর্থ সাই কিশোরও নিজের আইপিএল দলনায়কের প্রশংসা করে বলছিলেন, 'শুভমান এমন একজন, যার মধ্যে নেতৃত্ব গুণটা ভীষণভাবে রয়েছে। ব্যাটিং করার সময় ম্যাচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রতিভাবান ক্রিকেটারই নয়, মস্তিষ্ক অত্যন্ত ধারালো। ওর থেকে প্রচুর টিপস পাই। স্পিনার হিসেবে যা আমাকে যা খুব সাহায্য করে। শুভমানের গেম রিডিং ক্ষমতাও খুব ভালো। যার সুবিধা পায় আমি, আমরা।'

তামিলনাড়ুর হয়ে রনজিতে খেলা সাই কিশোর ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত নাম। তবে আইপিএলে সেভাবে ছাপ রাখতে পারেননি অতীতে। যে সম্পর্কে বলেন, 'গুজরাট টাইটান্স প্রথম দল যে আমাকে আইপিএলে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখার মঞ্চ করে দিয়েছে। গত ২ বছর চেন্নাই সুপার কিংসে ছিলাম। কিন্তু কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' সাই কিশোরের মতে, গুজরাট দলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্বাধীনতা। শুভমান গিল, আশিস নেহেরা সবসময় চায়, প্রত্যেকে নিজের মতো করে খেলুক। কেউ গুটিয়ে থাকুক, সেটা একেবারেই না পসন্দ হেডকোচ আশিস নেহেরার। দলের ভয়ডরহীন ক্রিকেটের মূল কারণ যা। চাপমুক্ত হয়ে খেলার ফল, প্রতি ম্যাচে কেউ না কেউ ম্যাচ বের করে দিচ্ছে।

বিপিন চূড়ান্ত ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মে : বিপিন সিংয়ের সঙ্গে চুক্তি করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল।

আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল মুম্বই সিটি এফসির এই উইং হাফের সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের। অবশেষে তাঁর ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। মরশুম শেষ হতে না হতে দল গোছাতে নেমে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। নিজেদেরই পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আরও ২ বছরের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে লাল-হলুদের। এবার বিপিনকে নিয়ে প্রান্তিক শক্তি আরও বাড়ানোর পথে ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েক বছর মুম্বইয়ের হয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর এবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে তিনি কতদূর কী করতে পারেন সেটাই দেখার। যদিও গত মরশুমে আহামরি পারফরমেন্স করতে পারেননি এই উইং হাফ। তবু ইস্টবেঙ্গলের এই মুহূর্তে শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি কাজে লাগতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। মুম্বই সিটির বিপিন ছাড়াও বিক্রমপ্রতাপ সিং নজরে রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে বিষ্ণুর সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলেও বিক্রমকে পেলে তার সঙ্গে সোয়াপ ডিল করা হতে পারে। যদিও ইস্টবেঙ্গল চাইছে চোটের কবলে থাকা নন্দকুমার শেখরকে দিয়ে বিক্রমপ্রতাপকে দলে নিতে। তবে মুম্বই সিটি এতে রাজি নয় বলে খবর। তারা বিষ্ণুর পরিবর্তে বিক্রমপ্রতাপকে ছাড়তে চায়।

এদিকে, নিজেকে ফিট রাখতে এবং পুরোনো ফর্ম ফিরে পেতে নরওয়ের স্তাবেক এফসি-তে ট্রেনিংয়ের জন্য যোগ দিলেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথমবার জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েন বেঙ্গালুরু এফসির এই গোলরক্ষক। মনে করা হয়েছিল এরপর হংকংয়ের বিপক্ষে হয়তো দলে সুযোগ পাবেন তিনি। কিন্তু এবারও ২৮ জনের সম্ভাব্য দলে জায়গা হয়নি গুরপ্রীতের। গত মরশুমে বেঙ্গালুরুর হয়ে যথেষ্ট খারাপ পারফরমেন্সই এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। নিজেও সেই কথা অনুভব করেই সম্ভবত তাঁর পুরোনো ক্লাব স্তাবেকে যোগ দিলেন দেশের এই তারকা গোলরক্ষক। যদিও খবর হল স্তাবেকের হয়ে কোনও ম্যাচ খেলবেন না গুরপ্রীত শুধুমাত্র দলের সঙ্গে অনুশীলন করে নিজের ভুলত্রুটি শোধরানো ও নিজেকে ফিট করে তোলাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

গুরপ্রীত স্তাবেকের অনুশীলনে

নিজের পুরোনো ক্লাব স্তাবেকে অনুশীলনে গুরপ্রীত সিং সান্ধু। নরওয়ের অসলোতে।

লেভারকুসেন ছাড়ছেন জাভি

লেভারকুসেন, ৯ মে : বেয়ার লেভারকুসেনের রুপকথার নায়ক কোচ জাভি অলোন্সো জানিয়ে দিলেন চলতি মরশুম শেষে তিনি ক্লাব ছাড়তে চলেছেন। ফলে আগামী মরশুমে তাঁকে রিয়াল মাদ্রিদের কোচিংয়ে দায়িত্বে দেখার সম্ভাবনা বাড়ল।

এবার সম্ভবত রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বে

শুক্রবার জাভিকে বিদায় জানিয়ে এক বিবৃতিতে লেভারকুসেন জানিয়েছে, 'প্রায় আড়াই বছর, আমাদের ক্লাবের ইতিহাসের সেরা সময় পেরিয়ে মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়বেন জাভি।'

৪৩ বছরের জাভি ধুঁকতে থাকা লেভারকুসেনের দায়িত্ব নেন ২০২২ সালের অক্টোবরে। পরের মরশুমে 'নেভারকুসেন' তকমা ঘুচিয়ে ক্লাবের ১২০ বছরের ইতিহাসে প্রথম বুন্দেশলিগা খেতাব জেতান। তাও আবার একটিও ম্যাচ না হেরে।

লেভারকুসেন ছাড়ার আগে আবেগঘন বার্তায় জাভির মন্তব্য, 'ক্লাব আমার ওপর বিশেষ আস্থা দেখিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাবো আমার ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ এবং সর্বোপরি সমর্থকদের। তাঁদের সমর্থন ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না।'

এদিকে রিয়ালের বর্তমান কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির মরশুম শেষে ব্রাজিলের জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়া প্রায় চূড়ান্ত। সূত্রের খবর, আন্সেলোত্তির জায়গায় অলোন্সোকে নিতে কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা। বহুদিন থেকেই কর্তাদের নজরে রয়েছেন প্রাক্তন এই রিয়াল মিডফিল্ডার। তাই রিয়ালের হটসিটে অলোন্সোর বসা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলা চলে।

তিন হ্যাটট্রিকে ১৪ গোল ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ৯ মে : কন্যাশ্রী কাপে ১৪ গোল ইস্টবেঙ্গলের। শুক্রবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে সরোজিনী নাইডু ওএসসি-কে ১৪-১ গোলে হারাল লাল-হলুদের মেয়েরা। হ্যাটট্রিক করেন দেবলীনা ভট্টাচার্য, কার্তিকা আঙ্গামুথু ও অষ্টম ওরাওঁ। স্কোরশিটে নাম তোলেন লাল-হলুদের মোট ৭ ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল সুস্মিতা লেপচার। এছাড়া একটি করে গোল করেন সুস্মিতা বর্ধন, সাথী দেবনাথ ও প্রিয়াংকা সুজেশ।

সাতদিনের জন্য স্থগিত আইপিএল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মে : দুই দফায় বৈঠক। আর সেই বৈঠকের পরই সরকারি ঘোষণা আজ দুপুরে।

আড়াইটে নাগাদ যখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে ই-মেল পাঠিয়ে আপাতত সাতদিনের জন্য অষ্টাদশ আইপিএল স্থগিতের ঘোষণা করা হল, তার অনেক আগেই ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ জেনে গিয়েছিল স্থগিত হতে চলেছে প্রতিযোগিতা। পরিস্থিতির বিচারে একেবারেই সঠিক সিদ্ধান্ত।

আইপিএল স্থগিত রাখার পিছনে অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব। যার জেরে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কার্যত ‘যুদ্ধের’ আবহ। এমন আবহে আইপিএল কীভাবে সম্ভব, সেই প্রশ্ন আগেই উঠেছিল। তারপরও বিসিসিআই আত্মবিশ্বাসী ছিল আইপিএল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। ছবিটা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় গতকাল রাতে। যখন ধরমশালায় দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, খেলা চলার সময়ই ধরমশালা থেকে একশো কিলোমিটার দূরে জম্মু ও পাঠানকোটে পাকিস্তান আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। দিল্লি বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ বন্ধ হওয়ার পরই বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন। কিন্তু আইপিএল স্থগিতের ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল না সেই সময়। অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিযোগিতা স্থগিত করতে রাজি ছিলেন না বলে খবর। বোর্ডের এমন মনোভাবের কথা রাতের দিকে জানার পর কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। বিসিসিআই সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-রা চাইছিলেন না কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে চলুক আইপিএল।

আজ বেলা ১১টা নাগাদ ফের ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষকর্তারা ভার্চুয়াল বৈঠক শুরু করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে সেই বৈঠক চলার পরই আইপিএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের শীর্ষকর্তারাও পরিস্থিতির চাপে বোর্ডের সিদ্ধান্তে সমর্থন জানান। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, আপাতত সাতদিনের জন্য প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব হল, সাতদিন পর আপাতত স্থগিত থাকা আইপিএল শুরুর কোনও সম্ভাবনাই নেই। জুন মাসের শুরুতেই লর্ডসে রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ফলে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের পাওয়া যাবে না। ২০ জুন থেকে লিডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের সিরিজ। জুনের শুরুতে বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহদের ইংল্যান্ড চলে যাওয়ার কথা।

বাকি পর্ব হয়তো সেপ্টেম্বরে

বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে বিসিসিআই সূত্রের খবর, লিগের বাকি থাকা ১২টি ম্যাচের পাশে ফাইনাল ও প্লে-অফ পর্ব ধরে আরও চারটি, সবমিলিয়ে মোট ১৬টি ম্যাচ সেপ্টেম্বর মাসে হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেপ্টেম্বরের শুরুতে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা। ভারত এবার আয়োজক দেশ হওয়ার পরও সেই দায়িত্ব ছেড়েছে আগেই। বিসিসিআই দায়িত্ব না নেওয়ার ফলে এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছে প্রবল সংশয়। আপাতত দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপের সময়েই আইপিএলের বাকি পর্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্ধ্যার দিকে বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেন, ‘পরিস্থিতি কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। এমন অবস্থায় আইপিএল স্থগিত রাখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। দেখা যাক কবে বাকি প্রতিযোগিতা হয়।’

শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরে আইপিএলের বাকি পর্ব হলে খেলা কোথায় হবে, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। বোর্ডের অন্দরে জোড়া ভাবনা ঘুরছে। এক, সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ ভারতের শহরে আইপিএল আয়োজন করা। কারণ দেশের বাকি অংশে বর্ষা সক্রিয় থাকবে। দুই, আইপিএল বিদেশে নিয়ে যাওয়া। কিছুই এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে বোর্ডের একটি সূত্রের দাবি, সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে হতে পারে আইপিএলের বাকি পর্ব। বিকল্প হিসেবে ইংল্যান্ডের কথাও ভাবা হচ্ছে।

জানতেন না স্থগিত হয়ে গিয়েছে আইপিএল। লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ দেখতে একানা স্টেডিয়ামে এসেছিলেন বেশকিছু দর্শক। শেষপর্যন্ত তাঁদের হতাশা নিয়েই বাড়ি ফিরতে হয়।

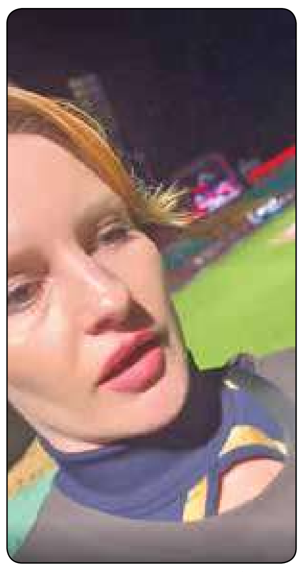
ধরমশালা স্টেডিয়ামে হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়ায় আতঙ্কে কেঁদে ফেলেন চিয়ারলিডার। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

INDIAN PREMIER LEAGUE

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নো রেজাল্ট	নেট রান রেট	পয়েন্ট
গুজরাট টাইটান্স	১১	৮	৩	০	০.৭৯৩	১৬
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১১	৮	৩	০	০.৪৮২	১৬
পাঞ্জাব কিংস	১১	৭	৩	১	০.৩৭৬	১৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১২	৭	৫	০	১.১৫৬	১৪
দিল্লি ক্যাপিটালস	১১	৬	৪	১	০.৩৬২	১৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১২	৫	৬	১	০.১৯৩	১১
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১১	৫	৬	০	-০.৪৬৯	১০
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১১	৩	৭	১	-১.১৯২	৭
রাজস্থান রয়্যালস	১২	৩	৯	০	-০.৭১৮	৬
চেন্নাই সুপার কিংস	১২	৩	৯	০	-০.৯৯২	৬

সময়োচিত সিদ্ধান্ত, বলছেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মে : দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। যুদ্ধের আবহ। এমন অবস্থায় আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সাতদিনের জন্য আইপিএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুপুরের দিকে সরকারিভাবে এমন সিদ্ধান্তের খবর সামনে আসার পর বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতা স্থগিত করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। মহারাজের কথায়, ‘একেবারে সময়োচিত সিদ্ধান্ত। পরিস্থিতির বিচারে এখন দেশের নানা শহরে আইপিএলের ম্যাচ আয়োজন করার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। নিরাপত্তা বড় বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তাই সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে বোর্ড।’ সাতদিন স্থগিত থাকার পর আদৌ ফের আইপিএল শুরু সম্ভব কিনা, স্পষ্ট নয়। সৌরভ নিজেও নিশ্চিত নন সাতদিন পর অষ্টাদশ আইপিএল শুরুর ব্যাপারে। যদিও বিষয়টি তিনি বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন আপাতত।

একেবারে সময়োচিত সিদ্ধান্ত। পরিস্থিতির বিচারে এখন দেশের নানা শহরে আইপিএলের ম্যাচ আয়োজন করার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। নিরাপত্তা বড় বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তাই সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে বোর্ড।
-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার রাতে খেলা বন্ধ হওয়ার পর মাঠে একাকী গ্রাউন্ড স্টাফ। দর্শকরা তখন ব্যস্ত মাঠ ছাড়ার প্রস্তুতিতে।

পিএসএল নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পাক বোর্ড

লাহোর, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের জের। প্রতিযোগিতার মাঝপথে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে পেশোয়ার জালমি ও করাচি কিংসের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ বাতিল করতে হয়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পিএসএলে অংশগ্রহণকারী বিদেশিদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করা হলেও তাঁরা ভরসা রাখতে পারছিলেন না। অনেকেই দেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তাই বাধ্য হয়েই পাক বোর্ড দেশের বাইরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল পিএসএল। চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এজন্য ভারতকে দায়ী করে বলেন, ‘আমরা সবসময় খেলা আর রাজনীতিকে আলাদা রেখে এসেছি। কিন্তু ভারত পিএসএল বন্ধ করার অভিসন্ধি নিয়ে রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামে হামলা চালায়। তাই ক্রিকেটারদের স্বার্থে দেশের বাইরে বাকি প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।’ যদিও রাতের দিকের খবর, পিএসএল আয়োজনে রাজি নয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি।

ডোন্নারুম্মাকে সেরা বলছেন আর্তেতা

পিএসজি-র ঘরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেখছেন লিনেকার

প্যারিস, ৯ মে : ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চির শরীরটা অবলীলাক্রমে ছুড়ে দিচ্ছিলেন বারবার। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে সেই জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মার তৈরি মানবপ্রাচীরেই ধাক্কা খেয়েছে আর্সেনাল।

পরিসংখ্যান বলছে, এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুধু নকআউট পর্বে ২০টি সেভ করেছেন ডোন্নারুম্মা। এর মধ্যে শুধু আর্সেনালের বিপক্ষে দুই লেগ সেমিফাইনাল মিলিয়ে ৮টি। প্রথম লেগে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড, গাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির শট তিনি যেভাবে বাঁচিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে চোখে লেগে থাকার মতো। কোনও অংশে কম নয় ফিরতি লেগে অবিশ্বাস্য রিফ্লেক্সে মার্টিন ওডেগার্ড বা বুকায়ো সাকার শট সেভ। এর মধ্যে কোনটা সেরা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে পিএসজি-কে ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারিগর যে ডোন্নারুম্মাই তা নিয়ে কোনও বিতর্ক থাকা উচিত নয়। বিদায়ের পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা যেখানে নিজের দলকে সেরা বলছেন, সেখানে প্যারিস সাঁ জাঁ গোলরক্ষককে বলছেন 'সেরার সেরা'। প্রতিপক্ষের প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করেননি। আর্তেতা বলেছেন, 'দুই লেগে পিএসজি-র গোলরক্ষকই ওদের জিতিয়েছে। ডোন্নারুম্মাই সেরা খেলোয়াড়।'

> আমরা শুধু একটা দল নয়। তার থেকেও বেশি কিছু। যা করেছি সবাই একসঙ্গে। এই একাত্মতাই আমাদের শক্তি। এই একই পন্থায় ইতালির হয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলাম।
>
> **জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা**

সমস্ত কৃতিত্ব অবশ্য একার কাঁধে নিতে নারাজ ডোন্নারুম্মা। বলেছেন, 'আমরা শুধু একটা দল নয়। তার থেকেও বেশি কিছু। যা করেছি সবাই একসঙ্গে। এই একাত্মতাই আমাদের শক্তি। এই একই পন্থায় ইতালির হয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলাম।' এই প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলবেন ডোন্নারুম্মা। ইতালিয়ান গোলরক্ষক সেই ফাইনাল খেলবেন নিজের দেশেরই ক্লাব ইন্টার মিলানের বিপক্ষে। ইন্টার তাঁর পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীও। তাঁর পেশাদার কেরিয়ার শুরুই হয়েছিল এসি মিলান থেকে। ফলে ডোন্নারুম্মার কাছে এই ম্যাচের অন্যরকম একটা গুরুত্বও রয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে ইন্টারের বিরুদ্ধে তাঁর পরিসংখ্যান খুব একটা ভালো নয়। পরিসংখ্যান বলছে, সিরি এ-তে ইন্টারের বিরুদ্ধে ১১টি ম্যাচে ২১টি গোলহজম করেছেন ডোন্নারুম্মা। জিতেছেন মাত্র দুটি। এর বাইরে ছয়টি হার ও তিনটি ড্র। এবার নিশ্চিত সেই পরিসংখ্যান বদলাতে চাইবেন তিনি। তাঁর কাছে এটা একরকম 'রিইউনিয়ন'। এমন একটা দিনে প্রাক্তন সতীর্থ, বন্ধু কিলিয়ান এমবাপেকে মিস করছেন ডোন্নারুম্মা। বলেছেন, 'শুধু আমি নই, আমরা সবাই কিলিয়ানের অনুপস্থিতি অনুভব করি। বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার ও। আমার বন্ধুর জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

এদিকে, ফাইনালে পিএসজি-কেই এগিয়ে রাখছেন প্রাক্তন ইংলিশ ফুটবলার গ্যারি লিনেকার। তাঁর বিশ্বাস এমবাপেকে ছাড়াই প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেতাব ঘরে তুলবে প্যারিসের ক্লাবটি। বলেছেন, 'আমার মনে হয় এটা পিএসজি-র সময়। আমার এখন থেকেই ওদের চ্যাম্পিয়ন মনে হচ্ছে। এটা অনুভব করতে পারছি।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে তিনটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে প্যারিস সাঁ জাঁ-কে ফাইনালে তুললেন জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা।

২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাট-রোহিত!

ফর্মে থাকলে আটকাবে কে, বার্তা কোচ গম্ভীরের

নয়াদিল্লি, ৯ মে : টি২০ ফরম্যাটকে আগেই বিদায় জানিয়েছিলেন।

বুধবার টেস্ট ক্রিকেটকেও আলবিদা। ভারতীয় জার্সিতে আর লাল বলের ফরম্যাটে দেখা যাবে না রোহিত শর্মাকে। হিটম্যানের যে সিদ্ধান্তে অনেকে অবাক, কেউ কেউ আবেগতাড়িত।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাঝেও রোহিত-আবেগ ভারতীয় ক্রিকেটমহলের। তবে ওডিআই ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যাবেন জানিয়েছেন। লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ জিতে আইসিসি-র তিনটি বড় ট্রফি জেতার ইচ্ছেপূরণ।

কিন্তু ৩৮-এ পা রাখা রোহিতের পক্ষে বছর দুয়েক পর ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা সম্ভব? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রোহিতের যে ইচ্ছে প্রসঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য গৌতম গম্ভীরের। জানিয়ে দিলেন, দলে থাকতে হলে রান পেতে হবে। বয়স নয়, সেটাই দলে থাকার মাপকাঠি। দলের অপর সিনিয়ার তারকা বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও একই মত পোষন করেন ভারতীয় দলের বর্তমান হেডকোচ।

রোহিতের টেস্ট থেকে হঠাৎ অবসরের সিদ্ধান্তে অনেকে গম্ভীরের হাত দেখছেন। দাবি, গম্ভীর অধিনায়ক হিসেবে তরুণ কাউকে চাইছিলেন। নির্বাচকদের জানিয়ে দেন, এমন একজনকে দরকার, যে আগামী কয়েক বছর দলকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে রোহিত, বিরাটদের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে বিতর্কে ঢুকতে রাজি হননি। দায়টা নির্বাচক কমিটির কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন। গম্ভীরের মতে, তিনি হেডকোচ, নির্বাচক নন। দল নির্বাচন তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তবে কেউ যদি সাফল্য পায়, ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে, তাহলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে।

গম্ভীর বলেছেন, 'প্রথম কথা, কোচের কাজ দল নির্বাচন নয়। এটা নির্বাচকদের দায়িত্ব। তারাই দল বেছে নেন। কোচের হাতে থাকে সেই দল থেকে প্রথম এগারো তৈরি করা। শুধু আমি কেন, আমার আগে আসা কোন হেডকোচই নির্বাচন প্রক্রিয়ার অঙ্গ ছিল না। আমিও নই।'

অবশ্য নির্বাচনের মাপকাঠি পারফরমেন্স, তা বিরাটদের মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি। গম্ভীরের যুক্তি, 'ওই সময় যদি ওরা (রোহিত এবং কোহলি) পারফরম্যান্স ঠিকঠাক থাকে, অবশ্য দলের অন্যতম অংশ হিসেবে থাকবে। তাছাড়া কে কখন শুরু করবে, কখন থামবে, সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কোন কোচ, নির্বাচক, বিসিসিআই বলতে পারে না, তুমি এবার ছেড়ে দাও। মূল কথা পারফরমেন্স। সেটা থাকলে ৪০ কেন, ৪৫-এও খেলতে পারে। কে আটকাবে? ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলাটা সম্পূর্ণরূপে পারফরমেন্সের ওপর নির্ভর করবে। সেটাই একমাত্র নিশ্চিত করতে পারে ওদের বিশ্বকাপে থাকা না থাকার বিষয়টিকে।'

স্থগিত হয়ে যাওয়া অষ্টাদশ আইপিএলে ছন্দে ছিলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি।

ইউরোপা ফাইনালে ইউনাইটেড-টটেনহাম

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দিয়ে ক্যাসেমিরো।

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ মে : প্রিমিয়ার লিগে হতশ্রী পারফরমেন্স। সেইদিক থেকে এই মরশুমটা খুব তাড়তাড়ি ভুলে যেতে চাইবে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহাম হটস্পার। তবে মরশুমের শেষবেলায় ইংল্যান্ডের ক্লাবগুলোর মধ্যে ইউরোপের লড়াইয়ে শিরোপার স্বপ্ন দেখাচ্ছে এই দুই দলই। সঙ্গে অবশ্য চেলসিও রয়েছে।

অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ৩-০ গোলে জিতে ফাইনালের পথে পা বাড়িয়েই রেখেছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে শুরুতে গোল হজম একটু হলেও চাপে ফেলে দেয় ইউনাইটেডকে। যদিও তারপর আর স্প্যানিশ ক্লাবটিকে সেই অর্থে কোনও সুযোগই দেননি হ্যারি ম্যাগুয়ের, ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে লড়াইয়ে ফেরে রুবেন অ্যামোরিমের দল। ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি। ইউনাইটেডের হয়ে জোড়া গোল ম্যাসন মাউন্টের। একটি করে গোল করেন ক্যাসেমিরো ও রাসমুস হোজলুন্ড। দুই লেগ মিলিয়ে ৭-১ ব্যবধানে জিতে ইউরোপা লিগ ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

সমর্থকদের জন্য খেতাব চান অ্যামোরিম

গোলের ব্যবধানটা বড় হলেও লড়াইটা কঠিন ছিল বলেই মত অ্যামোরিমের। তিনি বলেছেন, 'অনেক দুর্বলতা নিয়ে আমরা লড়েছি, শেষ পর্যন্ত জিতেছি। ফাইনালে খেলাটা আমাদের প্রাপ্যই ছিল।' প্রিমিয়ার লিগে এই মুহূর্তে তাঁদের অবস্থান পনেরো নম্বরে। আরও একধাপ নীচে টটেনহ্যাম। অ্যামোরিম অবশ্য তার সঙ্গে ইউরোপাকে মেলাতে নারাজ। আসলে যে কোনও মূল্যে শিরোপাটা জিততে চান তিনি। বলেছেন, 'কঠিন সময়ে সমর্থকরা দলের পাশে থেকেছে। তার প্রতিদান হিসাবে ইউরোপা লিগটা আমাদের জেতা উচিত। ফাইনালটা জিততে না পারলে এই লড়াইয়ের কোনও মূল্যই থাকবে না।'

ইউরোপা লিগের অন্য সেমিফাইনালে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ গোলে গ্লিমটকে হারিয়েছে টটেনহাম। প্রথম লেগ ৩-১ গোলে জয়ের পর ফিরতি লেগ তারা জেতে ২-০ ব্যবধানে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে স্পার্সের হয়ে গোল দুটি করেন ডমিনিক সোলাঙ্কে ও পেড্রো পোরো। অন্যদিকে, জর্জারডেনকে হারিয়ে উয়েফা কনফারেন্স লিগে ফাইনালের টিকিট পেয়েছে চেলসি। কনফারেন্স লিগের ফাইনালে উঠেছে রিয়াল বেতিসও।

গোল করে উচ্ছ্বাস টটেনহাম হটস্পারের পেড্রো পোরোর।

নাসিরের ৬২, অঙ্কিতের ৫

আলিপুরদুয়ার, ৯ মে : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় ডুয়ার্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টাউন ক্লাব মাঠে শুরু হল শুক্রবার। প্রথম ম্যাচে রাজাভাতখাওয়া একাদশ ৪ উইকেটে হারিয়েছে জয়ন্তী লেপার্ড একাদশকে। রাজাভাতখাওয়া টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। জয়ন্তী প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৭.৩ ওভারে ১৩২ রানে সব উইকেট হারায়। ঋষভ সাহা ২১ ও জিৎ মজুমদার ১৪ রান করেন। অঙ্কিত রায়ের শিকার ১৬ রানে ৫ উইকেট। জবাবে রাজাভাতখাওয়া ১৬ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রান তুলে নেয়। নীলাঞ্জন সরকার ৪৭ রান করেন। নীলোৎপল সরকার ২৩ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা রাজাভাতখাওয়ার অঙ্কিত।

দ্বিতীয় ম্যাচে জলদাপাড়া রাইনো একাদশ ৫ উইকেটে জয় পেয়েছে বক্সা টাইগার একাদশের বিরুদ্ধে। জলদাপাড়া টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বক্সা ১৪.৪ ওভারে ১০৪ রানে অল আউট হয়। আইনস্টাইন নার্জিনারি রেখে এসেছেন ২২ রান। সুলক্ষণা পোদ্দার ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে রাইনো ১২.৩ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ব্যাট হাতে ৬২ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন নাসির শেখ। প্রীতম সরকারের শিকার ২১ রানে ৩ উইকেট।

সেমিফাইনালে তুহিন-বিশ্বজিৎ

বাগডোগরা, ৯ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের তৃতীয় বর্ষ নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে সেমিফাইনালে উঠলেন দেবাশিস কর-সুবোধ অধিকারী, তুহিন চক্রবর্তী-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, বাদল রায়-এম সূত্রধর ও অভিজিৎ হালদার-রতন সাহা। শুক্রবার দেবাশিস-সুবোধ ৮৯৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন শাশ্বত ঘোষ-মিন্টু ভৌমিককে। তুহিন-বিশ্বজিৎ ৫৪৫ পয়েন্টে বিপ্লব মজুমদার-বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বিরুদ্ধে জিতেছেন। বাদলরা ১৭৩ পয়েন্টে হারিয়ে দেন মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্তকে। অভিজিৎ-রতন ৩৯ পয়েন্টে প্রণব দাস-রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন।

মেসির সঙ্গে তুলনায় নারাজ ইয়ামাল

মাদ্রিদ, ৯ মে : বয়স মাত্র ১৭ বছর। এর মধ্যেই নিজের প্রতিভার বিচ্ছুরণে ফুটবল বিশ্বকে মাতিয়ে রেখেছে বার্সেলোনার 'বিস্ময়বালক' লামিনে ইয়ামাল। এখন থেকেই তাঁকে লিওনেল মেসির সঙ্গে তুলনা করা শুরু করেছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

তবে মেসির সঙ্গে তুলনা পছন্দ নয় ইয়ামালের। পরিষ্কার বলেছেন, 'আমি মেসির সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে চাই না। এমনিতেই নিজের সঙ্গে অন্য কারও তুলনা আমার পছন্দ নয়।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমার মনে হয়, কারও সঙ্গে তুলনা করাটা যুক্তিসংগত নয়। আমি নিজের খেলাটাকেই উপভোগ করতে চাই।' পরে অবশ্য লিওনেল মেসিকে 'ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়' হিসেবে অভিহিত করেন বার্সার এই উঠতি তারকা।

স্থগিত হয়ে গেল বেঙ্গল প্রো টি২০

কলকাতা, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহ। অশান্ত পরিস্থিতিতে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সিএবি-র। ১৬ মে থেকে মহিলাদের ও পুরুষদের লিগ শুরুর কথা ছিল ৪ জুন। তবে শুক্রবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, 'দেশের স্বার্থই সবার আগে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে দ্বিতীয় মরশুমের বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের নির্দেশ অনুসারে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতে পরিবর্তিত সূচি জানানো হবে।' ওই একই বিবৃতিতে সিএবি লিখেছে, 'দেশের সবরকম পদক্ষেপে আমরা পাশে আছি। অপারেশন সিঁদুর দেশকে গর্বিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ।'

ট্রফি নিচ্ছেন মনজুর। ছবি : রাহুল দেব

চ্যাম্পিয়ন মনজুর

রায়গঞ্জ, ৯ মে : অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রীতি ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হল রায়গঞ্জে। এদিন বিকেলে কর্ণজোড়া ময়দানে আয়োজিত খেলায় উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৪ জন ক্রিকেটার অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মনজুর আলম। ৩ ওভারে ৩৫ রান করে এবং ২ ওভারে ১৩ রানে ৩ উইকেট সংগ্রহ করে মনজুর। ৩ ওভারে ১৫ রান করে এবং ২ ওভারে ৭ রানে ২ উইকেট লাভ করে রানার্স হয়েছে মহম্মদ কামরান। ১৩ বলে ২৬ রান করে সেরা ব্যাটার হয়েছেন ভোলা দাস। ২ ওভারে ১৬ রানে ২ উইকেট সংগ্রহ করে মহম্মদ আরিফ সেরা বোলার হয়েছেন। সেরা ফিল্ডার তারক রায়।

তাইকোন্ডোতে ৫ সোনা

বালুরঘাট, ৯ মে : কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত রাজ্য পর্যায়ের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পাঁচ প্রতিযোগী প্রথম হয়ে জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেল। চলতি মাসের ৪-৬ তারিখ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৩৫০ জন প্রতিযোগী নিয়ে এই খেলা চলেছে। যেখানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নর্থবেঙ্গল বিবেকানন্দ তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। তাদের মধ্যে ৫ জন সোনা ছাড়াও ৭ জন রুপো ও ৯ জন ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। শুক্রবার বালুরঘাটে বিজয়ীদের জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যেখানে অতিথি ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র প্রমুখ। তাইকোন্ডো প্রশিক্ষক তনু দাস বলেছেন, 'বিতান সরকার, শংকর শান সরকার, অভিজ্ঞান বর্মা, মৌলি মাহাতো ও ডলি সিং বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেল। তারা জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে।'

সোনা সোহম-শ্রাবণীর

রাজগঞ্জ, ৯ মে : কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে ৫ সোনা, ২ রুপো, ১ ব্রোঞ্জ সহ মোট ৮টি পদক জিতেছে জলপাইগুড়ির প্রতিযোগীরা। ৪-৬ মে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছে সোহম সরকার, শ্রাবণী রায়, আরিয়ান রায়, শুভঙ্কর যাদব ও উদাংশু গুড়িয়া। রুপো জিতেছে কৃতার্থ সাহা ও অরিন পাল। এছাড়াও ব্রোঞ্জ জিতেছে শ্রীতম দাস। দলের ম্যানেজার শুভজিৎ নাগ জানিয়েছেন, ২৯ মে-১ জুন অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় পর্যায়ের জুনিয়ার তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা হবে দেরাদুনের মহারানা প্রতাপ স্পোর্টস কলেজে। সেখানে অংশ নেবে সোনাজয়ী সোহম সরকার ও শ্রাবণী রায়। বাকি ৩ সোনাজয়ী পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে অংশ নেবে।

সোনা জয়ের পর সোহম সরকার ও শ্রাবণী রায়। কলকাতায়।

জেলা ব্যাডমিন্টন শুরু আজ

বালুরঘাট, ৯ মে : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে অশোক চক্রবর্তী ট্রফি আন্তঃজেলা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হবে শনিবার। যা সোমবার পর্যন্ত চলবে বালুরঘাট ইনডোর স্টেডিয়ামে। প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাবের প্রতিযোগীরা অংশ নেবে। জেলা পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭ ও ১৯ বিভাগ রাখা হয়েছে।

উত্তরের খেলা

অশোকের হ্যাটট্রিক

রায়গঞ্জ, ৯ মে : রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের সুপার লিগ ফুটবলে শুক্রবার চেকপোস্ট ফুটবল ক্লাব ৫-২ গোলে রায়গঞ্জ স্টার বয়েজ ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে চেকপোস্টের অশোক মুর্মু হ্যাটট্রিক করেন। তাদের বাকি দুই গোলস্কোরার ডি হেমব্রম ও মঙ্গল মার্ডি। অন্যদিকে স্টার বয়েজের জোড়া গোল করেন জয় রাহা। শনিবার খেলবে চেকপোস্ট ফুটবল ক্লাব এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

অরবিন্দ থেকে বীরনগরে সৌরভ

রায়গঞ্জ, ৯ মে : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার আসন্ন দেবকুমার দত্ত ট্রফি রায়গঞ্জ আন্তঃ ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য দলবদলে শুক্রবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অজয় সূত্রধর অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব থেকে বীরনগর স্পোর্টিংয়ে সই করেছেন। মহম্মদ সাফি বেণুভারতী ফুটবল ক্লাব থেকে গিয়েছেন রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবে। সৌরভ সাহা অরবিন্দ স্পোর্টিং থেকে বীরনগর স্পোর্টিংয়ে গিয়েছেন।

সুপার ডিভিশনে জিতল টাউন

জলপাইগুড়ি, ৯ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার টাউন ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনকে। ঘরের মাঠে টাউনের গোল করেন প্রভাত প্রধান। দুই অর্ধে বহুবার চেষ্টা করলেও টাউনের জমাট ডিফেন্স ভাঙতে পারেননি রায়কতপাড়ার ফুটবলাররা। জয়সূচক গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্রভাত।

জয়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান

কোচবিহার, ৯ মে : ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সংস্কৃত বিভাগকে ৪৭ রানে হারিয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৮ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান করে। জবাবে সংস্কৃত ৭ উইকেট ৩৮ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা মোজাম্মিল আলি ৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।